ঘুঘু

শ্রীপরিমল গোস্বামী

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫০

মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগের [অবিনাশ প্রেস— ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীমতী সরলা দেবী

কল্যাণীয়াসু

দাদা

নিবেদন

সবগুলো নাটিকাই অল-ইণ্ডিয়া রেডিওতে ১৯৩৯—৪১-এর মধ্যে অভিনীত হয়েছিল। রেডিও-অভিনয়ের জন্য যে সব বিশেষ নির্দেশ দেওয়া ছিল, বিভিন্ন পত্রিকায় এ গুলো ছাপা হওয়ার সময়েই সে সব বাদ দিয়ে পাঠের উপযোগী ক'রে দেওয়া হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশ সময়ে আরও কিছু অদলবদল করা হ'ল।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ মহাশয় ইতিপূর্বে রস-সাহিত্য পরিবেশনে অনেকদিন ধ'রে হাত পাকিয়েছেন ব'লেই ব্যঙ্গ-কৌতুক প্রকাশে তাঁর সাহস আছে, তিনি নিজে এ বিষয়ে প__ ব'লেই ঘুঘু-লেখককে কাছে ডাকতে পেরেছেন, এ জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের অদৃশ্য দক্ষিণ হস্তখানি এক প্রুফ দেখা ভিন্ন আর সব দিক দিয়েই ঘুঘু প্রকা__ অনেকখানি সাহায্য করেছে, সুতরাং আমার দক্ষিণ হস্তখানিও এই উপলক্ষে তাঁর দিকে প্রসারিত করলাম।

এই বইয়ের ছবিগুলো এঁকেছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত শৈল চক্রবর্তী, বি-এস্-সি।

৩৫-ডি কৈলাস বসু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১-১-৪৪

শ্রীপরিমল গোস্বামী

সূচীপত্র

ঘুঘু

অভিনয় নির্দেশ : একমাত্র পাখীরা অভিনয় ক'রবে বলেই এই নাটিকাটি লেখা হয়নি। মানুষেরা যদি অভিনয় করতে চায় তা হ'লে ঘুঘু সাজতে ঘুঘুর মুখোস, কোকিল সাজতে কোকিলের মুখোস এবং ময়ূর সাজতে ময়ূরের মুখোস আর পিছনে দুচারটে ময়ূরের পালক বেঁধে নিলেই চলবে।

ময়ূর। (যন্ত্র সাহায্যে গলা সাধার চেষ্টা ক'রে) নাঃ, আজ কদিন ধ'রে ক্রমাগত গান গাইবার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই সুরটাকে বশে আনতে পারছি না। অথচ গান আমাকে শিখতেই হবে। কোকিলের মতো একটা কুৎসিত পাখী—সেও গান গায় আর আমি পারি না।

বাইরে থেকে কোকিলের ডাক

কে ?—ভিতরে এসো।

কোকিল। আমি কোকিল। এই পথে যাবার সময় মনে হ'ল ভিতরে কেউ গলা সাধছে। কোনো নতুন পাখী এসেছে নাকি এ দেশে ?

ময়ূর। না ভাই কোকিল, আমি নিজেই গাইতে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু হচ্ছে না কিছুতেই।

কোকিল। বিনা শিক্ষকে কোন্ জিনিষটি হয় ভাই ?

ময়ূর। শিক্ষক রাখলে হবে বলছ ?

কোকিল। নিশ্চয় হবে। এই তো আমি কতজনকে গান শিখিয়ে বেড়াই, তারা তো সবাই বেশ ভাল গাইছে।

ময়ূর। কে কে শিখেছে তোমার কাছে ?

কোকিল। আমার হাতে কত পশুপাখী যে শিখেছে তার হিসেব নেই, অনেকের গানের রেকর্ড পর্যন্ত হয়েছে।

ময়ূর। বল কি! রেকর্ডও হয়েছে!

কোকিল। এই তো আমার সঙ্গেই কখানা আছে, শুনিয়ে দেব?

ময়ূর। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় শোনাবে—ঐ তো, ঐখানে আমার গ্রামোফোনটাও রয়েছে, কিনেছিলাম একটা অনেক আশা ক'রে।

কোকিল। কখানা শুনবে?

ময়ূর। সব শুনব।

কোকিল। সব তো এখন শোনাবার সময় নেই—আচ্ছা সবগুলোরই একটু একটু নমুনা শুনিয়ে দিই।—এই শোন, প্রথমে গাধার রেকর্ডখানা দিচ্ছি।

গান

প্রথমে গাধার ডাক—তারই ছন্দে মিলিয়ে
হো হো হো হো হো হো
এসো ভাই গলা সাধি
প্রাণ খুলে হাসি কাঁদি
হো হো হো হো হো হো

এইবার আর একটি শোন, এটা বেরালের গান—

মিয়াউ মিয়াউ মিয়াউ
মাছ কোথা পাঁউ
মিয়াউ মিয়াউ মিয়াউ
দুধ কোথা পাঁউ—

ময়ূর। (চীৎকার করে) আর না—আর শুনতে চাই না, থামাও, পরের গান শুনে মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে—থামাও।



সরস্বতী। কি রকম?

ঘুঘু। যারা শঠ, যারা প্রতারক, বাঙালীরা তাকেই বলে ঘুঘু।

সরস্বতী। সে কি কথা! তুমি ঠিক বলছ তো?

ঘুঘু। ঠিকই বলছি। আমাদের জাতিকে এই অপমানের হাত থেকে বাঁচান।

সরস্বতী। এর প্রতিকার আমার জুরিস্‌ডিকশনে নয়। তা ছাড়া আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—শঠকে, প্রতারককে বলে ঘুঘু?—তা হ'লে তো আমাকে নিজে গিয়ে দেখতে হবে কি ব্যাপার! বেশ মজার মনে হচ্ছে।—তুমি দিন-তিনেক পরে আমার কাছে আসবে, ইতিমধ্যে আমি তদন্ত শেষ ক'রে ফেলব। কেমন?

ঘুঘু। আপনি যা বলেন তাই হবে। আমি তিনদিন পরেই আবার আসব।

—দৃশ্য পরিবর্তন—

তিন দিন পরের ঘটনা। সরস্বতী ঘুঘুকে কোলে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

সরস্বতী। বৎস, কেঁদো না, উপায় নেই। তোমাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো আমার সাধ্য নয়। বাংলাদেশে গিয়ে আমি সব দেখে এসেছি। সেখানে যে-লোকটি যত নিরীহ, তাকে সবাই তত ধূর্ত ব'লে জানে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। যে ঘুঘু দেখেছে তাকে সবাই ফাঁদ দেখাতে চায়। কাউকে উদ্বাস্তু ক'রেও তারা চায় তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে।—এর কি প্রতিকার করব? তোমাকে সব সহ্য করেই বাংলাদেশে থাকতে হবে।

ঘুঘু। (কাঁদতে কাঁদতে) এর চেয়ে আমাদের মরাই কি ভাল নয়?

সরস্বতী। ছিঃ মরবে কেন?

ঘুঘু। অপমান সহ্য ক'রে বেঁচে থেকে কি লাভ?

সরস্বতী। আচ্ছা একটা সান্ত্বনা তোমাকে দিচ্ছি। স্তব্ধ দুপুরে তোমাদের ঘুঘুডাকে বাংলার কবিরা মুগ্ধ হবে।

ঘুঘু। (হতাশ ভাবে) না দেবী, আপনি আমাদের বাঁচাতে পারলেন না। বাংলার কবিরা নিজেরাই খেতে পায় না—তারা মুগ্ধ হ'লে আমাদের কিছু লাভ নেই—ওতে আমাদের গৌরবও নেই। তার চেয়ে যেমন আছি সেই ভাল। বিদায় দেবী।

সরস্বতী। (স্বগত) সাধে কি আর তোমাদের ঘুঘু বলে। (ঘুঘুর প্রতি) এসো বৎস।

পিপাসা

প্লট : ভদ্রতার অবতার, গল্পলেখক শৈলবাবুর সঙ্গে তাঁর পু[illegible] বন্ধু ইন্দ্রের দেখা। ইন্দ্র বই ছাপার ব্যবসা করবে—সুতরাং শৈলবাবু ও তাঁর স্ত্রী উষা ইন্দ্রকে খুশী করতে চান।

উষা। দুটো বেজে গেল যে, এখনো বসে আছ? শোবে না?

শৈলবাবু। তা বাজুক, এটা তো আর রাত নয়!

উষা। কিন্তু তোমার যে অভ্যাস খেয়ে-দেয়ে ঘুমনো।

শৈল। এমন কিছু করছি যাতে ঘুমের কথা মনে পড়ছে না।

উষা। লিখছ তো গল্প। আর যাদের জন্য লিখছ, তারা নিশ্চয় এতক্ষণ ঘুমুচ্ছে। মাসিকপত্রে গল্প লেখা ছাড়, কেননা তোমাদের মতো লেখকের ভরসাতেই সম্পাদকেরা আরামে ঘুমোয়, কিন্তু তোমরা ঘুমুতে পার না।

শৈল। কেন, আমরা কি ভাল লিখি না?

উষা। ভাল লেখ কি না জানি না, কিন্তু বড় বেশি লেখ। ক'দিন ধ'রে তো কেবল লিখেই চলেছ দেখছি, বই তো একখানাও বেরুলো না আজ পর্যন্ত।

শৈল। এবারে উপন্যাস লিখছি, এইবারে দেখো বই বেরোয় কি না। ছোট গল্প লিখেছি এতকাল, কেউ ছাপতে চায় না।

উষা। উপন্যাস লিখছ না কি? কৈ আমাকে তো প'ড়ে শোনাও নি।

শৈল। শোনাব কি, এমন জায়গায় আটকে পড়েছি যে আমিই আর এগোতে পারছি না।

উষা। কি যে বল! তোমার হাতেই তো সব।

শৈল। আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। ঘটনাটাই বলি। লক্ষ্মীরাণীর সঙ্গে বিজয়কুমারের বিয়ে ঠিক হয়েছিল, কিন্তু এতক্ষণ একটা অধ্যায় ধ'রে বিজয়কুমারের বাবা আর লক্ষ্মীরাণীর বাবার মধ্যে এমন ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছি যে অধ্যায়ের শেষে তাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ করাতে হয়েছে। অথচ বিজয়কুমার চায় লক্ষ্মীরাণীকে বিয়ে করতে, আর লক্ষ্মীরাণীও বিজয়কুমারের সঙ্গে বিয়ে হ'লে খুশী হয়।

উষা। ওদের ঝগড়া থামিয়ে ছেলেমেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়ে দাও। তুমি যা করাবে তাই ওরা করবে। বেচারাদের মিছিমিছি কষ্ট দিও না।

শৈল। এরা যে এখন আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। এখন এদের ভবিষ্যৎ কতদিকে গড়াতে পারে তাই ভাবছি বসে বসে।

উষা। ভদ্রলোক-হিসেবে তোমার কত সুনাম, অথচ তুমি দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে! কড়া নাড়ার শব্দ

ইন্দ্র। শৈলদা বাড়ী আছ?

উষা। (চাপাস্বরে) আমি ভিতরে যাই, দেখ কে তোমাকে ডাকছে।

শৈল। (দরজা খুলে) কে! আরে, ইন্দ্রকুমার যে! কি খবর? বহুকাল পরে কোথেকে এসে হাজির হ'লে বেলা দুটোর সময়?

ইন্দ্র। আমি কি আর এখানে ছিলাম এতদিন?

শৈল। ব'স। তারপর কোথায় ছিলে?—যেখানেই থাক, আমার পক্ষে দুই-ই সমান। এখানে থাকলেও দেখা নেই, বাইরে থাকলেও দেখা নেই।

ইন্দ্র। ঘুরে ঘুরে বেড়ানো গেল কিছুদিন, কিন্তু এবারে কিছু করব ব'লে মনে করেছি।

শৈল। হ্যাঁ, কিছু একটা তোমারই তো করা উচিত। পিতৃপুরুষের কাছে ক্রমাগত ঋণ বাড়িয়ে যাওয়াটা কিছু নয়, তা ছাড়া এ যুগে জন্মেছ যখন, তখন কিছু না করাটা লোকের চোখে বড় লাগে।

ইন্দ্র। তুমি কিছু করেছ নাকি?

শৈল। হ্যাঁ, বিয়ে করেছি। কেননা বিয়ে না করলেও লোকের চোখে লাগে।

ইন্দ্র। তা হ'লে প্রতিজ্ঞা ভেঙেছ?

শৈল। না ভেঙে উপায় কি? ইতিহাসে দেখা যায়, যারা প্রতিজ্ঞা ভাঙেনি তারা নিজেরা ভেঙেছে; তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম; তা ছাড়া জনতন্ত্রের যুগে জনতার স্রোতে ভেসে পড়াই নিরাপদ। কিন্তু এসব কথা যাক, তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

ইন্দ্র। একটা নতুন প্ল্যান মাথায় এসেছে।···আমি বই ছাপার কাজ করব—অর্থাৎ আমি হব পুস্তক প্রকাশক।

শৈল। (উৎফুল্ল ভাবে) এ তো খুব সাধু কাজ! তুমি হবে তা হ'লে যথার্থ সাহিত্যিক-বন্ধু।

ইন্দ্র। তোমার কাছে আসার উদ্দেশ্য তা হ'লে বুঝতে পেরেছ? তুমি গল্প লেখক, তোমার বইও দু-একখানা চাই। কিন্তু—

শৈল। বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। আমি ছোট গল্প ছেড়ে উপন্যাসই একখানা আরম্ভ করেছি।

ইন্দ্র। করেছ না কি? তা হ'লে তো ঠিক পথই ধরেছ দেখছি। ভালই হ'ল।

শৈল। তা হ'লে যেটুকু লিখেছি শুনিয়ে দিই?···এ নিয়ে একটু আলোচনা করারও আছে তোমার সঙ্গে।

ইন্দ্র। খুব ভাল কথা। কিন্তু শৈলদা, শোনার আগে একটুখানি

বিরক্ত করছি, আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াও। কাল রাত্রে এক জায়গায় পোলাও-মাংস খেয়ে তার ফল ভুগছি আজ। গলা এমন শুকিয়ে যাচ্ছে!

শৈল। এখুনি দিচ্ছি এক গ্লাস জল। এর জন্য এত সংকোচ কেন? তুমি ব'স, আমি জল নিয়ে আসি।

শৈল উঠে গিয়ে ভিতরের দরজা খুলে অদৃশ্য হ'ল। ইন্দ্র একা ব'সে রইল। শৈল উষার কাছে গেল।

উষা। বন্ধু এর মধ্যেই চ'লে গেল না কি?

শৈল। না যায়নি। এক গ্লাস জল নিতে এসেছি, ইন্দ্র খাবে। ইন্দ্র আমার পুরনো বন্ধু, এক সঙ্গে পড়েছি।

উষা। (একটু চিন্তা ক'রে) তা হ'লে শুধু জল কি ক'রে দেওয়া যায়?

শৈল। ঘরে মিষ্টি আছে কিছু?

উষা। মিষ্টি তো নেই। চাকরটাও যে এখুনি বেরিয়ে গেল, কি মুস্কিল বল তো! তুমি না হয় চট্ ক'রে এনে দাও।...কিন্তু—

শৈল। কিন্তু কি?

উষা। ভাবছি, বাজারের মিষ্টি দিয়ে নেহাৎ ভদ্রতা রক্ষা না ক'রে ঐ সঙ্গে দুখানা লুচি ভেজে দিতে পারলে দেখতে ভাল হ'ত।

শৈল। সেটা কি এখন সম্ভব?

উষা। ঘরে ঘি-ময়দা আছে, ষ্টোভ ধরিয়ে নিলে কতক্ষণ আর লাগবে?

শৈল। ঠিক বলেছ, সে বেশ হবে। তা হ'লে তুমি ময়দা নিয়ে ব'স, আমি মিষ্টি নিয়ে আসি। (প্রস্থানোদ্যত)

উষা। দেখ—

শৈল। কিছু বলছ?

উষা। লুচির সঙ্গে দুখানা ভাজা, কি একটু তরকারী হ'লে আরও ভাল হ'ত।—কিন্তু যাক গে, যা হবে না তা আর ভেবে লাভ কি?

শৈল। তরকারী হ'লে ভাল হবে বলছ? তা হ'লে ভাল ক'রেই দেওয়া যাক না। একটুখানির জন্য খুঁত রেখে দরকার কি? ষ্টোভ যখন জ্বলবেই, তখন তরকারীটাও ঐ সঙ্গে হ'য়ে যাক।

উষা। ঘরে শুধু বেগুন আছে—আলু পটোল আর কুমড়ো ঐ সঙ্গে থাকলে তো হ'ত।

ইন্দ্র। (দূরের ঘর থেকে) শৈলদা, দেরি হ'চ্ছে কেন?

শৈল। (চেঁচিয়ে) এই যাই ভাই। একটুখানি অপেক্ষা কর। (উষাকে) হ্যাঁ, কি বলছিলে? আলু, পটোল আর কুমড়ো? বেশ তো, এনেই দিই না? দেরি যখন একটু হ'লই, তখন আরও একটু দেরিও সইবে। থালায় পাঁচ রকম সাজিয়ে দিলে বন্ধু খুব খুশী হবে। জান তো, ইন্দ্র আমার বই ছাপবে।

উষা। তাই নাকি? তা হ'লে এক কাজ কর। আলু-কুমড়ো থাক; তুমি চট্ ক'রে কোনো হোটেল থেকে কিছু মাংসের ঝোল এনে আন। আর ঐ সঙ্গে কিছু মিষ্টি। দেরিও হবে না বেশি, অথচ দিয়েও তৃপ্তি হবে।

শৈল। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ! মাংসের কথা আমার মনেই আসেনি।

ইন্দ্র। (দূরের ঘর থেকে) কি হ'ল শৈলদা?

শৈল। (চেঁচিয়ে) হচ্ছে হচ্ছে আর একটুখানি অপেক্ষা কর।

শৈল অন্দরের পথে বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্র। (দূরের ঘর থেকে) কি ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এক গ্লাস জল আনতে এত দেরি হবে কেন! (চেঁচিয়ে) শৈলদা, গলা যে শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে গেল!………কৈ কোনো সাড়া নেই! বাড়ি থেকে চ'লে গেল নাকি? (চেঁচিয়ে) আমি কিন্তু অন্দরমহল আক্রমণ করব। নতুন বৌদি, (অন্দরের দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে) বৌদি, বেরিয়ে আসুন। (দরজা খুলে উষা ইন্দ্রের সামনে দাঁড়াল) নতুন বৌদি, আপনার সঙ্গে যদিচ পরিচয় হয়নি, তবু আপনিই দিন—কিন্তু…আপনি কি জানেন…আমি কি চাই?

উষা। (সলজ্জকণ্ঠে) আপনি আরও একটুখানি অপেক্ষা করুন, তিনি একটু বাইরে গেছেন, দু'এক মিনিটের মধ্যেই ফিরবেন।

ইন্দ্র। এতক্ষণে তবু একটু আশ্বস্ত হওয়া গেল। আপনার সহানুভূতিতে অন্তত আমার মন ভিজেছে, বোধ হচ্ছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব। কিন্তু আপনি কি জানেন, আমি কেন চেঁচাচ্ছি?

উষা। জানি।

ইন্দ্র। জানেন, তবু এত উদাসীন হচ্ছেন কি ক'রে?

উষা। সামান্য কারণে এত অস্থির হবেন না।

ইন্দ্র। আপনার কথা শুনে আমার ক্রমাগত সন্দেহ হচ্ছে, বোধ হয় শৈলদা আপনাকে কিছু না ব'লেই বাইরে চলে গেছে।

উষা। (কথাটা ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে) তাঁকে না দেখে আপনার যত কষ্টই হোক, আমি অনুরোধ করছি, আপনি একটুখানি শান্ত হ'য়ে বসুন।

ইন্দ্র। বেশ, আপনি যখন বলছেন, তখন যথাস্থানে গিয়ে শান্ত হ'য়েই বসছি। (এসে বস্‌ল)……টেবিলে দেখছি প্রকাণ্ড খাতা! ও! এইটেই বোধ হয় শৈলদার নতুন উপন্যাস। (পাতা উল্‌টিয়ে) এ যে

দেখছি ঘরে-বাইরের ভঙ্গীতে লেখা। প্রথমেই "বিজয়কুমারের আত্মকথা" ……তারপর…"লক্ষ্মীরাণীর আত্মকথা"……তারপর "বিজয়কুমারের পিতার আত্মকথা"…এই পর্যন্তই লিখেছে দেখছি।……এইটেই বসে বসে পড়া যাক……(টেনে টেনে পড়ার ভঙ্গীতে)

"শয়তান, ঘুঘু, ধাপ্পাবাজ,—এই সব কথা ছাড়া আর কিছু মনে আসে না।'…… লক্ষ্মীরাণীর বাবার কথা যতই ভাবি ততই শরীর মন অস্থির হ'য়ে ওঠে।…"

প্রথমেই এদের ঝগড়া বেধে উঠেছে দেখছি। তা হ'লে গল্প বেশ জমেছে বলতে হবে। (মনে মনে আরও একটু প'ড়ে)…এই রকম ঝাঁজ না থাকলে গল্প! আজকাল যে সব গল্প পড়ছি, সবই ভেবে ভেবে পড়তে হয়, পড়তে গেলে ঘুম পায়। ঝাঁঝালো গল্প বড় একটা দেখাই যায় না।…গল্পে যদি কেবলই চিনি থাকে তাহ'লে চলবে কেন? সেও আবার এক গ্লাস জলে এক চামচে চিনি!……কিন্তু জল! জল! এক গ্লাস জল না হ'লে আমি যে আর বসতে পারছি না! কেবল বই ছাপার আশায় পিপাসা সহ্য করেছি এতক্ষণ।· …নাঃ, বৌদিকেই আবার ডাকি। …(উঠে দরজার কাছে গিয়ে) বৌদি, শুনছেন?

উষা। (বেরিয়ে এসে) আপনি আর একটু বসুন, তিনি এখুনি ফিরবেন।

ইন্দ্র। আপনিই আমাকে একটু দয়া করুন না। আমি শৈলদার উপন্যাসখানা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম…একটুখানির বেশি যে আর পড়া গেল না। অসহ্য অবস্থায় উঠে এসেছি।

উষা। (এবারেও কথা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায়) আমারও শুনে অবধি মনটা ভাল নেই। আপনি যদি বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঐ জায়গাটা—ঐ ঝগড়ার জায়গাটা বাদ দেওয়াতে পারেন তা হ'লে বড় ভাল হয়। আপনি একটু বললেই হয়তো হ'তে পারে।

ইন্দ্র। হ্যাঁ, সামান্য কারণে ঝগড়া আমিও পছন্দ করি না। আপনি যেমন চান, তেমনই করতে হবে। শৈলদা এমন নির্বিরোধ লোক হ'য়ে কেন যে অপর লোকের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয় বুঝি না।

উষা। আমিও তো তাই বলি।

ইন্দ্র। তা হ'লে আমার প্রতি একটু দয়া করুন।

উষা। আপনি আরও একটু গল্পের কথাই বলুন।

ইন্দ্র। কিন্তু আমি যে আর এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আপনি তা হ'লে উঠে আসুন, ঐখানে বসে আলাপ করা যাক।

উষা। আমি যে একটু কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি।

ইন্দ্র। এমন কি কাজ করেছেন বেলা দুটোর সময়?

উষা। সে আর ব'লে লাভ নেই।···একটু ময়দা মাখছি। একটা পাখী পুষেছি কিনা, তাকে রোজ এই সময় খাওয়াতে হয়।

ইন্দ্র। বলেন কি! পাখী এত ময়দা খায়? ও তো গলায় আটকে মারা যাবে। কি পাখী?

উষা। (ইতস্ততঃ ক'রে) এখনও সেটা বুঝতে পারছি না; খুব ছোট কিনা, আর একটু বড় হ'লে তবে বোঝা যাবে কি পাখী।

ইন্দ্র। ওসব এখন রাখুন। মানুষের প্রতি আপনাদের মমতা নেই, কেবল পাখী নিয়েই আছেন। দেখুন ময়দার কথা শুনে আমার গলাটা আরও শুকিয়ে উঠল যে! আচ্ছা, শৈলদা কি কিছু বলেনি আপনাকে?··· আমি নিজেই বলি। এক গ্লাস জল দেবেন আমাকে?

উষা। একটুক্ষণ স্থির হ'য়ে বসুন, তিনি এলেন ব'লে।

ইন্দ্র। কেন যে আমার দুর্দশা দেখে আপনার দয়া হচ্ছে না, আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না। জল বাড়িতে নেই না কি?

উষা। ধরুন যদি তাই হয়, তা হ'লে আর তো কোনো উপায় নেই।

ইন্দ্র। উপায় আছে বৈ কি। আমাকে যদি একবার বাইরে যেতে অনুমতি দেন তা হ'লে একটা উপায় হ'তে পারে।

ঊষা। না না, সে আমি কিছুতেই পারব না। জানেন তো, ওতে আমাদের অকল্যাণ হবে।

ইন্দ্র। দরজার পাশেই বাইরে চৌবাচ্চা আছে, আপাতত ঐখান থেকেই গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই তা হ'লে।

ঊষা। ওমা ! ঐ নোংরা জল ! না না আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি ?

ইন্দ্র। তা একটু হয়েছে ব'লেই মনে হচ্ছে।

ঊষা। স্থির হ'য়ে বসছেন না বলেই ও রকম হচ্ছে।

ইন্দ্র। দেখুন, একটা কথা বলব ?···যদি কিছু মনে না করেন।

ঊষা। বলুন, মনে করব কেন ?

ইন্দ্র। ঐ যে আপনার পিছনে একটা কি দেখা যাচ্ছে ? থোড় ব'লে মনে হচ্ছে না ?···ঐটেই দয়া করে দিন না, ততক্ষণ একটু চিবোতে থাকি।

ঊষা। (আবার কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য) উপন্যাসের খাতা খানা তো পড়েছেন, আচ্ছা বলুন তো, ছেলে আর মেয়ের বাপের মধ্যে ঝগড়া হ'লে পরে তা কি ভাবে মিটতে পারে ?

ইন্দ্র। (চটে গিয়ে) ঝগড়া মেটানো উচিত নয়। ঝগড়াটা আদালত পর্যন্ত গড়াক, তারপর দুপক্ষের সব বিক্রি হ'য়ে যাক, ওরা পথে বসুক।

ঊষা। ছি ছি এ আপনি কি বলছেন ? খানিকটা আগেই তো বললেন ঝগড়া মিটিয়ে ফেলা ভাল।

ইন্দ্র। আমি মত বদলে ফেলেছি।

ঊষা। কেন ?

ইন্দ্র। একটা মজা কি জানেন, স্বাভাবিক অবস্থায় আমি যা বলি, গলা শুকিয়ে গেলে তার বিপরীত বলতে থাকি। তখন আর আমাকে কেউ ঠেকাতে পারে না।

উষা। না না, তা হ'লে গলা আর শুকনো রাখবেন না, এই নিন... এই তেঁতুলটুকু ততক্ষণ চাটতে থাকুন।

ইন্দ্র। (খপ ক'রে তেঁতুল হাতে তুলে নিয়ে) আপনি আমার যথার্থ উপকার করলেন আজ। এ বেশ হ'ল, এই নিয়েই অনেকটা সময় কাটানো যাবে, আর ততক্ষণ কলেও হয় তো জল এসে যাবে। (ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল).. খাসা লাগছে তেঁতুল।...কিন্তু এর ফল কতক্ষণ স্থায়ী হবে?...নিজেরই জল নিজে খাচ্ছি।...(চাটতে চাটতে) ...কিন্তু এ কি হ'ল? গলা ভিজল বটে, পিপাসা যে আরও বেড়েই চল্‌ল। বৌদি বললেন অকল্যাণ হবে বাইরে গেলে। তাঁর বিশ্বাসে আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু না দিয়েই বা কতক্ষণ থাকব? যাই চ'লে লুকিয়ে। দরজা ভেজানো থাক, কিছু টের পাবে না কেউ। কিন্তু যদি চুরি হ'য়ে যায়?—তা যাক, প্রাণ হরণের চেয়ে সম্পত্তি হরণ ঢের ভাল। (দরজা খোলার শব্দে উষা ছুটে এল)

উষা। ও কি! আপনি ও কি করছেন?

ইন্দ্র। (অপ্রস্তুতভাবে) অ্যাঁ...না না! ও...ও! আমি কি করছি? আমি এই দরজাটা একটু এঁটে দিচ্ছিলাম। বড্ড ঘুম পাচ্ছে কিনা, ঘুমিয়ে পড়লে যদি সব চুরি হয়ে যায়।

উষা। তাই বলুন! আমি ভেবেছিলাম দরজা খুলছেন। এই নিন, আপনার জন্য আরও খানিকটা তেঁতুল এনেছি। এটা কাঁচা তেঁতুল, আরও ভাল লাগবে।

ইন্দ্র। আমি তেঁতুল খাব না, আমার দাঁত ট'কে গেছে। তার চেয়ে বাইরের ঐ বিছানাটা ছড়িয়ে ঐখানে একটু শুয়ে থাকি।

ঊষা। না না, ওতে শোবেন না, ওটা চাকরের বিছানা। আপনি দাঁড়ান, আপনার জন্য আলাদা বিছানা এনে দিচ্ছি।

ইন্দ্র। না, থাক। কথা বলতে বলতে ঘুম ছুটে গেছে। আমি ব'সেই থাকি।

ঊষা। তা হ'লে স্থির হ'য়ে বসুন, আমি দেখে আসি তিনি এলেন কি না। (প্রস্থান)

ইন্দ্র। স্থির হ'য়েই বসছি। (একটু বসতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল—এমন সময় হঠাৎ পাঁঠার ডাক) শৈলদা, এলে নাকি ফিরে?… কিন্তু এতো শৈলদার আওয়াজ নয়—পাঁঠার আওয়াজ ব'লে মনে হ'ল। যাক গে, আর পারি না…টেবিলে মাথা রেখেই একটুখানি ঘুমিয়ে নিই।

ঘুমিয়ে পড়ল

শৈল। (অন্দরে, স্ত্রীর কাছে) একটু দেরী হ'য়ে গেল, না? ইন্দ্র আছে তো?

ঊষা। তিনি আধমরা হ'য়ে পড়েছেন জল জল ক'রে। তোমার কিন্তু ভারি অন্যায়। এতক্ষণ দেরি দেখে আমিই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। ওমা! সঙ্গে একটা পাঁঠা কেন?

শৈল। এ সময়ে মাংসের ঝোল কোনো হোটেলে পেলাম না। খালি মিষ্টি নিয়েই ফিরছিলাম, ফেরার পথে দেখি পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছে একটা লোক। দেখেই কিনে ফেলেছি। ভাবলাম এতই যখন দেরি হ'ল তখন মাংস একেবারে রেঁধেই খাওয়ানো যাক।

ঊষা। তুমি একেবারে অবাক করলে! একটা আস্ত জন্তু এখন রাঁধি কি ক'রে?



শৈল। ভয় নেই, লোকটাকে-সুদ্ধ নিয়ে এসেছি, এখুনি কেটে দেবে। (পাঁঠার ডাক)

উষা। না, সে হয় না, পাঁঠাসুদ্ধ তোমার লোককে বিদেয় ক'রে দাও। আমি লুচি ভেজে দিচ্ছি, তুমি মিষ্টিগুলো এইখানে রাখ। সেই শুধু লুচি-মিষ্টিই দিতে হ'ল, অথচ এত দেরি হ'য়ে গেল। ভদ্রলোক যে কি কষ্ট পেয়েছেন এতক্ষণ!

শৈল। কৈ, ইন্দ্র কোথায়? (বেরিয়ে গিয়েই ফিরে এসে) ওগো, ইন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন আর তা হ'লে ভাবনা নেই, মাংসটা আর বাদ দিও না। ওকে খাওয়াব মনে ক'রেই পাঁঠা এনেছি, ওকে খাওয়াতেই হবে।

উষা। ঘুমিয়েছেন ইন্দ্রবাবু? যাক বাঁচা গেল। তুমি পাঁঠাওয়ালাকে ব'লে দাও।

শৈল। তাকে বলতে হবে না, সে বোধ হয় এতক্ষণ তৈরি ক'রে ফেলেছে। তুমি, তা হ'লে মশলা ঠিক ক'রে ফেল, আমি ও ঘরে গিয়ে একটু বসছি।

উষা। দে'খো, পা টিপে টিপে যেয়ো—ঘুম ভেঙে না যায়।

শৈল। সে বলতে হবে না।

ইন্দ্র। (হঠাৎ জেগে উঠে) কে? শৈলদা? ফিরেছ? একটুখানি আগে পাঁঠার ডাক শুনে হঠাৎ মনে হ'ল যেন তুমি ফিরেছ। শেষে ভুল বুঝতে পারলাম।

শৈল। ভুল হয়তো বিশেষ করনি, আমি একটু আগেই ফিরেছি। কিন্তু তুমি জাগলে কেন, আর একটু ঘুমোও।

ইন্দ্র। একটুখানি ঘুমিয়েই পিপাসা অনেকটা ক'মে গেছে। এর পর

এখানে বসে থাকলে হয়তো আবার বেড়ে যাবে। শুনলাম বাড়িতে জল নেই, কি ব্যাপার বল তো?

শৈল। সে অনেক কথা। সে সব দুর্দশার কথা আর এখন বলতে চাই না।

ইন্দ্র। জল আদৌ এনেছ কি? যদি এনে থাক, তা হ'লে কথা রক্ষার জন্যও অন্তত একগ্লাস দাও।

শৈল। সে তো দেবই। গোলমাল সবটা এখনও কাটেনি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কেটে যাবে।

ইন্দ্র। জলের মতো সহজ জিনিষ নিয়ে এমন গোলমাল কি ক'রে হ'ল বুঝতে পারছি না।

শৈল। তুমি ভাই এখন কিছু বোঝার চেষ্টা ক'রো না, যা হবার হয়েছে, এবং যা হবার তা হবেই, মিছিমিছি আমাকে ভুল বুঝো না।

ইন্দ্র। ভুল বুঝিনি কিছু।—সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গেলে কেবলই হাসি পাচ্ছে। তোমার দিক দিয়ে যা করবার করেছ, তোমার সাধ্যে যতদূর কুলোয় তা করেছ।—এই টুকুই মনে থাকবে, এর পরের অংশটা ভুলে যাব।

শৈল। পরের অংশটা কিন্তু এখনও অদৃশ্য আছে—কাজেই সে বিষয়ে এখনই কোনো মন্তব্য ক'রো না।—আমার মনে হয়, সেটা কি তা জানলে আর তা ভুলতে পারবে না।

ইন্দ্র। অদৃশ্য জিনিষ দেখার চেষ্টা করব না। এতক্ষণ ধ'রে যা হ'য়ে গেল তাকেই আমি দু'ভাগে ভাগ ক'রে নিয়েছি। এর প্রথম অংশে —এক গ্লাস জলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। দ্বিতীয় অংশে—সেই এক গ্লাস জল দিতে না পারা। এই নিয়ে বেশ একটা গল্প লেখা যায়।……কিন্তু দাদা, এখন আমি উঠব।

শৈল। সে কি কথা ?—এখনই উঠবে তার মানে ?

ইন্দ্র। আর এক লেখকের সঙ্গে দেখা করার সময় হয়েছে, আমাকে উঠতেই হবে।—তার মানে আমি উঠলাম।

শৈল। জল না খেয়ে ?—সে কিছুতেই হয় না।

ইন্দ্র। না শৈলদা, পিপাসা আমার এখন আর নেই।

শৈল। সে বিচার তোমার নয়। তুমি জল চেয়েছ—তার পরের দিকের কর্তব্য তোমার নয়, আমার। জল না খাওয়া পর্যন্ত তুমি উঠতে পারবে না।

ইন্দ্র। আমাকে উঠতেই হবে।

শৈল। আমি উঠতে দেব না।

ইন্দ্র। আমার ভীষণ ক্ষতি হবে এখন না গেলে।

শৈল। তবু আমি যেতে দেব না।

ইন্দ্র। মারাত্মক ক্ষতি হবে।

শৈল। তবু এখন উঠতে পাবে না।

ইন্দ্র। আমি উঠলাম, কিছুতেই এখন থাকতে পারি না।

শৈল। আমিও কিছুতেই এখন যেতে দিতে পারি না।

ইন্দ্র। জোর ক'রে রাখবে ?

শৈল। দরকার হ'লে তাই করব।—আমি জোর ক'রেই তোমাকে ধ'রে রাখব।

ইন্দ্র। আমিও জোর ক'রেই যাব।

শৈল। তবে দেখা যাক কার জোর বেশি।

ইন্দ্র। আঃ জামা ছাড়, জামা ছিঁড়ে গেল যে!

শৈল। ব'য়ে গেল। জামা টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ব।—যা ইচ্ছে করব। (জামা ছিঁড়ল)



ইন্দ্র। আরে! সত্যিই সবটা জামা ছিঁড়ে দিলে? তা হ'লে আমিও তোমার জামা ছিঁড়ব,—কেমন, হ'ল তো এবার?

শৈল। আমার নতুন পাঞ্জাবিটা ছিঁড়লে?—তা হ'লে দাঁড়াও!

ইন্দ্র। আঃ গেঞ্জি ছাড় বলছি—গেঞ্জি না থাকলে বেরোতে পারব না। (গেঞ্জি টেনে ছিঁড়ল)—তবু ছিঁড়লে গেঞ্জি!—বেশ খালি গায়েই যাব। ও কি, কোঁচায় হাত দিও না বলছি। ছাড়, কোঁচা ছাড়।

শৈল। পারবে আমার সঙ্গে জোরে?

ইন্দ্র। জোর খাটিয়ে দেখ।

শৈল। এখনও ফেরো বলছি—জল খাবে কি না বল।

ইন্দ্র। উঃ গেল গেল, হাত ভেঙে গেল!—আচ্ছা, এইবার নিজেকে সামলাও। (কিল মারল)

শৈল। এক হাতে কিল মেরে আমাকে কাবু করবে!—দাঁড়াও মজাটা টের পাওয়াচ্ছি। (ভীষণ মার খেয়ে ইন্দ্র আর্তনাদ ক'রে পড়ে গেল) এক ঘুঁষিতেই অজ্ঞান!—আরে, সত্যিই তো অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল, ম'রে যাবে না তো?—(চীৎকার ক'রে) উষা—উষা—শীগগির জল আন।

উষা। (দূর থেকে) মাংস এখনও নামেনি।

ইন্দ্র। মাংস নয়, খালি জল আনো, শীগগির!

উষা। এই নাও জল। কি হ'ল ইন্দ্রবাবুর!—অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন না কি? ওঃ এতক্ষণ জল না খেয়ে ভদ্রলোক কি কষ্টই না পেয়েছেন! জল মুখে দেব?

শৈল। না না না, তুমি কি পাগল হ'লে? মাংস পেটে না পড়তেই মুখে জল দিতে চাও? মুখে নয়, মাথায় দাও, মাথায়। (মাথায় জল দিল) আরও জল আনো।...ইন্দ্র চোখ খুলেছ? (খুশী হ'য়ে) ইন্দ্র, ওঠ।

ইন্দ্র। আ!—কি—সব—হচ্ছে—শৈল দা—

শৈল। উঠে ব'স।

ইন্দ্র। তা হ'লে…ছাড়বে না…কিছুতেই?

শৈল। না। জল না খেয়ে যেতে পারবে না। আরও একটুখানি বসতে হবে।

ইন্দ্র। তোমার ভদ্রতা দেখে খুব খুশী হয়েছি!

শৈল। আর তো কিছু সম্বল নেই, ঐ টুকুই যা আছে।

ইন্দ্র। প্রার্থনা করি সেটুকু বজায় থাক।

স্বামী-সন্ধান

[ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকার এবং তার সহকারী শম্ভু দত্ত ঘরে ব'সে ছিল এমন সময় মাতঙ্গিনী দেবী নামক এক মহিলার প্রবেশ]

মাত। আপনিই কি ডিটেকটিভ ব্র—

ব্রজ। আপনার অনুমান ঠিক, আমিই ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকার।

শম্ভু। আর আমি ডিটেকটিভের সহকারী শম্ভু দত্ত, কাজে সহকারী, ব্যবহারে সহোদর।

মাত। বড় বিপদে পড়ে—

ব্রজ। বিপদে পড়েই যে এসেছেন তা জানি।

শম্ভু। কেননা বিপদে না পড়লে এখানে কেউ আসে না।

ব্রজ। বলুন কি হয়েছে—খুন? কবে হয়েছে? খুন তদন্তে আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত।

মাত। কেউ খুন হয়নি।

ব্রজ। তবে অলংকার চুরি? এতেও আমাদের অভিজ্ঞতা আছে।

মাত। তাও নয়। একটা রহস্য, অনেকদিনের রহস্য, আপনাকে ভেদ করতে হবে।

ব্রজ। শম্ভু, আমাদের রহস্যভেদের ফাইলটা আন তো।

শম্ভু। আনতে হবে না, আমার সব কণ্ঠস্থ আছে। একশো ত্রিশটি রহস্য আমরা গত মাসে ভেদ করেছি।

ব্রজ। তাই হবে। এতগুলো রহস্য একমাসে ভেদ করা সহজ কথা? অথচ দেখুন, করেছি।

শম্ভু। কেমন ক'রে করেছি, সেটাও একটা রহস্য।

ব্রজ। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আপনার নামটি বলুন,—কিছু মনে করবেন না, কঠিন কর্তব্যে ভদ্রতার স্থান আমরা বিশেষ রাখি না।

মাত। আমার নাম মাতঙ্গিনী দেবী।

শম্ভু। যথেষ্ট। আর কিছু বলতে হবে না, আপনার নাম ঠিকানা আমাদের এই ফর্মে লিখে দিন।

মাতঙ্গিনী লিখল

ব্রজ। আপনার বয়স? আঠারো হবে নিশ্চয়।

মাত। আজ্ঞে না, বত্রিশ।

ব্রজ। কুমারী, সধবা না বিধবা?

মাত। কুমারী নই, কিন্তু সধবা কি বিধবা সেটা আমি বলতে পারব না।

ব্রজ। দেখুন, রহস্য ভেদ করাতে এসে রহস্য বাড়াবেন না।

শম্ভু। হয় তো আপনি দুইই, কিন্তু কোন্‌টি আগে তা বলতেই হবে, নইলে কেস্ নেওয়া শক্ত হবে।

মাত। সেইটে ঠিক করার ভার আপনাদের নিতে হবে, আমার স্বামীকেই খুঁজে ব'ার করতে হবে, অবশ্য যদি তিনি বেঁচে থাকেন।

ব্রজ। ও! তাই বলুন! আপনার স্বামী নিরুদ্দেশ হয়েছেন? কত কুলাঙ্গার স্বামীকে যে আমরা ধরেছি! চরিত্র খুব খারাপ ছিল নিশ্চয়, নইলে স্বামী স্ত্রী-ত্যাগ করে কখনো?

শম্ভু। হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, তা প্রায়ই করে না। তবে সন্ন্যাসী হয়েও যায় অনেকে।

ব্রজ। সে হয় স্ত্রীর অত্যাচারে। আচ্ছা, আপনি কি স্বামীর উপর অত্যাচার করতেন? যেমন মার-ধোর করা, কিংবা আগুনের ছেঁকা দেওয়া, কিংবা বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া? করেছেন এ রকম অত্যাচার?

শম্ভু। কিংবা হয়তো তিনি খুনে, কিংবা জালিয়াত, কিংবা চোর, কিংবা ডাকাত। বলুন, কি কি কারণ আপনার অনুমান হয়?—নির্ভয়ে বলুন।

মাত। সে আমি জানি না, ত্রিশ বছর নিরুদ্দেশ হয়েছেন। বেঁচে আছেন কি বেঁচে নেই সেইটে জানতে হবে। বেঁচে থাকলে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে, না থাকলে মৃত্যুর প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে।

ব্রজ। (প্রায় কেঁদে) আপনার কথা শুনে আমার একটি স্মৃতি জেগে উঠছে মাতঙ্গিনী দেবী, আমি আর কথা বলতে পারছি না।

মাত। কি হ'ল আপনার?

ব্রজ। দু'বছর হ'ল আমার স্ত্রী মারা গেছে—আপনার স্বামীভক্তি দেখে তারই কথা কেবল আমার মনে আসছে।

শম্ভু। মাতঙ্গিনী দেবী, আপাতত আমার সঙ্গেই আলোচনা করুন। ওঁর চোখ দিয়ে জল ঝরছে, গলাটাও ধ'রে এসেছে। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা আপনার স্বামীর রহস্য ভেদ করব।

ব্রজ। (কাঁদতে কাঁদতে) আর আমাদের ফী-টা ঠিক ক'রে নাও—আর আগাম কিছু টাকা নিয়ে নাও।

মাত। আমার স্বামীকে যদি জীবিত খুঁজে বার করতে পারেন তা হ'লে দশ হাজার টাকা পাবেন। আর যদি মৃত্যু হ'য়ে থাকে তা হ'লে তার প্রমাণ দিতে পারলে পাবেন এক হাজার টাকা। কিন্তু অগ্রিম কত টাকা চান?

ব্রজ। আর যদি কিছুই করতে না পারি?

মাত। তা হ'লেও কি টাকা দিতে হবে?

শম্ভু। নিশ্চয়। আমাদের একটা নির্দিষ্ট ফী আছে সেটা আমরা কোনো অবস্থাতেই ছাড়ি না।

ব্রজ। আপনার স্বামীর নাম কি?

মাত। আপনার যে নাম, ঠিক সেই নাম।

ব্রজ। ব্রজবিলাস সরকার?

মাত। ঠিক তাই।

ব্রজ। (গদগদভাবে) কি যে বলেন! একটা মধুর যোগাযোগ!

শম্ভু। শেষে কোনো গোলমালে পড়ব না তো আমরা?

ব্রজ। থাম শম্ভু। আমার নাম আর আপনার স্বামীর নাম এক··· দেখুন, আপনাকে অগ্রিম বিশেষ কিছু দিতে হবে না। মাত্র দুশো টাকা দিন। (মাতঙ্গিনী টাকা দিল)

মাত। আর কিছু জানবার নেই আপনার?

ব্রজ। কিছু না। আপনার স্বামীকে খুঁজে বা'র করতেই হবে। একটা কথা। আপনি কি শ্বশুরবাড়িতে থাকেন না বাপের বাড়িতে?

মাত। বাপের বাড়িতে। বাবা মারা গেছেন—তাঁর সম্পত্তির আমিই বর্তমান মালিক। আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল হাতীবাগানে, কিন্তু কোন্ বাড়িতে তা এখন কারো মনে নেই।

ব্রজ। বাস্, আর কিছু জানবার প্রয়োজন নেই, আপনি এখন আসতে পারেন।

শম্ভু। আপনাকে যথেষ্ট কষ্ট দিলাম আমরা, কিছু মনে করবেন না।

মাত। আপনারা আমাকে আর কষ্ট দিলেন কোথায়, আমিই তো আপনাদের কষ্ট দিতে এসেছি।

শম্ভু। কষ্ট দিইনি? নিশ্চয় দিয়েছি। দেখছেন না, ব্রজবিলাস কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে!

ব্রজ। যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে আপনার স্বামী-সন্ধানের কাজটা আমাদের অনেক আগেই শেষ করা উচিত ছিল।

শম্ভু। হ্যাঁ, অন্তত পঁচিশ বছর আগেই আমাদের এ দিকে মন দেওয়া উচিত ছিল।

মাত। সে কি! আপনারা না জেনে এতে মন দিতেন কি করে?

ব্রজ। ঐ খানেই তো ডিটেকটিভের কৃতিত্ব! আপনার মতো ধনী মহিলার স্বামী নিরুদ্দেশ!—এটা আমাদের নিজের গরজেই জানা উচিত ছিল।

মাত। কেন, আপনাদের আবার গরজ কি?

শম্ভু। গরজ নয়? তবে আমরা ডিটেকটিভ হয়েছি কেন? কবে এসে আপনি খবর দেবেন—সেই জন্য চিরকাল অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকব? ধরুন যদি আজ নাই আসতেন, তা হ'লে আপনার স্বামী তো নিখোঁজ হয়েই থাকতেন! এতে কি আমাদের লজ্জায় মাথা নীচু হচ্ছে না?

ব্রজ। আর এক কথা। ধরুন আপনার স্বামীকে বা'র করা গেল খুঁজে, কিন্তু ওঃ সে কথা বলতেও আমার গলায় আটকে যাচ্ছে।

শম্ভু। আচ্ছা আমিই বলি। ধরুন দেখা গেল তিনি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করছেন।

ব্রজ। না হে না, তপস্যা করলে তো তপস্যা ভাঙা যায়। ধরুন তিনি অন্য জায়গায় নতুন ক'রে সংসার পেতে বসেছেন।

শম্ভু। তার চেয়েও ভয়ানক হ'তে পারে। হয় তো তিনি—নাঃ সে আমি কিছুতেই বলতে পারব না এখন। আমারও গলায় আটকে যাচ্ছে।

মাত। বলুন না, আমার সব স'য়ে গেছে।

শম্ভু। আপনি সহ্য করতে পারলেও, আমরা হয় তো সহ্য করতে পারব না, সে এখন শুনে কাজ নেই।

মাত। তা হ'লে আমার আর কিছু বলবার নেই। আচ্ছা ক'দিন সময় নেবেন?

ব্রজ। আমরা তো কোনো কাজেই সাত দিনের বেশি সময় নিই না। এই সাত দিন ধ'রে এই জলো বাংলাদেশের বুকে অনুসন্ধানের আগুন জ্বালিয়ে দেব। আগুন আর জল মিশলে কি হয় শম্ভু?

শম্ভু। (একটু ভেবে) আগুন আর জল একসঙ্গে হ'লে আগুন নিবে যায়।

ব্রজ। মোটেই না! দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হবে আগ্নেয় গিরি। বেরিয়ে আসবে লাভা-প্রবাহ—গর্তে গর্তে ঢুকবে সেই প্রবাহ—তারই উত্তাপে গুপ্ত স্বামীর দল বেরিয়ে আসবে বাইরের আলোয়—গর্তে জল ঢুকলে যেমন বেরিয়ে আসে শেয়ালের দল।

মাত। আপনার কথায় খুব নিশ্চিন্ত হ'লাম—আচ্ছা তা হ'লে আসি। (প্রস্থান)

ব্রজ। শম্ভু—

শম্ভু। কি ভাই বিলাস?

ব্রজ। ভগবান আছেন।

শম্ভু। আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাগ্যিস্ তাঁকে খুঁজে বা'র করার ভার আমরা পাইনি!

ব্রজ। ও সব কথা এখন রাখ। এ রকম সপ্রতিভ মহিলা কখনো দেখেছ?

শম্ভু। মনে তো পড়ে না। চলার ভঙ্গিটা কি অদ্ভুত!

ব্রজ। বড় বাজে কথা বলতে পার শম্ভু। কত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছ একবার ভেবে দেখেছ?

শম্ভু। বাজে কথা আরম্ভ করেছ কিন্তু তুমি।

ব্রজ। শোন, আমাদের মফঃসল শাখা অফিসগুলোয় এখুনি চিঠি লিখতে হবে। যেখানে যত ব্রজবিলাস সরকার আছে সবার খোঁজ নিতে হবে তাদের কাছ থেকে। চিঠি লিখতে বসো।

শম্ভু। এখুনি বসছি।

ব্রজ। তার পরেই আমাদের বেরুতে হবে স্বামী-সন্ধানে।

পাঁচ দিন পরে

ব্রজ। হাতীবাগান থেকে শোভাবাজার, সেখান থেকে কাশীপুর, কাশীপুর থেকে কালিঘাট, কালিঘাট থেকে পটলডাঙা—ওঃ! কি হবে শম্ভু? দেহ ক্লান্ত, মন অবসন্ন—এই মাদ্রাজীর ছদ্মবেশে পাঁচটি দিন নষ্ট হ'ল অথচ কিছুই হ'ল না!

শম্ভু। এবারে চীনাম্যান সাজতে হবে, তা হ'লে আবার উৎসাহ জাগবে, নইলে সব গেল!

ব্রজ। পটলডাঙা থেকে ব'লে দিয়েছে বটে হাওড় উঠে গেছে, কিন্তু সেখানেই কি পাওয়া যাবে?

শম্ভু। এদিকে একবার চেয়ে দেখ—এতগুলো চিঠি এসে জমে আছে টেবিলে।

ব্রজ। কৈ—কৈ চিঠি?—হুঁ, এ তো দেখছি সবই আমাদের শাখা অফিসের। খোল সব।

শম্ভু। (চিঠি খুলল, সবগুলো পড়ল এবং হিসেব করল) মোট

দেখছি পৌনে দুশো ব্রজবিলাস সরকারের সন্ধান পাওয়া গেছে সব অফিস থেকে।

ব্রজ। তা হ'লে উপায় ?

শম্ভু। এদের উপরেই নজর রাখতে বলি ?

ব্রজ। এদের কোনো পরিচয় দেয়নি ?

শম্ভু। হ্যাঁ তাও দিয়েছে। মোট দেখছি শ' দেড়েক ব্রজবিলাস সরকার বিবাহিত এবং ঘোর সংসারী, বাকী পঁচিশ জন ছেলেমানুষ।

ব্রজ। দেড়শ'র উপর নজর রাখতে বল। টেলিগ্রাফ ক'রে জানিয়ে দাও—সন্দেহ হ'লে ধরতেও বল।

কড়ানাড়া

মাত। মিষ্টার সরকার বাড়ি আছেন ?

ব্রজ। কে ? মাতঙ্গিনী দেবী ? আপনি আবার এলেন কেন কষ্ট ক'রে ? ভয় পাবেন না, এটা আমাদের ছদ্মবেশ।

মাত। বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

ব্রজ। কিছু ভাববেন না—আমাদের কাজের ধারা যে কি জটিল !

শম্ভু। জটিল অথচ জলের মতো পরিষ্কার।

ব্রজ। এই দেখুন সব চিঠি আর আমাদের হিসেব।

শম্ভু। দেখুন পৌনে দুশো ব্রজবিলাস সরকারের ঠিকানা সংগ্রহ করেছি এর মধ্যে। এই সব চিঠি দেখুন। দেখুন, আপনার একটা হারিয়েছে—কিন্তু কোনো চিন্তা নেই, পাওয়া গেছে একটা পুরো রেজিমেণ্ট।

ব্রজ। আরও একটা এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন—তাকে ধরি ধরি ক'রেও ধরতে পারছি না, কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় ?

শম্ভু। বুঝলেন মাতঙ্গিনী দেবী, সেই একটির উপরেই এখন আমাদের সকল বিদ্যা খাটাতে হবে।

ব্রজ। তা ছাড়া এটা কল্পনা নয়, শুনেছি হাওড়ায় তাকে ধরা যাবে।

শম্ভু। যা কষ্ট দিয়েছে—একবার পেলে হয়। একেবারে গলায় গামছা দিয়ে টেনে আনব আপনার পায়ের কাছে।

ব্রজ। শম্ভু, তুমি বলছ কি? এঁর স্বামীর সম্বন্ধে ও-রকম কথা এখুনি বলা বোধ হয় ঠিক নয়।

শম্ভু। ক্ষমা করবেন মাতঙ্গিনী দেবী, আমরা যার সন্ধান করি—তাকে গোড়া থেকেই অপরাধী ব'লে ধ'রে নিই। যতক্ষণ সে ধরা না পড়ে ততক্ষণ সে কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, সে আমাদের চোখে অপরাধী—ক্রিমিন্যাল। তবে আপনার সম্বন্ধে আলাদা কথা—অভ্যাস বশত মুখে যা উচ্চারণ হয়েছে সেটা নিতান্তই মুখের কথা ব'লে জানবেন।

মাত। হাওড়ায় তাঁকে ধরা যাবে কি ক'রে বুঝলেন?

শম্ভু। বুঝতেই হবে। এপারে না থাকলে ওপারে থাকবে এটা চিরকালের সত্য।

ব্রজ। কথায়ও বলে, হয় এস্পার না হয় ওস্পার।

শম্ভু। আমরাও এস্পার-ওস্পার একটা কিছু করবই। আপনি নিরাশ হবেন না।

মাত। আপনারা যদি জোর দিয়ে বলেন তা হ'লে নিরাশ হব না।

শম্ভু। নিরাশ হবেন কেন? স্বামী হারিয়েছেন বিশ বছর, তারপর যথাসময়ে বিধবা হয়েছেন, এখন কি নিরাশ হবার সময়? স্বামী যেমন ক'রে পারি সংগ্রহ করতেই হবে।

ব্রজ। শম্ভু, সাবধান! এখন আর একটি মুহূর্ত নষ্ট ক'রো না। প্রত্যেকটি সেকেণ্ড যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে হাওড়ার সে রাস্কেলটা পালানোর সুযোগ খুঁজছে।

শম্ভু। ঠিক বলেছ, এখুনি রওনা হ'তে হবে। মাতঙ্গিনী দেবী, দু'দিন পরে এসে দেখবেন আপনার স্বামীকে আমরা বেঁধে রেখেছি।

মাত। বেঁধে রেখেছেন!

শম্ভু। আহা! এ বন্ধন কি আর দড়ির বন্ধন?

মাত। তা হ'লে উঠি, আমার আর কিছু বলবার নেই।

শম্ভু। আজ্ঞে না, এখন থেকে যা কিছু বলবার আমরাই বলব আপনাকে।

মাতঙ্গিনীর প্রস্থান

ব্রজ। শম্ভু, তাড়াতাড়ি চীনাম্যান সেজে নাও।

উভয়ে চীনাম্যান সেজে নিষ্ক্রান্ত হ'ল

সাত দিন পরে

ব্রজ। ও হো হো—!

শম্ভু। হায় হায় হায়!

ব্রজ। কিন্তু যতই মাতঙ্গিনী দেবীর কথা ভাবছি ততই বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘা পড়ছে! আর ঘণ্টা-তিনেক বাকী—এখুনি হয় তো এসে পড়বেন তিনি, অথচ কি সান্ত্বনা তাঁকে দেব?

শম্ভু। আমার বুক একেবারে ভেঙে গেছে।

ব্রজ। তোমার বুক ভাঙার কোনো মানে হয়?

শম্ভু। তোমার বেলায় মানে হয় কি ক'রে?

ব্রজ। বিশাল...সম্পত্তির...মালিক...তাঁর স্বামীর নাম আর আমার নাম...এক।

শম্ভু। তবে আর কি! হাতুড়ির ঘা খাবার অধিকার তোমার একারই আছে।

ব্রজ। বেশি বাড়াবাড়ি ক'রো না শম্ভু। কিন্তু হাওড়া থেকে যে ঠিকানা দিয়েছে সেটা যে আমারই এই বাড়ির ঠিকানা! ব্রজবিলাস সরকার নাকি পঁচিশ বছর আগে এই বাড়িতেই উঠে এসেছে। সব ভৌতিক ব্যাপার নয় তো?

শম্ভু। আমি তো ভাবতেই পারছি না। পঁচিশ বছর আগে—মানে গত মহাযুদ্ধের সময় এক জোচ্চোর ব্রজবিলাস সরকার এখানে এসে বাস করেছে—আর আজ তারই স্পর্শ-কলুষিত পরিমণ্ডলে ব'সে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস হায় হায় করছে

ব্রজ। কিন্তু ভাই শম্ভু, সব যে এখন যায়।

শম্ভু। কিছু ভেবো না। এই দেশের বুক খুঁড়ে কত শিলালিপি, তাম্রশাসন আর কত প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার হয়েছে। ঈজিপ্টের মাটি খুঁড়ে কত বিস্ময় আবিষ্কার হয়েছে—আর তোমার বাড়ি খুঁড়ে কি সেই হতভাগা ব্রজর কঙ্কালও আবিষ্কার হবে না?—হে ব্রজবিলাস, তুমি যদি মরে গিয়ে থাক, তা হ'লে ভূত হ'য়েও একবার ব'লে যাও—এবং ঐ সঙ্গে কিছু প্রমাণ রেখে যাও, তা হ'লেও এক হাজার টাকা।

ব্রজ। ভাই শম্ভু, ভর-সন্ধ্যায় ভূত নিয়ে ইয়ার্কি ক'রো না বলছি।

শম্ভু। ইয়ার্কি করছি না ভাই, প্রাণের দায়ে বলছি।...আচ্ছা তা হ'লে একটা কাজের কথা শোন। একটা লোককে সন্ন্যাসী সাজিয়ে ব্রজবিলাস ব'লে চালিয়ে দাও। ধর, তার সঙ্গে কিছু বখরা রইল। যে-কোনো একজন বেকার গ্রাজুয়েটকে বললেই রাজি হবে।

ব্রজ। বেকার গ্রাজুয়েট!

শম্ভু। অন্তত এক লাখ আছে।

ব্রজ। আমি তা বলছি না। আমি বলছি শিক্ষিত লোক হ'য়ে তুমি এমন প্রস্তাব করতে পারলে কি ক'রে!

শম্ভু। ত্রিশ বছর যাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ, তাঁর পক্ষে এইটেই কি সৎপ্রস্তাব নয়?—তিনিও স্বামী পেলেন, আমরাও টাকা পেলাম, আপত্তিটা কোথায়? স্বামী তো একটা ব্যক্তি নয়—একটা আইডীয়া, আর যে-কোনো লোককে স্বামী ব'লে মেনে নিলেই সেই আইডীয়া তৃপ্ত হবে—যেমন আজ পর্যন্ত হয়ে আসছে আমাদের দেশে।

ব্রজ। (অস্থিরভাবে) দেখ, এখুনি মাতঙ্গিনী দেবী এসে পড়বেন। আমি যে হার মেনেছি আমি তা তাঁর কাছে স্বীকার করব।

শম্ভু। বেশ, আজ থেকে তা হ'লে তোমার পথ আর আমার পথ পৃথক্। বুঝলে? কৈ কথা বলছ না যে?

ব্রজ। (লাফাইয়া) একটা জিনিষ মাথায় এসেছে! পেয়েছি—পেয়েছি পথ, তুমি আমাকে বাধা দিও না শম্ভু—আমি বাড়ি খুঁড়ব, দেয়াল খুঁড়ব—বাক্স ভাঙব—সিন্দুক ভাঙব—(ভাঙতে লাগল, উন্মাদের মতো সব টেনে বা'র করতে লাগল)।

শম্ভু। ও কি, ও তুমি করছ কি বিলাস, এ সব করছ কি, সব ভেঙে ফেললে? পুরনো দলিল-পত্র ঘাঁটছ কেন?

ব্রজ। সব ভেঙে, চূর্ণ ক'রে, স্তূপাকার করব—সেই স্তূপের উপর ব'সে চীৎকার ক'রে বলব—মাতঙ্গিনী দেবী, আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

শম্ভু। তুমি কি পাগল হ'লে বিলাস? আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, মাটি খুঁড়লে পাওয়া যাবে—তুমি ঠাট্টা বোঝ না?

ব্রজ। স'রে যাও আমার কাছ থেকে। গিয়ে দরজা আগলে ধর—মাতঙ্গিনী দেবী এলে তাঁকে ঢুকতে দিও না—এরই মধ্যে আমার সকল আশা ভরসা—এরই মধ্যে—(পুরনো দলিল, চিঠিপত্র উন্মাদের মতো দেখতে লাগল)।

শম্ভু। ওর মধ্যে কিসের ভরসা? দাও আমিও খুঁজি, তুমি একা জিতে যাবে সে হয় না। এই যে এইটে মনে হচ্ছে—

ব্রজ। কৈ আমাকে দাও। (কেড়ে নিয়ে) এ তো দেখছি বাজার-খরচের হিসেব। দেখ শম্ভু, আমাকে এখন বিরক্ত ক'রো না—সেকেণ্ডে তিনখানা ক'রে চিঠি পড়ছি—যাও স'রে যাও। (হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) পেয়েছি, পেয়েছি—জয় তুতান খামেনের—মহেঞ্জোদড়োর—চললাম আমি শম্ভু।

শম্ভু। কোথায় যাবে?—সব না বললে যেতে দেব না—কিছুতেই না। মাতঙ্গিনী দেবী এখুনি এসে পড়বেন, তোমাকে যেতে হবে কেন?

কড়ানাড়া

মাত। মিঃ সরকার বাড়িতে আছেন?

ব্রজ। (চীৎকার ক'রে)—পেয়েছি, পেয়েছি মাতঙ্গিনী দেবী, আপনার—তোমার স্বামীকে—এই নাও তোমার স্বামীকে—আমি—আমিই তোমার স্বামী। (হাত ধরল)

মাত। হাত ছাড়ুন, ওসব বাজে কথায় আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করবেন না, মারা পড়বেন। হাত ছাড়ুন।

ব্রজ। হাত ছাড়ব না, কিছুতেই না, এই দেখ চিঠির ফাইল, আবিষ্কার করেছি অনেক কষ্টে, তোমারই সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছিল ত্রিশ বছর আগে, তখন আমার বয়স চার, তোমার দুই।—তোমার বাবার সঙ্গে আমার বাবা ঝগড়া করেন কি নিয়ে—তারপর আমাদের সম্বন্ধ যায় ঘুচে—এই দেখ সব চিঠি—শম্ভু, চিঠিগুলো এঁর সামনে এক-এক ক'রে ধর—আমার হাত বন্ধ আমি এ'কে ধ'রে আছি।

মাত। না, চিঠি ধরার দরকার নেই, কিন্তু আপনি তো আবার বিয়ে করেছেন?



ব্রজ। সেইটেই বড় ক'রে দেখো না, আমার আবার বিয়ে দিয়েছিলেন বাবা, আমি কিছুই জানি না। সে স্ত্রী মারা গেছে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) বেঁচে গেছে !

মাত। তাকে তো আপনি ভালবাসতেন !

ব্রজ। আবার কেন ঐ সব কথা তুলে আমাকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলছ ? তুমি বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর আমার কথা। আমাকে ডিটেকটিভ্ ব'লে না মানলেও স্বামী ব'লে মানো।

মাত। যে রকম বেপরোয়া হ'য়ে হাত চেপে ধ'রেছ তাতে না মেনে উপায় নেই। মানছি। কিন্তু তুমি আমার আঁচল টানছ কেন ?

ব্রজ। কৈ না। শম্ভু ! এ নিশ্চয় শম্ভুর কাজ।

শম্ভু। আমার কাজ ফুরিয়েছে, আমি চললাম।

ব্রজ। আমার স্ত্রীর আঁচলে একমাত্র আমার অধিকার রাস্কেল, তুমি সেই আঁচলে হাত দিয়েছ !

শম্ভু। অধিকার আমার নেই তা জানি। সামান্য একটু ছিল, কিন্তু সেটা চুকে গেছে—আমি চললাম।

ব্রজ। যেয়ো না শম্ভু, তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তোমার কোনো অধিকার নেই।

শম্ভু। (দূর থেকে) ধন্যবাদ। আমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না, আমি বুঝেছি। (প্রস্থান)

মাত। ওমা, একি ! আমার টাকা কৈ ?

ব্রজ। টাকা ! কিসের টাকা ?

মাত। ডিটেকটিভের জন্য দশ হাজার টাকার নোট এনেছিলাম, আঁচলে বাঁধা ছিল।

ব্রজ। তা হ'লে ঐ শম্ভুর কাজ। শম্ভু—শম্ভু—

মাত। তা যাক, ও টাকা তো আমাকে দিতেই হ'ত। ডিটেকটিভ যে আমার স্বামী খুঁজে পেয়েছে।

ব্রজ। দিতে হ'ত তো ন'হাজার আটশো টাকা—দু'শো টাকা তো আগেই দিয়েছ। এখন সেই দু'শো টাকা আমাকে ঘর থেকে বা'র করতে হবে।

মাত। না হবে না। দেনা পাওনা সব মিটে গেছে। ঐ টাকা দিয়ে তোমাকে কিনলাম, এইটেই আমার লাভ।

ব্রজ। কিনলে তো একটি গাধা। মানুষ হ'লে অনেক আগেই আমাকে খুঁজে পেতাম।

মাত। তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের গাধা। নাও এখন চীনে ছদ্ম-বেশটা খোল, তোমার আসল রূপটাকে চিনে রাখি।

ব্রজ। ও! সেটা খেয়ালই ছিল না—চল।

রায় গৃহিণীর শাড়ী

স্ত্রীজাতির তুষ্টিবিধানের জন্যই এই নাটিকাটি রচিত।

বীণা। আমার পড়তে আর ভাল লাগছে না মা—বইতে কিছুতেই মন বসছে না।

রায়-গিন্নি। কেন রে, কি হ'ল তোর ?

বীণা। বাবা কিছুতেই ফিরছে না। সেই সকালে বেরিয়েছে শাড়ী কিনতে, আমার খালি শাড়ীর কথা মনে পড়ছে।

রা গি। শাড়ী নিয়ে এলে মন আরও খারাপ হয়ে যাবে সে কথা আমি আগেই ব'লে রাখছি।

বীণা। কেন, খারাপ হবে কেন ?

রা গি। দেখিস, তুই যা চেয়েছিস, নিয়ে আসবে ঠিক তার উল্টো।

রায়ের প্রবেশ

রায়। বীণা, এই দেখ, কেমন চমৎকার শাড়ী এনেছি তোর জন্য। তোর মায়েরটাও দেখ।

বীণা। কৈ দেখি।

রা গি। কি শাড়ী আনলে ?

রায়। এই দেখ এইটে তোমার, আর এইটে বীণার। কেমন, পছন্দ হয়েছে তো ?…কৈ, কথা বলছ না যে ? যেমন শাড়ী, তেমনি পাড় ! চমৎকার। দামও কম নয়। এক-একখানা ছ'টাকা ক'রে।

রা গি। হয়েছে, আর বলতে হবে না। এনেছেন হাতী-পাড় আর ফুল-পাড়! এই কুচ্ছিৎ পাড় তোমার পছন্দ হ'ল?

বীণা। শাড়ী আমারও পছন্দ হচ্ছে না, বাবা। আমি চেয়েছিলাম কমলা লেবুর মতো রং, পাঁচ ইঞ্চি পাড়—পাড়ে উড়ছে চিল। তা নয়, তুমি এনেছ ফুল পাড়, নীল শাড়ী।

রায়। চিল-ওড়া পাড় তো কখনো দেখিনি। হাঁস উড়ছে, কিংবা ময়ূর নেচে বেড়াচ্ছে এই রকম তো দেখেছি। হাতী আর ফুল—এই দুটোই তো নতুন মনে হ'ল।

রা গি। আমার শাড়ী না হয় যা-হোক ক'রে চলে যাবে, কিন্তু মেয়ের শাড়ী তো মেয়ের পছন্দ না হ'লে চলবেই না। ও শাড়ী বদ্‌লে ঐ চিল-ওড়া পাড়ই আনতে হবে।

রায়। আমার সাধ্যে আর কুলোচ্ছে না। আমি সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে মরেছি। যা এনেছি অনেক দেখে শুনেই এনেছি, তোমাদের ঠিক কোন্‌টি পছন্দ হবে তা আমি সব সময় বুঝতে পারি না।

রা গি। আর বলতে হবে না। তুমি না পার, আমরাই যাচ্ছি, তুমি কেবল আমাদের সঙ্গে থাক, আর কোত্থেকে এই শাড়ী এনেছ সেইখানে আমাদের নিয়ে চল।

বীণা। সেই ভাল মা, আমরা গিয়ে পছন্দ ক'রে আনব।

রায়। আমাকে আর টানবে কেন, তোমরাই যাও না।

রা গি। (ঝংকার দিয়ে) যাবে কি না বল।

রায়। যাব যাব নিশ্চয় যাব।

রা গি। তবে যে বললে ঘুরে ঘুরে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

রায়। ওটা হঠাৎ ব'লে ফেলেছি। এখন খুব হাঁটতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রা গি। এ রকম হ'ল কেন?

রায়। সকালের ভ্রমণ কিনা! সকালে হাঁটলে স্বাস্থ্য যে কত ভাল থাকে, কাজের যে কত উৎসাহ হয়, মনের যে কত জোর বাড়ে, এ সব কথা তো সবাই বোঝে না।

রা গি। তাই ব'লে আমরা কিন্তু হাঁটতে পারব না।

রায়। কে বলছে তোমাদের হাঁটতে? আমরা সবাই ট্যাক্সিতে যাব।

রা গি। না, অত দরকার নেই, ট্রামে গেলেই চল্‌বে। চল, আর দেরি নয়।

রায়। তা হ'লে সাজগোজ করে নাও।

রা গি। দরকার হবে না, আমরা তৈরি হ'য়েই আছি।

রায়। জানতে না কি বেরুতে হবে?

রা গি। তুমি যখন শাড়ী কিনতে বেরিয়েছ তখন সেটা আমরা আগেই ধ'রে নিয়েছি। তোমাকে একা যেতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে।

রায়। আমারও মনে সেই রকম একটা সন্দেহ বরাবর ছিল।

রা গি। সন্দেহ ছিল তা হ'লে একা গিয়েছিলে কেন?

রায়। ভেবেছিলাম পৌরুষটা সকল ক্ষেত্রেই খাটে।...কিন্তু যাক, আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই—চল বেরিয়ে পড়ি।

পথে

রা গি। দোকানটা কত দূরে?

রায়। বেশি দূরে নয়, ট্রামে গেলে মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই যাওয়া যাবে।

রা গি। সঙ্গে টাকা আছে তো

রায়। কিছু অন্তত আছে, কিন্তু ঐ যে ট্রাম আসছে।

ট্রাম থামল

নাও উঠে পড়।

কণ্ডাক্টর চীৎকার করল "লেডিজ সীট"

বীণা। (চলতি ট্রামে, চাপা গলায়) ঐ দেখ মা, ঐ বাড়িটায় কেমন সুন্দর শাড়ী ঝলছে।

রা গি। ও শাড়ী আবার ভাল না কি? দূর থেকেই দেখতে ভাল লাগে। তোর দিনে দিনে কি যে পছন্দ হচ্ছে! ওটা বোধ হয় কলেজের মেয়েদের বাড়ি।

বীণা। না মা, কলেজের মেয়েদের মধ্যে আমি দেখেছি, তারা বেশ ভাল শাড়ী পরে।

রা গি। ভাল হলেই তো হয় না, পাড়ের পছন্দ নেই তাদের। তোকে যে পাড় বলে দিয়েছি সেইটে ছাড়া আর কিছু তোকে মানাবে না। চিল-ওড়া পাড় ছাড়া আর কিছু তুই কিনিস না।

বীণা। চিল তোমার এত ভাল লাগল কেন?

রা গি। রোজই জানালা দিয়ে দেখি, ভারি ভাল লাগে। তা ছাড়া ডিজাইনটা হবে একেবারে নতুন। তোর পরনে যে বকের ডিজাইন আছে ওটা একেবারে পুরনো হ'য়ে গেছে।

বীণা। যদি চিল না পাওয়া যায়? আমি তো কখনো কাউকে চিল-ওড়া পাড় পরতে দেখিনি।

রা গি। তোর সব-কিছুতেই বাড়াবাড়ি। চিল পাওয়া যাবে না কেন? সব রকম ডিজাইন পাওয়া যাবে। যারা ডিজাইন করে তারা কি আর কিছু বাকী রেখেছে? সবই তারা করেছে। সারাদিন চোখের সামনে চিল দেখছে, এটা কি তাদের মনে আসেনি?

রায়। এইবার ওঠ, নামতে হবে। এই কণ্ডাক্টার, বাঁধো।

ট্রাম থেকে সবাই নামল

ঐ যে, চল, সামনের ঐ দোকান।···

দোকানে প্রবেশ

দোকানী। আসুন, আসুন।

রায়। যে দু'খানা শাড়ী একটু আগে কিনে নিয়ে গিয়েছি আপনাদের এখান থেকে, সে দু'খানা বদলে অন্য পাড়ের দু'খানা চাই।

দোকানী। বেশ তো, কি পাড় চান বলুন।

রায়। এই যে এঁরা নিজেরাই পছন্দ ক'রে কিনবেন ব'লে সঙ্গে এসেছেন, যা যা পাড় আছে এঁদের দেখান।

রা গি। সেই ভাল, আপনারা সব দেখান, তার মধ্যে থেকে পছন্দ করলেই হবে।

বীণা। (চাপা গলায়) তবে যে বললে চিল-ওড়া পাড় ছাড়া আর কিছুই কিনবে না?

রা গি। সব রকম দেখতে ক্ষতি কি?

দোকানী। অনেক রকম পাড় আছে, আপনারা যদি দু-একটার নাম করেন তা হ'লে দেখানোর পক্ষে সুবিধা হয়। আর যদি আমাদের উপর ভার দেন, তা হ'লে আমাদের পছন্দ মতোই দেখাই।

রা গি। তাই দেখান। আপনাদের কি রকম পছন্দ সেটাও তা হ'লে জানা যাবে।

দোকান। হাতের কাছেই কয়েক রকম পাড় আছে দেখুন। এই দেখুন একটা পাড়। নতুন বেরিয়েছে, এর নাম পেঙ্গুইন পাড়। পেঙ্গুইন পাখীর ডিজাইন।

রা গি। ওমা, এ আবার কোন্ দেশী পাখী?

দোকানী। এদের নিজেদেরই দেশ আছে, এরা কোনো মানুষের দেশে থাকে না।

বীণা। পেঙ্গুইন তো বরফের দেশে থাকে।

রা গি। এত দেশ থাকতে বরফের দেশের পাখী! কি যে সব

হচ্ছে আজকাল! ও আবার পাখী না কি? সব সাহেবদের মতো খানা খেতে ব'সে গিয়েছে।—ও সব সাহেবী পাখী চলবে না।

দোকানী। তা হ'লে আর একটা দেখাচ্ছি।…এই দেখুন এটা একেবারে নতুন, কাল এসেছে। হনুমান-পাড়। দেখতে অতি চমৎকার, তা ছাড়া এর দিকে তাকালে সব সময় রামায়ণের কথা মনে পড়বে।

রা গি। এটা কি দেখতে ভাল হ'ল?

দোকানী। শিল্পীরা বলেছে এত ভালো ডিজাইন তারা এর আগে কখনো করেনি। দেখছেন না, লেজটাকে কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে দেওয়া হয়েছে। হনুমান গাছের ডালে ব'সে আছে। ডালে একটি মাত্র পাতা। জাপানী ধরনের ডাল, অথচ ভারতীয় হনুমান।

রা গি। বুঝেছি। আর কি রকম আছে দেখান।

দোকানী। আরো দেখাচ্ছি। এগুলো তা হ'লে তুলে রাখি।… ঐ যে আর একজন খদ্দের আসছেন, আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।

নবাগতের প্রতি

আসুন, আপনার কি চাই?

নূতন ক্রেতা। একখানা শাড়ী দেখান। পাড়টা বেশ নতুন ধরনের হওয়া চাই।

দোকানী। নতুন ডিজাইন এই একখানা আছে দেখুন। পাড়ে জাপানী ডাল, তাতে ভারতীয় হনুমান ব'সে আছে।

নূতন ক্রেতা। এটা জাপানী ডাল ব'লে তো মনে হয় না। চীনে ডাল ব'লে মনে হচ্ছে।

দোকানী। তাই হবে। চীনে ডালে ভারতীয় হনুমান। সেটা

আরো ভাল। চীনদেশের সঙ্গেই আমাদের ভারতবর্ষের যোগাযোগ ঘটেছিল সেকালে।

নূতন ক্রেতা। তা হলে ঐ খানাই দিন। দাম কত?

দোকানী। এর একখানার দাম বাইশ টাকা।

নূতন ক্রেতা। বাইশ টাকা…আচ্ছা দিন। শাড়ী খানা আমার ভালই লাগছে।…এই নিন টাকা…দশটাকার দু'খানা নোট আর দু'টাকা।

দোকানী। এই নিন শাড়ী। নমস্কার।

নূতন ক্রেতা। নমস্কার। (প্রস্থান)

রায়। নাও এইবার তোমাদের গুলো বেছে নাও। ও কি? কি ভাবছ?

রা গি। ভাবছি ভদ্রলোকের অদৃষ্টের কথা।

রায়। তার মানে?

রা গি। সে তুমি বুঝবে না।

রায়। বুঝব না কেন? তুমি হয় তো ভাবছ ভদ্রলোককে এখুনি আবার দোকানে ফিরে আসতে হবে পরিবার-সুদ্ধ লোক নিয়ে—পাড় পছন্দ করার জন্য।

রা গি। তাতে অন্যায় কিছু নেই। পয়সা দিয়ে শাড়ী কিনবে অথচ পাড় পছন্দ হবে না, এটা তোমরা সইতে পার আমরা পারি না।

রায়। সেটা নতুন কথা নয়। পছন্দ হয় না এমন অনেক জিনিষ আমরা নীরবে সহ্য করি।…কিন্তু শাড়ী দেখ, দেরি ক'রো না।

দোকানী। এই পাড়টা দেখুন তো!

রা গি। দেখ তো বীণা, এই পাখীর ডিজাইনটা। পাখীটা চিল কি না দেখ তো।

বীণা। চিল না মা, বাদুড়। এ আমার ভাল লাগছে না।

রা গি। বাদুড় নাকি? তা হলে এ শাড়ীটা আলাদা ক'রে রাখুন। এগুলো কি? একটা দেখছি তেঁতুল পাতা, এটা কুমড়ো ফুল। দেখুন, এ সব দেখাতে কে বলেছে? আপনি পাখী দেখান। যত রকম আছে দেখান, পাখী পছন্দ না হ'লে তখন আর সব দেখাবেন।

দোকানী। কি পাখী চান?

বীণা। মা, বাদুড় পাখী নয় জানো?

রা গি। চুপ কর। চিল আছে? ধরুন, নীল আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়েছে, তারা সব তাকিয়ে আছে নীচের দিকে।—নীচে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র! তার উপর জেলেরা মাছ ধরছে। দু'একটা চিল মাছের খুব কাছাকাছি এসেছে। কোনো কোনোটা ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

দোকানী। কিন্তু এমন জটিল ডিজাইন কি কেউ পাড়ের উপর করতে পারে?

রা গি। জটিল! জটিল কোথায়? শুনতেই জটিল, করলে দেখতেন কোনো ডিজাইনই এর চেয়ে সরল নয়। আপনার হনুমান কি খুব সরল না কি?

দোকানী। অতটা ঠিক ভেবে দেখিনি। আচ্ছা অন্য ডিজাইনগুলো আপনাকে দেখাই। ওগো, উপর থেকে ঘুঘু, কাক, ফেলো!

উপরওয়ালা। এই নাও ঘুঘু কাক।

দোকানী। এই দেখুন এগুলো।

রা গি। দেখি কাক। কাকটা দেখতে বেশ হয়েছে। নারকেল গাছের ডালে ব'সে আছে। কিন্তু ব'সে আছে যে! ব'সে-থাকা পাখী আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। দু'খানা পাখা সারাদিন গুটিয়ে ব'সে

থাকবে, আর তাই সব সময় দেখতে হবে! সে আমি কিছুতেই পারব না। আচ্ছা, ওড়া-কাক নেই? একেবারে না উড়ে পাখা মেলেছে, এ রকম হ'লেও চলবে।

দোকানী। আজ্ঞে সে রকম তো নেই! ঘুঘুটা দেখুন তো। ঘুঘুটা যেন উড়ছে মনে হচ্ছে।

রা গি। আমি কি চোখের মাথা খেয়েছি না কি? আকাশের গায়ে ঘুঘু এঁকে রেখেছে, বসা ঘুঘু, অথচ এক খানা ডাল নেই! এর চেয়ে বাদুড় কত ভাল।

বীণা। বাদুড় আমার ভাল লাগে না।

রা গি। কেন ভাল লাগে না? বাদুড় নাকি খুব একেলে। জানিস তো খোকা যত কবিতা লেখে তার প্রত্যেকটাতেই বাদুড়ের কথা থাকে। সে বলেঁ, বাদুড় না হলে একেলে কবিতা হয় না। সে কি আর মিছে কথা বলে?

রায়। বাদুড়-শাড়ীর দাম কত?

দোকানী। আজ্ঞে বেশি নয়, পনেরো টাকা।

রা গি। আর কি আছে দেখান।

দোকানী। পায়রা, মাছরাঙা, শালিখ ফেলো।

উপরওয়ালা। এই ফেলছি।

দোকানী। এই দেখুন এগুলো।

রা গি। এর মধ্যে মাছরাঙাটা খুব ভাল লাগছে। দিব্যি ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। বেশ কাজটি করেছে পাড়ের উপর।...তবে মুখখানা যেন দোয়েল পাখীর মত দেখাচ্ছে!

দোকানী। আজ্ঞে মাছ ধরার একটু আগে ঐ রকমই দেখায়। দামও বেশি নয়—সতেরো টাকা।

রা গি। তা হলে এখানাও আলাদা করে রাখুন। আচ্ছা আর কি পাখী আছে?

দোকানী। আর আছে ময়ূর, হাড়গিলে, হাঁড়িচাঁচা, প্যাঁচা—দেখাব?

রা গি। দেখাবেন বৈ কি!

দোকানী। ময়ূর, প্যাঁচা, হাড়গিলে, হাড়িচাঁচা ফেলো।

উপরওয়ালা। এই যে ফেলছি।

রা গি। হাড়গিলে ডিজাইনটা এর মধ্যে ভাল, বেশ জলের ধারে ধারে লম্বা লম্বা পা ফেলে যাচ্ছে। আচ্ছা এটাও আলাদা করে রাখুন। ময়ূর কোনো কাজের নয়—দেখলেই গা জ্বালা করে। হাঁড়িচাঁচাও বিশ্রী। প্যাঁচার ডিজাইনটা ভাল ছিল কিন্তু ঐ গম্ভীর মুখ তো বাড়িতে সব সময়েই দেখছি।

রায়। পুষেছ নাকি?

রা গি। এখন থাম। আর কি কি পাখী আছে দেখান।

দোকানী। হাড়গিলে আলাদা করে রাখব?

রা গি। ওমা, বলেছি তো একবার!

রায়। হাড়গিলের দাম কত?

দোকানী। পনরো টাকা।

রা গি। পাখী আর কি আছে?

দোকানী। পাখী আর নেই। ওড়া জিনিষের মধ্যে আর আছে ফড়িং আর এয়ারোপ্লেন।

রা গি। এয়ারোপ্লেনটা দেখান তো।

বীণা। মা আমি ফড়িং শাড়ী দেখব।

রা গি। আচ্ছা দুটোই দেখান।

দোকানী। ফড়িং এয়ারোপ্লেন ফেলো।

উপরওয়ালা। এই নাও।

দোকানী। এই দেখুন এই দুটো ডিজাইন। এক মহারানী অর্ডার দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্যাঁচা আর ময়ূর পছন্দ ক'রে বসলেন কাজেই এ দুটো রয়ে গেছে।

রায়। দাম কত?

দোকানী। প্রত্যেকখানা ষাট টাকা।

বীণা। আমি ফড়িং শাড়ী নেব।

রা গি। আমারও এয়ারোপ্লেনটা ভাল লাগছে। এ দুটোই পাশে রেখে দিন।

বীণা। মা, দেখ দেখ, বাবা কি রকম ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে পড়েছে। ও রকম হ'ল কেন মা?

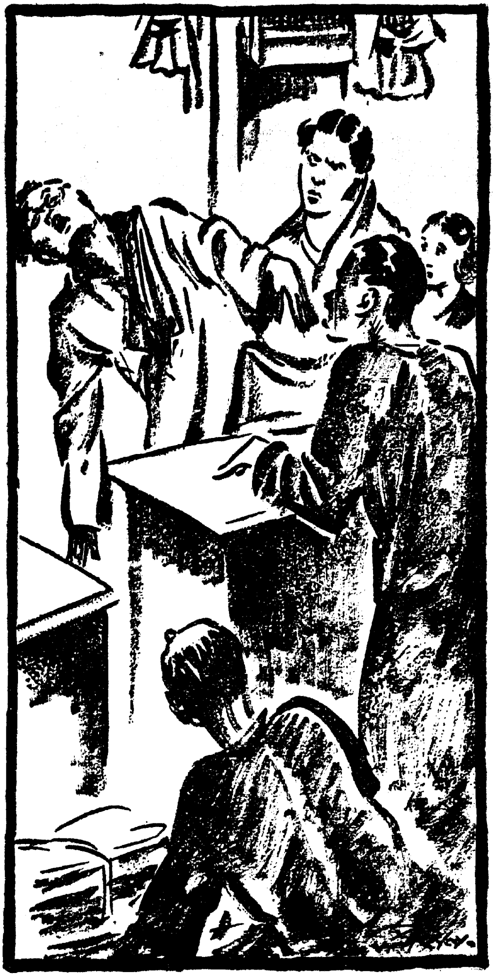
রা গি। ও কিছু না। আচ্ছা আপনাদের এমন কোন পাখীর ডিজাইন নেই যা অনেকটা চিলের মত দেখতে? চিল তো দিতে পারলেন না, তার বদলে চিলের মতো দেখতে কোনো পাখী পেলেও যে হ'ত! চিলের ডিজাইন কেন করেননি বলুন তো?

দোকানী। এখন থেকে করাতেই হবে। কিন্তু আপাতত আপনাদের আর কি দেখাই? এখন যা আছে তা অন্য জীবজন্তু।

রা গি। জীবজন্তুর মধ্যে তো কেবল হাতী আর হনুমান।

দোকানী। আজ্ঞে না, সব রকম জীবজন্তু আছে। সিংহ, বাঘ, ঘোড়া, গণ্ডার, শেয়াল। তা ছাড়া মাছ যে কত রকম আছে তা আর কি বলব। তা ছাড়া জলহস্তী আছে, সীল আছে, সিন্ধু-ঘোটক আছে। দেখাব?

রা গি। দেখান না।



দোকানী। জীবজন্তু না মাছ দেখাব?

রা গি। মাছ দেখান। আচ্ছা কোন্ মাছের ডিজাইন সব চেয়ে ভাল মনে করেন?

দোকানী। চিংড়ি মাছই ডিজাইনের পক্ষে ভাল। খুব সূক্ষ্ম কাজের উপর পা-গুলো করতে হয়েছে।

রা গি। বেরালে পাড় ছিঁড়ে ফেলবে না তো?

দোকানী। না, মাছের গন্ধ না পেলে ছিঁড়বে না। চিংড়ি ফেলো।

উপরওয়ালা। এই নাও।

দোকানী। এ পাড় আপনাদের পছন্দ হবেই। দামও খুব বেশি নয়। পনেরো টাকা মাত্র।

রা-গি। ভালই তো মনে হচ্ছে। বীণা, তোর কাছে কেমন লাগছে?

বীণা। মাছ চাই না, আমি জলহস্তী পাড় দেখব।

দোকানী। জলহস্তী।

উপরওয়ালা। এই নাও।

বীণা। এইটে আমি নেব মা!

দোকানী। নিন না, দাম মাত্র দশ টাকা।

রা গি। দু'খানাই পাশে রাখুন।

বীণা। মা, ঐ দেখ বাবা সামনের দিকে আরও ঝুঁকে পড়েছে, একেবারে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে।

রা গি। ও কিছু না।

দোকানী। সত্যিই বেশ ঝুলে পড়েছে মাথাটা। ধনুষ্টঙ্কার নয় তো?

রা গি। না। আপনি আমার কথা শুনুন। আর কোনো নতুন ডিজাইন আছে?

দোকানী। সরিস্থপ আছে নানা জাতীয়। কয়েক রকম সাপের ডিজাইন আপনাদের দেখানই হয়নি। দেখাব ?

রা গি। দেখান না।

বীণা। ঐ দেখ মা, বাবার মাথা পা ছুঁয়েছে। এত বাঁকা হ'ল কেন ? আমি ধরি, নইলে পড়ে যাবে।

রা গি। না না, তোকে আর ধরতে হবে না। তুই আগে শাড়ীগুলো পছন্দ কর। দেখুন, আমরা কোন্‌গুলো পছন্দ করেছি ?

দোকানী। আপনারা পছন্দ করেছেন বাদুড়, মাছরাঙা, ফড়িং, এয়ারোপ্লেন, হাড়গিলে, চিংড়ি আর জলহস্তী।

রা গি। তা হলে সাত রকম। সব-গুলোর দাম হ'ল কত ?

দোকানী। আজ্ঞে, মোট হল একশো বিরানব্বই টাকা। এর থেকে বাদ যাবে ফেরৎ শাড়ী বারো টাকা—মোট তা হ'লে হ'ল একশো আশী টাকা।

বীণা। মা, বাবা মাটিতে পড়ে গেছে।

দোকানী। কি সর্ব্বনাশ ! ডাক্তার ডাকি ?

রা গি। তুলে চেয়ারটায় বসিয়ে দিন, আর কিছু করতে হবে না।

দোকানী। তাই দিচ্ছি।

রায়ের গোঁ গোঁ শব্দ

রা গি। আপনি শুনুন। প্রায় দুশো দু' টাকার শাড়ী কিনছি, কমিশন দেবেন কত ?

দোকানী। বলেন কি ! কমিশন কোত্থেকে দেব ? এতে লাভ নেই বেশি, তবে চাইছেন যখন, মোটের উপর এক টাকা কমিয়ে দিচ্ছি।

রা গি। ও সব বাজে কথা রাখুন। গোটা-পঞ্চাশ টাকা কমিয়ে দিন। যা দাম ধরেছেন অত দাম হতেই পারে না। মিছিমিছি

ঠকাবেন না। ওকি, এখন আপনি বেঁকে যাচ্ছেন কেন?…কি হ'ল আপনার?

দোকানী—(কাতরস্বরে) জল…জল খাব।

রা গি। দামে যদি না ছাড়েন তা হ'লে কিছুই কেনা হয় না। আগে যা ছিল তাই থাক।

বীণা। মা, ওই দেখ, বাবা উঠে বসেছে।

রায়। আমি তো বসেছি, কিন্তু দোকানী-ভদ্রলোক মাটিতে পড়ে গেলেন যে! ওঁকে তুলি। দেখুন মশাই, আমার প্রতি ভগবান কৃপা করেছেন, আপনারও কল্যাণ হবে। আপনি এ সময়ে আর বেঁকে দাঁড়াবেন না। দোহাই আপনার।

দোকানী। (কাতর কণ্ঠে) প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে বৃথা পরিশ্রম করলাম!

রায়। তা হোক, আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব। একি! সেই ভদ্রলোক সত্যিই সপরিবারে ফিরে আসছেন! উঠুন, আপনার নতুন খদ্দের আসছে—ওই যে যিনি খানিক আগে হনুমান-শাড়ী কিনে নিয়ে গেলেন।…এই যে মশাই ফিরে এসেছেন আবার।

রা গি। আমি তো আগেই বলেছিলাম ফিরতে হবে।

রায় হো হো করে হাসতে লাগল

নূতন ক্রেতা। হাসছেন কেন মশাই? আমরা শাড়ী বদলাতে এসেছি।

রায়। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন।

নূতন ক্রেতা। ধন্যবাদ।

রায়। তা হ'লে আমরা আসি, নমস্কার।

দোকানী। নমস্কার।

গুপ্তধন

প্রভাবতী রায়ের অলঙ্কার চুরি হয়েছে। চোর-অনুসন্ধানের ভার নিয়েছে ডিটেক্‌টিভ ব্রজবিলাস ও তস্য সহকারী শম্ভু। ব্রজবিলাসের গতি পদব্রজে, রাজপথে; শম্ভুর গতি মনোবিমানে, অন্তরপথে। এই নাটিকায় দুই মিত্র ডিটেক্‌টিভের অনুসন্ধান-রীতি 'অমিত্র' ছন্দে বিবৃত হ'ল।

প্রথম দৃশ্য

ব্রজ। (হাই তুলে) শম্ভু, ডিটেক্‌টিভ হ'য়ে কি ফল
লভিনু?—কেস্ নাই দেশে।
ডিটেক্‌টিবি বিদ্যা মোর—
বিনা কেসে, বিনা ব্যবহারে
জীর্ণ হ'য়ে লুটাবে ধূলায়!
পরিচয় রহিবে না মোর।
কেহ মোরে কহিবে না "ডিটেক্‌টিভ
শ্রীব্রজবিলাস।"—এই নাম
ভুলে যাবে সবে। শ্রীব্রজবিলাস
হবে শুধুই বিলাস! এই পরিচয়
বড় লজ্জাকর। রামা শ্যামা
যদু মধু প্রায়—অতি শুষ্ক, অর্থহীন
নিষ্কর্মা জীবন! খাই দাই, নিদ্রা যাই,
ট্যাক্স দিই। পড়ি ব'সে গল্প-
উপন্যাস। কভু দাবা খেলি।
বল শম্ভু, এ কি ভাল লাগে?

শম্ভু। কে বলিছে ভাল লাগে? কিন্তু
কেস্ কেন নাহি আসে—
ভাবিয়াছ কিছু?

ব্রজ। না শম্ভু, ভাবি নাই কিছু। তুমি কি
কারণ জান এর?

শম্ভু। নাহি জানি, কিন্তু তবু অনুমান
করি কিছু কিছু। এদেশের আবহাওয়া
গেছে বদলিয়ে। আগেকার মতো আর
নাহি দিনকাল। আগেকার দিনে
পিতা হ'লে নিরুদ্দেশ, পুত্র ব্যস্ত হ'ত।
নিরুদ্দিষ্ট পুত্র লাগি, পিতা তার
আসিত ছুটিয়া আমাদেরই কাছে।
সেই কাল আর নাই ভাই। পিতা যদি
হয় নিরুদ্দেশ—আধুনিক পুত্র তার
পূজা দেয় দেবতা-মন্দিরে ভাগ্যলাভ
হেতু। পুত্র হ'লে নিরুদ্দেশ পিতা বাঁচে
হাঁফ ছেড়ে—আপদ বিদায়ে।
—সেই হেতু ডিটেক্‌টিভ হ'য়েছে বেকার।

ব্রজ। মিথ্যা নহে তব অনুমান। কিন্তু আরো
হেতু আছে। বর্তমান কোনো অপরাধে
জটিলতা নাই আর আগেকার মতো।
সকলি সহজ—উত্তেজনাহীন।
দেশময় আত্মহত্যা বাড়িতেছে শুধু
প্রতিদিন, ধীরে ধীরে চন্দ্রকলাবৎ।

শম্ভু! চন্দ্রকলাবৎ! এ কি তব বিষম উপমা!
ব্রজ। বিষম নহে গো সখা, অতীব সুষম।
জানো না কি আধুনিক নায়ক-নায়িকা,
মিলনেতে ব্যর্থ হ'লে জটিলতা ঘটায় না
কিছু।—করে কেলেঙ্কারি? বড়
অসহায় তারা। ব্যর্থতা-আঘাত
সহিতে না পারে। কেহ শিশি হ'তে
হলাহল করিয়া বাহির, করে তাহা
গলাধঃকরণ, কেহ নেয় ফাঁসি,
কেহ যায় লেকে—ডুবায় সকল জ্বালা
গভীর সলিলে। সূর্যতেজ নাই ইহাদের।
নির্বাপিত চাঁদ এরা। সমাজের
উপগ্রহ এরা। ইহাদের দ্বারা বড়
কিছু কভু না সম্ভব। সখা,
তাই দিনু চাঁদের উপমা। কিন্তু
থাক বৃথা আলোচনা।…এ কি!
দৈনিক কাগজ হ'তে কে নিয়েছে কেটে
ছবি একখানা?…কার ছবি
ছিল এইখানে?…নীচে রহিয়াছে
লেখা প্রভাবতী রায়।
শম্ভু। আমি লইয়াছি কাটি। এই দেখ।
এই ছবি না লইয়া ছিল না উপায়।
ব্রজ। ছিল না উপায়! কেন? তুমি কি
ইহার কেস্ লইতেছ হাতে?

শম্ভু। মোটেই তা নয়। দেখিছ না—
নয়নযুগল এর করিছে মিনতি?
কহিতেছে, "হে পাঠক, কেটে নাও,
কেটে নাও মোরে দৈনিকের পাতা
হ'তে—রাখিও না হেথা মোরে
সকলের দৃষ্টির সম্মুখে।" তাই
কাটিয়াছি ছবি। কাটিয়াছি ছবিরই
আদেশে।

ব্রজ। ছবি দেখি ডিটেক্‌টিভ হয় না উন্মাদ।

কড়ানাড়ার শব্দ

কে? ভিতরে আসুন।

মহিলার প্রবেশ

এ যে দেখি নারী! বসুন হেথায়।
শম্ভু, চেয়ার ছাড়িয়া দাও
মহিলার লাগি।

শম্ভু। (স্বগত) কি আশ্চর্য! স্বপ্নবৎ হইতেছে
মনে

ব্রজ। হতভাগা, চেয়ার ছাড়িয়া দাও।

শম্ভু। ও! চেয়ার?—(তাড়াতাড়ি উঠে
চেয়ার দিল)—এই যে
চেয়ার। (স্বগত) প্রভাবতী রায়—নিশ্চয় এ
প্রভাবতী রায়।

ব্রজ বলুন কি আছে কথা। ইনি শম্ভু,

আমি, শ্রীব্রজবিলাস।—ভারতের শ্রেষ্ঠ
ডিটেক্‌টিভ। মেডেল পেয়েছি কত!
যা কিছু রহস্যজাল—
ভেদ করি চলি মোরা সব বাধা ঠেলি,
সূর্যের কিরণ—যেমন ঠেলিয়া চলে
কুহেলির জাল।···আমাদের
যথাসাধ্য করিব আমরা
আপনার লাগি।

শম্ভু। আপনার অলঙ্কার হইয়াছে চুরি
জানি তাহা মোরা।

প্রভা। জানাই তো স্বাভাবিক। দুর্ভাগ্যের
কথা মোর জানে জনে জনে।
প্রকাশ হয়েছে ইহা সকল দৈনিকে।
উদ্ধার করিয়া দিন মোর অলঙ্কার—
আর কি বলিব। পথে বসিয়াছি আমি
এই চুরি হেতু।

শম্ভু। (স্বগত) এই রূপ! মরি মরি! এই রূপ
পথে বসিয়াছে! এই চোখ,
এই নাক—আমারেও বসাইল পথে।
দু'জনেই পথে বসিলাম। যাই হোক,
ব্রজভাই, এই পথ করিও না রোধ।
দোহাই তোমার।

ব্রজ। শম্ভু, বিড়বিড় করিও না। যাহা হয় স্পষ্ট ক'রে বল।

শম্ভু। প্রভা দেবী, ভাবিবার কিছু নাই।

প্রভা। উদ্ধার করিয়া দিন মোর অলঙ্কার
—ভাবিব না কিছু।···কিন্তু এক
কথা···জানেন সকলি···অবস্থা
আমার···

শম্ভু। বলিতে হবে না কিছু। আপাতত
আপনি অক্ষম, কিন্তু তাই ব'লে
কেস্ লইব না?—কেস্ মোরা নিশ্চয়
লইব। কি বল বিলাস? তুমি তো
তাহাই চাহ। কেস্ নাই দেশে বলি
দুঃখ করেছিলে। তাই ভগবান
দয়া করি পাঠালেন কেস্। সবই
ঈশ্বরের লীলা।

ব্রজ। সমস্যা কঠিন। বিনা ফী তে
কাজ করা নাহিকো অভ্যাস।
প্রভাদেবী, অলঙ্কার উদ্ধার হইলে,
দিবেন তো কিছু আমাদের?

শম্ভু। ধিক্ ধিক্ ডিটেক্‌টিভ! এই কি তোমার
যোগ্য কথা? হায়রে হৃদয়হীন
শুষ্ক ব্যবসায়ী—বলিও না দু'জনের
কথা। তুমি একা নিও টাকা—
আমি লইব না। অসহায়া নারী,
অলঙ্কার হারা, এসেছেন আমাদের
কাছে (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে)—হইলে সফল
সেই হ'ত পুরস্কার মোদের কাজের।



কিন্তু যাক, বলিবার কিছু নাই আর।
এ সংসারে টাকা যার বেশি,
টাকা সেই চায়।…প্রভাদেবী এসেছেন
শূন্য হাতে। তাঁর কাছে কোন্ মুখে
টাকা চাও তুমি ?

প্রভা। শম্ভুবাবু, বিনা ফী-তে ডিটেক্‌টিভ
কেন কেস্ নেবে ? ব্রজবাবু বলেন নি
অন্যায় কিছু! করিনু শপথ,
সফল হইলে কাজে পাঁচ শত
টাকা দিব আমি।

ব্রজ। ধন্যবাদ প্রভাদেবী। বলুন এবারে
সব।…আচ্ছা, চোর বলি
সন্দেহ কি হয় কাহাকেও ?…
কোথায় থাকিত অলঙ্কার ?…
কে জানিত সন্ধান তাহার ?

প্রভা। অলঙ্কার রাখিতাম লোহার সিন্দুকে।
সন্ধান—কেহ জানিত না। তবে…
নিরাপদ জায়গা শুধু লোহার সিন্দুক,
এইটুকু সবাই জানিত।…
সহসা সেদিন, ঘুম হ'তে উঠে দেখি,
চাবি গেছে চুরি। তাড়াতাড়ি গিয়ে
দেখি সিন্দুক খোলা! ভিতরে
কিছুই নাই।

ব্রজ। কাহাকে সন্দেহ হয় ?

প্রভা। কাহাকেও নহে। তার মানে,
সবাইকে মনে হয় চোর।

ব্রজ। আপনার কে কে আছে আত্মীয়স্বজন?
দাসদাসী রাত্রে কোথা থাকে?
এ সকল তথ্য চাই আগে।

প্রভা। আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। এক ভৃত্য,
এক দাসী। দিবারাত্র থাকে তারা
আমারই বাড়িতে।

ব্রজ। তাহারা কি বলে?

প্রভা। কিছুই জানে না তারা, কি আর বলিবে?

ব্রজ। ভৃত্য ও দাসীর ঠিকানা কি আছে জানা?
কোথা হ'তে আসিয়াছে তারা?

প্রভা। ভৃত্য আসিয়াছে চাঁপাতলা হ'তে,
দাসী থাকে নেবুতলা লেনে।
ভৃত্যের নম্বর দুই শত তিন।—দাসীর
পাঁচশো তিরিশ। আমার ঠিকানা
জানেন আপনি।

ব্রজ। বাস্, আর কিছু হবে না বলিতে,
দু'দিনে সন্ধান কাজ করিব সমাধা।

প্রভা। আর কিছু নাহি জানিবার?

ব্রজ। না। যেটুকু জেনেছি, আমাদের কাজে
যথেষ্ট উহাই।

প্রভা। ধন্যবাদ …নমস্কার।

উভয়ে। নমস্কার।

প্রভার প্রস্থান। ব্রজ ও শম্ভু উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে রইল

ব্রজ। শম্ভু, নিয়ে এসো গোঁফ। তুমি সাজো
গণৎকার,—আমি ভিক্ষাজীবী।
দুইজন যাই দুই দিকে।

শম্ভু। চল, গোঁফ মোর পকেটেই আছে।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রজ। এসো এই পথে। সোজা হবে এটা।
তুমি গণৎকার, চাঁপাতলা যাও তুমি,
আমি নেবুতলা।...এইখানে...
দুইজনে দ্বিধা হ'য়ে যাই। খুব
হুঁসিয়ার ভাই। যেমন ক'রেই হোক,
পাড়া থেকে কিছু তথ্য করিবে বাহির।

ব্রজ চ'লে গেল, শম্ভু দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সম্মুখস্থ বাড়ীর কড়া নাড়ল। দরজা খুলে প্রভা বেরিয়ে এল।

শম্ভু। প্রভাদেবী, ভয় নাই, আমি শম্ভু,
ডিটেক্‌টিবি কাজে, এখুনি আসিতে
হ'ল আপনার কাছে। বিলাস
গিয়াছে অন্য দিকে।

প্রভা। আসুন ভিতরে।

ভিতরে গেল

আরো কি জিজ্ঞাস্য আছে কিছু?

শম্ভু। চুপ চুপ, অত জোরে নয়।
দেয়ালেরও কান আছে।

ভৃত্য দাসী—ইহারা না জানে যেন
আমি আসিয়াছি।

প্রভা। না, জানিবে না। তাহারা ওদিকে আছে,
কাজে ব্যস্ত সবে।

শম্ভু। (উদাসীনভাবে) প্রভাদেবী, বড়ই
রহস্যময় সংসারের ধারা।

প্রভা। কেন বলিছেন ইহা ?

শম্ভু। উদ্দেশ্য কিছুই নাই। তবে…একেবারে
কিছুই যে নাই সে কথা যায় না বলা।
বড়ই সম্বন্ধযুক্ত কার্য ও কারণ।—এক
ছেড়ে অন্য নাহি থাকে। সুতরাং…
উদ্দেশ্য যদি বা কিছু থাকে……
থাকুক না।—আমাদের লাভ ছাড়া
ক্ষতি নাই তাতে। তবে মুস্কিল এই,
বলিব মনের কথা সেই ভাষা নাই মোর
জানা। ভাবিতেছি তাঁহারই লীলার কথা
—যিনি স্বর্গধামে করিছেন বাস
আমাদের অগোচরে।

প্রভা। বলিছেন ঈশ্বরের কথা ?

শম্ভু। ঠিক তাই। ভাবিতেছি গহনা চুরিতে
তাঁর কিছু হাত আছে। এ বিশ্বাস
ক্রমশই মোর মনে হইতেছে দৃঢ়।

প্রভা। আপনার কথা কিছুই বুঝিতে নারি।
ঈশ্বরের হাত গহনা চুরিতে !

শম্ভু। বলিয়াছি, সবই লীলা তাঁর। আমরা
অবোধ শিশু বুঝি না কিছুই।

প্রভা। তা হ'লে কি ভৃত্য দাসী, ইহাদের হাত
নাই কিছু?

শম্ভু। থাকিলেও মূল্য নাই কিছু।
শেষ হাত ঈশ্বরের।

প্রভা। কিন্তু সেই কথা ভাবি, আমার
সান্ত্বনা কোথা? আমি
চাই মোর অলঙ্কার। কার হাত
বুঝিতে না চাই।

শম্ভু। কি ক'রে প্রকাশ করি মোর মনোভাব।
প্রভাদেবী···আপনি মহৎ। নিজগুণে
বুঝে নিন সব।

প্রভা। আমি ক্ষুদ্র, হীন আমি। বুদ্ধিহীনা
আমি—নিঃসম্বল আমি। আমি—

শম্ভু। ঠিক তার বিপরীত। সেই কথা প্রমাণ
করিতে আসিয়াছি হেথা। আপনার
মাঝে রয়েছে লুকানো মহামূল্য
অলঙ্কার।

প্রভা। না না, মিথ্যা কথা ইহা। সব
অলঙ্কার মোর হইয়াছে চুরি।

শম্ভু। হয় নাই চুরি। আপনার চোখ দু'টি
কহিছে সে কথা। ভিতরে লুকানো
আছে মহামূল্য অলঙ্কার।

প্রভা। কোথায় রয়েছে তাহা ?…ও! আপনি
কি ভাবিছেন, আমার গহনা আমি
করিয়াছি চুরি ? লুকায়ে রেখেছি
তাহা আমার ভিতরে ? কি করিয়া
এ সন্দেহ হ'ল আপনার ?

শম্ভু। যখন প্রথম দেখি আপনাকে—আধ ঘণ্টা
আগে। সেই হ'তে বুঝিয়াছি ইহা।

প্রভা। না না মিথ্যা কথা ইহা। কাজ নাই
আপনার ডিটেক্‌টিবি করি।

শম্ভু। আসিয়াছি আমি, গুপ্তধন আবিষ্কার
হেতু। আপনার মাঝে রয়েছে সে গুপ্তধন।

প্রভা। আশঙ্কা জাগিছে মনে। কি উদ্দেশ্য
আপনার কিছুই না বুঝি।

শম্ভু। ভয় নাই। প্রশ্নের উত্তর দিন।
কি করিয়া আপনার চলিছে সংসার ?
খুলিয়া বলুন সব।

প্রভা। সংসার ? সামান্য সঞ্চয় আছে
স্বর্গীয় পিতার। তাই দিয়ে চলিছে সংসার।

শম্ভু। দৈনিক খরচ কত ?

প্রভা। আট আনা হ'তে এক টাকা।

শম্ভু। কি মাছ এসেছে আজ ? কি কি
তরকারী ?

প্রভা। এক আনার চিংড়ি মাছ, দু পয়সা লাউ ;
বেগুন, লঙ্কা, সিম, তেল, নুন আদি—
চারি আনা লাগিয়াছে।

শম্ভু। চিংড়ি মাছ! এক আনার চিংড়ি
মাছে কাটিতেছে দিন! প্রভা দেবী,
এ সংসার বড়ই নিষ্ঠুর। কে কি
খায়, কে কি পরে, তার লাগি
ব্যস্ত নহে কেহ। এই নিন…
কিছু টাকা। কাল থেকে বাজারের
খরচ বাড়ান। কুচো চিংড়ি আর নহে।
কাল হ'তে রুই মাছ আসে যেন
আপনার লাগি।

প্রভা। আপনার অসীম করুণা! কিন্তু
শম্ভুবাবু, আপনার টাকা কেমনে
লইব আমি? ভিক্ষা করিবার
ইচ্ছা করি নাই কোনো দিন—
প্রবৃত্তিও নাই। ফিরে নিন টাকা আপনার,
তদুপরি করিছেন
সন্দেহ আমায়। বলিছেন অলঙ্কার মোর
লুকাইয়া রাখিয়াছি আমি!

শম্ভু। কোনো চিন্তা নাই আপনার।
যাহা করি—দেখে যান শুধু।
আর কিছু নাহি করিবার।
লে ন? শুধু দেখে যান।

প্রভা। শুধু দেখে যাব?

শম্ভু হ্যাঁ, বিনা প্রতিবাদে, শুধু দেখে যান।

প্রভা বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে রইল

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রজবিলাসের গৃহ—ব্রজবিলাসের প্রবেশ

একি ! শম্ভু আসে নাই ফিরে !
তা হবে···ওর সাধ্য নহে চোর ধরা।
সন্ধানের রীতিটিও ভাল নাহি জানে।
কিন্তু···কোথায় গেল সে ? বিপদ
হইল কোনো ?···কে জানে !

উন্মাদের মতো শম্ভুর প্রবেশ

শম্ভু। আসিয়াছি সখা ! চোর প্রায় পড়িয়াছে
ধরা। মন ভারি খুশী আছে।
অপরাধীদল, এক সাথে ধরা পড়িবার
লাগি ব্যস্ত হ'য়ে উঠিয়াছে। উন্মত হইয়া
ব'সে আছে তাদের পাড়ায়।

ব্রজ। অবাক করিলে তুমি ! মনে হয়
ভুল করিয়াছ।

শম্ভু। ভুল নহে সখা। আমার মতন সুখী
কেহ নাই আজ পৃথিবীতে। দুঃসাধ্য,
দুঃসাহসিক,—ভয়ানক বিপদ্‌সঙ্কুল
পথে বাড়াইয়া ছিনু পা দু'খানি।
অন্য কেহ হ'লে ডুবে যেতো গভীর
অতলে।

ব্রজ। বাজে কথা রাখ। চোরের সন্ধান
তুমি পাও নাই। পাইয়াছি আমি।
যে উপায়ে পাইয়াছি এখন সময় নাই

কহি সবিস্তারে। তোমাকে যাইতে হবে
সেথা। এখুনি যাইতে হবে; আমি
গেলে চলিবে না। আমার চেহারা
মনে রাখিয়াছে তারা।
গণৎকার বেশে যাও সেথা পুনরায়। বহু তথ্য
আনিতে পারিবে। পর ছদ্মবেশ।

শম্ভু। ছদ্মবেশ! ছদ্মবেশ কারে বল তুমি?
আমরা তো সকলেই আছি ছদ্মবেশে,
মানুষের ছদ্মবেশে অমানুষ সব।
আমি কিন্তু খুলিয়াছি সেই ছদ্মবেশ।
অমানুষ নহি আর।...সুন্দর পৃথিবী,
সুন্দর আকাশ! মানুষের জীবন সুন্দর!
প্রভাতের বিহগ সঙ্গীতে প্রথম মেলিয়া
আঁখি জাগি এই সুন্দর ধরায়।
পায়ে লাগে মাটির পরশ, সেই
স্পর্শ ধন্য বলে মানি।—স্নিগ্ধ
বায়ু ছুঁয়ে যায় সমস্ত শরীর—

ব্রজ। ফাজলামি রাখো শম্ভু। এখুনি
চলিয়া যাও নেবুতলা লেনে।

শম্ভু। নেবুতলা লেনে? নিশ্চয় যাইব।

ব্রজ। তোমাকে বিশ্বাস নাই। কি করিতে
কি করিবে। তবু তো উপায় নাই।
...শোন। ভৈরব নামে এক ব্যক্তি
আছে সেথা। তাহার হাতের রেখা

বিচার করিবে। বলিবে তাহারে,
হঠাৎ সম্পত্তি-লাভ ভাগ্যে আছে তার।
সে কথায় কি বলে সে, শুনো মন দিয়ে।
তোমার কথায় যদি বিশ্বাস সে করে
—দেখিবে তোমার প্রতি ভক্তি তার
গিয়াছে বাড়িয়া। সব কিছু লক্ষ্য
ক'রে যেয়ো। আমি যাব কিছু পরে
তুমি ফিরে এলে।

শম্ভু। চলিনু এখুনি।

শিস্ দিতে দিতে চলিয়া গেল

ব্রজ। (স্বগত) অনুমান...মিথ্যা নহে মোর...
নিশ্চয় পড়িবে ধরা...যে-কৌশলজাল
করেছি বিস্তার...সেই জালে জড়াইবে
অপরাধীদল।...কিন্তু...অলঙ্কার
পাব কি তাদের কাছে ?...যদি
সরাইয়া থাকে ! সেইটেরই
সম্ভাবনা বেশি। কৌশলের সবখানি
জানাব না আগেই শম্ভুকে...
কাজ শেষ হ'লে তখন জানাব।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রভার গৃহে প্রভা একা ব'সে ছিল, শম্ভু দরজা ঠেলে প্রবেশ করল।

শম্ভু। ভয় নাই, আমি শম্ভু। কিন্তু প্রথমেই
ব'লে রাখি, "আপনি" বলিয়া

সম্বোধন আর না করিব। এখন
হইতে তুমি "তুমি"। শোন প্রভা,
অপরাধী প্রায় নাকি পড়িয়াছে ধরা
ডিটেক্‌টিভ বলিতেছে এই মতো।
আমারে পাঠায়েছিল নেবুতলা লেনে
ভয়ানক তথ্য এক করিতে সন্ধান।

প্রভা। তাই না কি? কি তথ্য বাহির হ'ল
বলুন আমায়।

শম্ভু। ঈশ্বর জানেন তাহা। আমি সেথা
যাই নাই, সোজা আসিয়াছি
এইখানে।

প্রভা। কেন?

শম্ভু। আমি জানি, অলঙ্কার অন্য কোথা নাই,
আছে এইখানে।

প্রভা। বার বার একই কথা বলিছেন কেন?

শম্ভু। কেন বলিতেছি, সেই কথা থাক।
ঈশ্বর জানেন তাহা।

প্রভা। চোর পড়িবে না ধরা?

শম্ভু। কেবা চোর, কেবা সাধু, কে তাহার
বিচার করিবে? তার চেয়ে শোন মোর
কথা। অলঙ্কারে যেই ক্ষতি হয়েছে
তোমার, তাহার পূরণ, হ'তে পারে
অন্য দিক দিয়ে। স্বর্ণ-সিংহাসন এক

আসিতেছে হাতে, ইচ্ছা হ'লে
নিতে পার তাহা।

প্রভা। স্বর্ণ-সিংহাসন!

শম্ভু। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। শুধু স্বর্ণ নহে, মূল্যবান
মণিমুক্তা দিয়ে আগাগোড়া মোড়া।

প্রভা। ওজন হইবে কত?

শম্ভু। পাঁচ শত ভরি।

প্রভা। আমাকে দিবেন তাহা?

শম্ভু। তোমাকে বসাব সেথা।

প্রভা। ব'সে কি করিব? আমার না হ'লে,
শুধু বসিয়া কি লাভ?

শম্ভু। বসিবে সেথায়, আর উঠিবে না।

প্রভা। ওমা, সে কি কথা! দখলে রাখিতে হবে
জোর ক'রে ব'সে?

শম্ভু। না—না—হাবা মেয়ে—না! তোমারই
হইবে তাহা চিরদিন তরে।

প্রভা। আপনি দিবেন মোরে সেই সিংহাসন?

শম্ভু। গড়াতেছি তোমারই লাগিয়া!

প্রভা। অর্ডার দিলেন কোথা?

শম্ভু। সিংহাসন, ইঞ্চি ইঞ্চি করি—
গড়িয়া উঠিছে এক সোনার মন্দিরে।
অপরূপ সেই সিংহাসন, সম্রাজ্ঞী হইবে
তুমি সেথায় বসিলে। পারিজাত-পুষ্প-
মাল্য দুলিবে তোমার গলে। ম্লান নাহি

হবে কোনোদিন। স্বর্গীয় সঙ্গীত
ঝরিবে তোমার কানে।...কিন্তু এক কথা,
রুই মাছ আনায়েছ বাজার হইতে?

প্রভা। না, কাল হ'তে আনাইব। কিন্তু
বাজারের কথা থাক। পারিজাত-মাল্য-
কথা হয় নাই শেষ। বড় ভাল
লাগিতেছে। সবিস্তারে শোনান আমায়।

শম্ভু। ভাল লাগিতেছে?
(হাসিয়া) লাগিতেই হবে।
...এ কথার শেষ কিন্তু নাই। যতই
বলিব, বলিবার ইচ্ছা শুধু বাড়িয়া চলিবে।
প্রতিদিন বলিয়া যাইব—মাসে মাসে
বর্ষে বর্ষে বলিয়া যাইব—যুগে যুগে
কেবলি বলিয়া যাব—

প্রভা। কিন্তু...কি হইবে শুধুই কথায়?
সিংহাসন পাইব না?

শম্ভু। সিংহাসন পাইলেও কথা ফুরাবে না।

প্রভা। তা হ'লে আপত্তি নাই। আমি ভেবেছিনু
সিংহাসন নহে, শুধু তার কথা।

শম্ভু। হায়রে অবোধ মেয়ে, কথা নয় ইহা।
—এ মোর সঙ্গীত। হৃদয়-উৎস হ'তে
ঝরনার মতো, বাধা ঠেলে আসিছে
বাহিরে...কিন্তু থাক। এখুনি
যাইতে হবে ফিরে। ডিটেক্‌টিভ অপেক্ষিছে গৃহে।

আরও একবার
ধাপ্পা দিয়ে আসি তাকে।

প্রভা। আপনি চলিয়া গেলে বড় দুঃখ পাব।
বড় ভাল লাগিতেছে আপনার কথা।

শম্ভু। ভয় নাই, এখুনি আসিব ফিরে।
প্রভা, কর্তব্য কঠোর বড়।
এক দিকে প্রাণভরা গান—
অন্য দিকে চোর ধরা। এই দুই
বিষমের মাঝে অস্তিত্ব রাখিতে হয়
ডিটেক্‌টিভদের। আচ্ছা চলি এবে।
মুহূর্তেক পরে পুন আসিব ফিরিয়া।

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

ব্রজবিলাস চঞ্চলভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় শম্ভুর প্রবেশ

ব্রজ। শম্ভু, আসিয়াছ ফিরে? দুশ্চিন্তায়
পড়েছিনু বড়। কি করিলে শীঘ্র বল।
সফল হয়েছ কাজে?

শম্ভু। চৌদ্দ আনা হয়েছি সফল—
দুই আনা মাত্র আর বাকী।

ব্রজ। বিস্তারিত বল সব। ভৈরবের সাথে
হয়েছে সাক্ষাৎ? গণনা করেছ
তার হাত? মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিয়াছ?

শম্ভু। সব ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়াছি। যার
কাছে গিয়াছিনু হৃদয় তাহার
দেখিয়াছি উদ্ঘাটিত করি।
কৌশলী চোর সেই। লোভী খুব,
অথচ সরল শিশুদের মতো। তাকে
ছাড়িব না আমি।
অলঙ্কার লুকায়ে রেখেছে সেই
আপনার মাঝে।

ব্রজ। অলঙ্কার হাতছাড়া করে নাই?
ঠিক বলিতেছ?

শম্ভু। ঠিক বলিতেছি। কৌশলী বটে, কিন্তু
নহে সাবধানী। মনের একটি দিক
ফাঁকা। চোখ দিয়া মন তার
আসে বাহিরিয়া। নয়নযুগল যেন
গবাক্ষ দুইটি! অন্তরের সবখানি
দেখা যায় সেই পথ দিয়া।

ব্রজ। কি যে বল তুমি! ভৈরবের
খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি।
ভীষণ চেহারা তার। চোখ দু'টি লাল।
তার সেই চোখ দেখি' কবিত্ব
জাগিছে তব মনে? অসম্ভব
লাগিতেছে সব।

শম্ভু। অসম্ভব বলি নাই কিছু। অসংলগ্ন
নহে মোর ভাষা। বরঞ্চ চাপিয়া গেছি

আমার অন্তর। সবখানি খুলি
যদি, তুমি মোরে বলিবে উন্মাদ।

ব্রজ। (চটিয়া) উন্মাদ সত্যই তুমি।
কেস্‌টি করিবে মাটি নাহিকো
সন্দেহ। নাঃ, আমাকেই যেতে
হবে পুনরায় সেথা।

শম্ভু। আমাকে করিছ অবিশ্বাস ?
আমি কিন্তু সত্য ব'লিয়াছি।

ব্রজ। যেই সত্য তুমি বলিতেছ, তাহা মোর
লাগিবে না কাজে। নষ্ট করিবার
মতো অবসর নাই মোর হাতে।

শম্ভু। কাজ মোর হয় নাই শেষ। আমিই যাইব
সেথা পুনঃ। তুমি যাইও না। আস্থা
রাখ আমার উপরে। কার্যোদ্ধার
আমিই করিতে চাই একা। সে ভৈরব
আমার ভৈরব—আর কারো নহে।
আমি তার ভিতর হইতে অলঙ্কার করিব
বাহির। আমি একা দেখিয়াছি তাহা।
এবে চলি পুনঃ সেইখানে। বিলম্ব
করিতে নারি আর।

প্রস্থান

ব্রজ। শম্ভু—শম্ভু—যাইও না।···
আর শম্ভু ! কি হ'ল শম্ভুর—
কিছুই বুঝতে নারি। এতটা দায়িত্ব

হাতে নিয়ে করিছে কি ছেলেখেলা?
ভৈরবের দিল যে বর্ণনা, চক্ষু স্থির হয়েছে আমার।
কোথা হ'তে কোথা গেল! কি বলিতে কি বলিল—
জানেন ঈশ্বর। সন্দেহ জাগিছে মনে।
হয় তো সে আর কোনো ভৈরবের
পড়েছে পাল্লায়। হয় তো সে আদৌ
ভৈরব নহে। হয় তো ভৈরবী। পল্লীটা
মোটেই ভাল নয়। মন বড় হতেছে
অস্থির। আমিও যাইব
সেথা। দেখি গিয়ে চুপে চুপে শম্ভু কি করিছে।

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রভার গৃহ

শম্ভু। আনিয়াছি শান্তিপুরী শাড়ী, বেনারসী,
জর্জ্জেট—এনেছি ব্লাউজ এতগুলো।
স্লিপার এনেছি দুই জোড়া। এই সব
তোমারি লাগিয়া প্রভা। কিন্তু...এ তো
গেল বাহিরের। অন্তরের বস্তু—
রহে যাহা অন্তরনিহিত, তার ভার
তোমাকে লইতে হবে প্রভা।

প্রভা। অন্তরের বস্তু! জানি না তো কি সে বস্তু!

শম্ভু। খাদ্য বস্তু। বাজারে খরচ হবে অন্ততঃ
দু'টাকা। মাংস হবে সপ্তাহে দু'দিন।

চাল ডাল নুন তেল—সব
কিনে রাখ আগে—তোমার
ভাণ্ডার পূর্ণ করি। এই লও টাকা।
দুই শত টাকা রেখে দাও বাজারের
লাগি। তারপর চল যাই আর-এক
জগতে। খাদ্যাতীত সে জগৎ।
স্বর্ণ-সিংহাসন গঠিত হতেছে সেথা
তোমার লাগিয়া।

প্রভা। চলুন এখুনি। সর্বদা হ'তেছে সাধ
যাইতে সেথায়। কোন্ কারিগর
গঠন করিছে তাহা, আরম্ভ হয়েছে কবে,
কতদূর তৈরী হ'ল, কবে শেষ হবে,
সবিস্তারে দেখিব সকলি।

শম্ভু। আরম্ভ হয়েছে—কিছুক্ষণ আগে।
জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী গড়িছেন তাহা।
সোনার সকল কাজ হইয়াছে শেষ।
মণিমুক্তা, হীরাপান্না—বসানো
হতেছে ধীরে ধীরে। কত রং তার!
ইন্দ্রধনু বর্ণে তাহা হতেছে চিত্রিত।
কল্পনায় দেখিতেছি আমি—তুমি সেথা
আছ ব'সে সম্রাজ্ঞীর বেশে। দুই ধারে
দু'জন সেবিকা,—রয়েছে দাঁড়ায়ে
আদেশ পালন তরে। একমাত্র ভৃত্য
আছে সেথা···পদতলে বসি।

অনুগ্রহ-জীবী ভৃত্য, কৃপাকণা
প্রত্যাশায় ভিক্ষা-আঁখি রেখেছে মেলিয়া।

প্রভা। ভৃত্যের তো স্পর্দ্ধা কম নয়!

শম্ভু। স্পর্দ্ধা তার ছাড়ায়েছে সীমা।
কিন্তু তবু—নহে সে বঞ্চিত।
সম্রাজ্ঞীর অনুগ্রহ তার 'পরে বেশি।

প্রভা। আপনি কি দেখেছেন সেই সিংহাসন?

শম্ভু। দেখিয়াছি।

প্রভা। কোথা গেলে দেখা যায় তাহা? আমাকে
লইয়া যান সেথা।

শম্ভু। আমার হৃদয়ে আছে সেই সিংহাসন।

প্রভা 'মাগো' ব'লে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল

কি হ'ল, কি হ'ল, মাথা ঘুরে
পড়ে গেলে কেন?

প্রভা। অ্যাঁ! না…না…সব ফাঁকি! সব মিথ্যা!

শম্ভু। মিথ্যা হবে কেন?

প্রভা। মিথ্যা নয়? আমার ভিতরে র'ল
মোর অলঙ্কার! আপনার মধ্যে র'ল
স্বর্ণ-সিংহাসন! ভিতরেই রয়ে গেল সব!
আমার পঁচিশ ভরি সোনা, গেল চুরি হ'য়ে।
আর…স্বর্ণ-সিংহাসন—পাঁচশো ভরি
সোনার স্বপন সেও গেল শূন্যে মিলায়ে!
সব মিথ্যা? সব ফাঁকি?

ক্রন্দন



শম্ভু। (স্বগত) হায়রে কপাল ! নাই কাল্‌চার,
বোঝে না কিছুই ! বস্তুতন্ত্র শুধু ! বেশ,
তাই হোক। সঙ্গে টাকা আছে—ধরি তাহা
চোখের সম্মুখে। (প্রভার প্রতি) কাঁদিও না
প্রভা।—সব মিথ্যা নয়—সব মিথ্যা নয়,
এই দেখ ইতিমধ্যে বেচিয়া ফেলেছি সেই
স্বর্ণ সিংহাসন, পাইয়াছি বহু টাকা।
শুধু এই কথা গোপন রাখিয়াছিনু।
এই দেখ টাকা—পাঁচ হাজার টাকা।
সব কারেন্সি নোট। ভেবে দেখিলাম
কি হইবে সিংহাসনে। কবে পুনঃ
চুরি হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে টাকাই তো
ভাল। তাই নয় ?

প্রভা। পাঁচ হাজার টাকা ! আমাকে দিবেন ?

শম্ভু। তার সাথে দিব আমাকেও। রাজি
আছ নিতে ? বল প্রভা, বল।

ব্রজবিলাস লুকিয়ে সব দেখছিল—এইবার সে কথা বললো

ব্রজ। (কেসে) শম্ভু, উপযুক্ত কৈফিয়ৎ চাই

শম্ভু। কে ভাই, বিলাস ? এসো, এসো, ভাই এসো,
সখা এসো, দাদা এসো।
কৈফিয়ৎ চাই ? প্রেম মুক্ত সদা,
প্রেমের হয় না কৈফিয়ৎ।

ব্রজ। কোথা ভৈরব ? হতভাগা, কোথা অলঙ্কার ?

শম্ভু। কিচ্ছু ভেবো না সখা। অলঙ্কার
পাইয়াছি প্রভার অন্তরে।

ব্রজ। অন্তরে!

শম্ভু। হ্যাঁ, অন্তরে। অন্তরের অলঙ্কার ইহা।
এইটে কি কম? জগতের কোনো ভৈরব
একা বা সদল বলে পারে না কাড়িতে
ইহা। আবিষ্কার করিয়াছি নিজে আমি
এই অলঙ্কার। বুঝে দেখ, তোমার আমার
মাঝে বুদ্ধি কার বেশি। (সুর চড়ালো)
বুঝে দেখ, এই অলঙ্কার, আজ হ'তে
চিত্ত মোর করিবে নন্দিত (সুর ক্রমশ
চড়ছে) বুঝে দেখ, ইহারে ঘেরিয়া
বসন্ত জাগিবে প্রাণে। আমার কাননে
ফুটিবে বিচিত্র পুষ্পরাজি। শাখায়
শাখায় দিবস রজনী কত ডাকিবে
কোকিল—দক্ষিণ সমীরে উল্লসি উঠিবে
পত্ররাজি—মিলিত জীবন-স্রোত
ব'য়ে যাবে ঝিরি ঝিরি ঝরনার মতো—
বুঝে দেখ—

ব্রজ। (চীৎকার ক'রে) থামো হতভাগা।

শম্ভু। এই থামিলাম।

ময়ূর পুচ্ছে কাক

নীলু, অভিজাত কাক। কেলো, হীনবংশীয় নিম্নমধ্যবিত্ত কাক।

প্রথম দৃশ্য—নীলুর বাড়ি

কেলো। কা—কা—কা। দিন না আপনার গাছের এই ডালটা ছেড়ে। আমি একেবারে নিরুপায়, একখানা পাখায় আমার জোর নেই—ভাল উড়তে পারি না, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না।

নীলু। তোমাদের জাতকে আমরা কোনো গাছেই জায়গা দিতে পারি না, বিশেষ ক'রে আমাদের এলাকায়।

কেলো। তা তো জানি, কিন্তু কি করব—আপনার এই গাছের ডালটা বেশ নীচু—আমার একখানা পাখা ভাঙা, উঁচু ডালে উঠতে পারি না।

নীলু। তুমি যে আমাদের সগোত্র নও। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ এসেছে দক্ষিণ থেকে, তুমি দক্ষিণ-বংশের কাক, আর আমরা হচ্ছি উত্তর-বংশের, কারণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ এসেছে উত্তর থেকে। তোমার কাছে একটা ডাল কি ক'রে ছাড়ি?

কেলো। কিন্তু আমাদের সবারই তো গায়ের রং কালো, চেহারাও তো একই রকম, তবে আপনার দয়া থেকে আমি বঞ্চিত হব কেন? বলুন, এ কথার জবাব না পেলে আমি ছাড়ব না।

নীলু। তোমাদের প্রবৃত্তি আর আমাদের প্রবৃত্তি এক নয়, তোমরা আমাদের সঙ্গে বাস করলে আমাদের মর্যাদার হানি হয়।

কেলো। কিন্তু আপনাদের চেয়েও তো বড় জাত আছে, তাদের কাছে তো আপনারাও ছোট।

নীলু। দেখ ছোকরা বেশি বাড়াবাড়ি ক'রো না। আমাদের সীমানায় আমরাই বড়, এইখানে যে একবারও আসতে পেরেছ, তাইতেই তোমার গর্ব অনুভব করা উচিত। তোমার গর্ব হচ্ছে না?

কেলো। এখন আর হচ্ছে না। ময়ূরজাতিকে জানেন তো? তাদের কাছে আপনিও যেমন ছোট, আমিও তেমনি ছোট। তাদের সঙ্গে একবার মিশেছিলাম, কিন্তু তারা বড় হ'লেও অত দাম্ভিক নয় আপনাদের মতো।

নীলু। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, বেরিয়ে যাও এখনি, নইলে গলাধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দেব।

কেলো। না, অতটা করতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—পথ

কৃষ্ণা। (পথে উপবিষ্ট কেলোকে দেখে) কোথায় গিয়েছিলে কেলো? অমন মুখ ভার ক'রে পথে ব'সে আছ কেন?

কেলো। গিয়েছিলাম নীলুর কাছে, কৃষ্ণা। ভেবেছিলাম তার নীচু ডালটায় একটু আশ্রয় মিলবে।

কৃষ্ণা। কেন গিয়েছিলে মরতে? তুমি কি জান না ওদের কাছে আমাদের কিছুই চাইবার নেই?

কেলো। জানি, তবু না গিয়ে পারিনি, কিন্তু বুঝতে পারছি অন্যায় করেছি।

কৃষ্ণা। যাদের কাছে গিয়েছিলে তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ। ওরা কেবল জাতির অহঙ্কার নিয়ে মেতে আছে, আর কিছুই ওদের নেই। ওরা জায়গা দেবে কি, জায়গা পেলে ওরাই বেঁচে যায়। তুমি

আর কখনো ওদের কাছে যেয়ো না। তার চেয়ে এক কাজ কর, চল ঐখানটায় ব'সে তোমাকে একটি ভাল পরামর্শ দিই গে।

কেলো। তাই চল, নিজের বুদ্ধিতে আর কিছু করতে পারছি না।

তৃতীয় দৃশ্য—নীলুর বাড়ি

কাকা। নীলু ভায়া—

নীলু। কে, কাকা কি মনে ক'রে?

কাকা। এই পথেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখতে পেলাম কেলো তোমার এখান থেকে বেরিয়ে এল, ব্যাপার কি—খুলে বল তো।

নীলু। ঐ হতভাগাটার কথা আর ব'লো না। ছোট লোকটা এসেছিল ভিক্ষা চাইতে, কিন্তু উল্‌টে আমাকে অপমান ক'রে গেল।

কাকা। কি রকম?

নীলু। বলল, আমরাই না কি ছোটলোক।

কাকা। বল কি হে! বড় সাংঘাতিক কথা তো! ওর পা দু'খানা খোঁড়া করে দিলে না কেন?

নীলু। দরকার হ'ল না, ওর পাখা-একখানা আগে থাকতেই ভেঙে আছে, ওড়বার উপায় নেই।

কাকা। পাখা ওদের প্রত্যেকেরই ভাঙা দরকার। আকাশে উড়ে উড়েই ওদের ধারণা হয়েছে ওরা আমাদের সমান!

নীলু। ঠিক বলেছ ভায়া!

কাকা। বলিনি?

নীলু। একশো বার। কিন্তু এখন ওদের কাছ থেকে আমাদের আরও দূরে থাকতে হবে, নইলে আমাদের আর মান বাঁচবে না—আমাদের পাড়ার কোনো গাছে যেন ওর জায়গা না হয়।

কাকা। সে ব্যবস্থা করতেই হবে। তবে আপাতত আমি একটুখানি আটকে পড়েছি। সেদিন ওদের জাতের একজনের কাছ থেকে কয়েকটা পয়সা ধার করতে হ'ল আমাকে, সেই পয়সার জন্য এখন আমাকে অপমান হ'তে হবে, সেইটেই হয়েছে এখন আমার ভাবনা। তুমি ভাই আনা-চারেক পয়সা আমাকে ধার দাও না, ওদের দেনাটা শোধ ক'রে ফেলি, নইলে রোজ কথা শুনতে হবে ঐ ছোটলোকটার কাছে।

নীলু। বল কি হে! আমার কাছে পয়সা আসবে কোত্থেকে? পয়সা থাকলে কি আর আমাদের ভাবনা ছিল!

কাকা। আমাদের সম্প্রদায়ের কারো কাছেই তো একটি পয়সা পাচ্ছি না, তা হ'লে উপায় কি হবে?

নীলু। আমাদের পদমর্যাদার কথা ভেবেই চুপ ক'রে থাকতে হবে।

এমন সময় বাইরে কাকদের গোলমাল শোনা গেল

কয়েকটা কাক। ওরে মজা দেখবি রে, ভারি মজা! আমাদের কেলো ময়ূরের পালক গুঁজে ময়ূর সেজেছে, দেখ রে কি মজা!

আর একটি কাক। আরে তাই তো! কেলো কুলীন হয়েছে, ওরে দেখছিস চলার ঢং, মাটিতে যেন পা পড়ছে না। কালো রঙের সঙ্গে ময়ূরের পালক গুঁজে কি অপরূপই না দেখতে হয়েছে!

আর এক দল। ভারি মজা রে ভারি মজা!

একদল তরুণ কাক। ওরে তোরা দেখবি আয়—

নানা রকম ছড়া আবৃত্তি করতে লাগল

নীলু। গোলমালটা কিসের ভায়া?

কাকা। চল তো কাছে গিয়ে দেখি। আরে সত্যিই তো—একটা দক্ষিণা কাক ময়ূরের পুচ্ছ লেজে গুঁজে ময়ূর সেজেছে!

নীলু। কি আশ্চর্য! ঐ তো সেই কেলোটা—ওকেই তুমি আমার এখান থেকে যেতে দেখেছ।

তরুণ কাকেরা ছড়া আবৃত্তি ক'রে কেলোর পিছনে পিছনে যাচ্ছে

কেলো। কেন আমার সঙ্গে তোমরা লাগছ? আমি তোমাদের কি করেছি? তোমাদের জন্য কি পথেও হাঁটতে পাব না?

কৃষ্ণা। চল তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালিয়ে যাই, এ পথে চললে ওদের হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

কেলো। তাই চল, কৃষ্ণা।

কেলো। (দূরে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে) দিনের পর দিন কি অপমান সহ্য করতে হচ্ছে কৃষ্ণা, আর যে পারছি না।

কৃষ্ণা। আমি তো বলেছি তোমাকে, এদের কাউকে গ্রাহ্য ক'রো না, ওদের কথায় মনের জোর নষ্ট হবে কেন?

কেলো। তুমি যখন কথা বল তখনি মনে জোর পাই। তোমার কথাতেই এতখানি করতে রাজি হয়েছি, লোক হাসিয়েও আজ পথে বেরিয়েছি ময়ূরের পুচ্ছ গুঁজে। কিন্তু এতেই কি সম্মান বাঁচবে?

কৃষ্ণা। বাঁচবে। যাদের কাছে তোমার সম্মান নেই তাদের কাছ থেকে জোর ক'রে পৃথক হ'য়ে যাওয়া ভাল। যাদের কাছে যাচ্ছ তারা অন্তত এটুকু বুঝতে পারবে যে, তুমি তাদের শ্রদ্ধা কর। তা হ'লে তোমাকেও তারা শ্রদ্ধা করবে।

কেলো। তুমি ঠিক বলছ?

কৃষ্ণা। চল না, এই তো ময়ূরের রাজ্যে এসেই পড়েছি, এখনি প্রমাণ হবে ঠিক বলছি কি না।

কেলো। ঐ যে ময়ূরের কথাও শোনা যাচ্ছে। চল আর একটু গেলেই ময়ূরের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।



চতুর্থ দৃশ্য—ময়ূরদের রাজ্য

ময়ূররাজ। (কেকাধ্বনি ক'রে) কে গো তোমরা, কোথায় চলেছ?

কেলো। আমরা আসছি বায়সরাজ্য থেকে, জাতিতে আমরা কাক।

ময়ূররাজ। তোমার পোষাক কিন্তু অনেকটা আমাদেরই মতো মনে হচ্ছে। তা আমাদের সমাজে চলবার মতো হয়েছে বটে।

কেলো। চেষ্টা করেছি খুবই।

ময়ূররাজ। ঠিকই করেছ, কেননা তোমাদের নিজের পোষাকে আমাদের সঙ্গে মিশতে এলে আমাদের ভারি গোলমাল লাগে। আমরা সবাইকে এক রকম দেখতে চাই—আর সেইটেই আমাদের ভাল লাগে।

কেলো। আমি সেটা অনুমান করতে পেরেছি।

ময়ূররাজ। আমাদের ভাষা কিছু শিখেছ?

কেলো। ভাল শিখিনি, তবে চেষ্টা করলে কিছু বলতে পারি।

ময়ূররাজ। শোনাও দেখি। (কেলো কেকাধ্বনি করার চেষ্টা করল, ব্যাকরণ ভুল হ'ল, ভাল হ'ল না) বাস্, ওতেই চলে যাবে। এখন বল দেখি তোমার কি চাই।

কেলো। চাই একটু আশ্রয়। কোথাও বাসা বাঁধবার মতো গাছ আমাদের সমাজে নেই। যা আছে তা সবই উত্তর-বংশের হাতে।

ময়ূররাজ। সেটা কি রকম?

কেলো। আমাদের মধ্যে দুটো জাত আছে, এক জাত বড়, আর এক জাত ছোট। আমরা হচ্ছি ছোট জাতের, বড়দের সমাজে আমাদের স্থান নেই।

ময়ূররাজ। ভারি মজার তো! এ কথা তো আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। আমরা তো তোমাদের সবাইকে এক-জাত ব'লেই

জানি। তা ছাড়া তোমাকে তো ছোট ব'লে মনে হচ্ছে না, বরঞ্চ তোমার পোষাক দেখে এবং ভাষা শুনে তোমাকে শিক্ষিত ব'লে মনে হচ্ছে।

কেলো। দয়া ক'রে একটু আশ্রয় দেবেন ?

ময়ূররাজ। নিশ্চয় দেব, কিন্তু তোমাকে তার বিনিময়ে কিছু কাজ করতে হবে, আর সেই কাজের জন্য দয়া হিসেবে নয়, বেতন-হিসেবে তোমাকে প্রতি মাসে শ' পাঁচেক টাকা দেব, কি বল ?

কেলো। কি ক'রে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না। আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম।

কৃষ্ণা। (চাপা গলায় কেলোকে) আমি আর আনন্দ সইতে পারছি না, আমি এখনি উড়ে গিয়ে খবরটা দেশে রটিয়ে আসি। রটিয়ে দিয়েই চলে আসব—একটুও দেরি করব না, আমি চললাম।

পঞ্চম দৃশ্য—নীলুর বাড়ি

নীলু। কি হ'ল বল তো গিন্নি! কেলো শেষটায় পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি পেল!

নীলু-গিন্নি। তা আর পাবে না ? ও কি আর তোমার মতো যে ঘরে ব'সে পদ-মর্যাদা আর বংশ-মর্যাদা নিয়ে মত্ত থাকবে! ওর বুদ্ধি আছে।

নীলু। বাজে কথা ব'লো না গিন্নি! আমরা এত কাল না খেয়ে না প'রে এমন একটা জিনিস রক্ষা ক'রে এসেছি যার দাম—

নীলু-গিন্নি। থাম এখন। দামের কথা আর আমাকে শোনাতে হবে না। তোমার ঐ বংশ-গৌরবের আধ পয়সাও দাম নয়। কেলোর কাছে যে এখন হাত পাততে হবে সে কথা ভেবেছ ? ওকে অমন অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ, ও কি তার প্রতিশোধ নেবে না ?

১নং প্রতিবেশী। (দ্রুত ছুটে এসে) নীলুদা, সর্বনাশ হয়েছে।

নীলু। কি হ'ল?

১নং প্রতিবেশী। কেলো পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে ময়ূরের দেশে। এখন আমাদের কি হবে? আমরা যে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি

২নং প্রতিবেশী। (ছুটে এসে) নীলু আছ?—এই যে নীলু, কি সর্বনাশটা তুমি করেছ বল তো! কেলোকে তুমি চিনতে পারনি? না চিনে তুমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ! সে যে এখন ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে ময়ূর-সমাজে মিশে পড়ল!

৩নং প্রতিবেশী। (ছুটে এসে) নীলু, নীলু, কেলোর কথা সব শুনেছ নিশ্চয়। দেখ দেখি—তাকে আমরা আগে চিনতে পারিনি। ময়ূররাজ্যে যে তার চাকরি হ'ল এর মানে কি জান? ওর মধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু গুণ ছিল যা আমরা দেখতে পাইনি, নইলে সে এই চাকরি পেত না।

১নং প্রতিবেশী। এ কথায় কি আর সন্দেহ আছে? যতই ওর কথা ভাবছি ততই মনে হচ্ছে ও একটি মহাপুরুষ, নইলে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি পায়?

নীলু। অথচ তুমিও তো ওকে একদিন অপমান করেছিলে!

১নং প্রতিবেশী। ও কথা আর তুলো না দাদা, অনুতাপে হৃদয় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।

নীলু। ওর মধ্যে মহত্ব ছিল এটা তোমরা একটু বাড়িয়ে বলছ।

১নং প্রতিবেশী। চুপ চুপ, এ রকম সন্দেহও আর মনে এনো না, যা ক'রে ফেলেছ এখন তারই প্রতিফল চিন্তা কর।

২নং প্রতিবেশী। কেলো নিশ্চয়ই মহৎ। ওর চেহারার মধ্যে বেশ

একটা আভিজাত্যের ভাব আছে। যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে ওর মতো চেহারা আমাদের মধ্যে কারো নেই।

৩নং প্রতিবেশী। আভিজাত্য তো অত্যন্ত স্পষ্ট, কিন্তু তার উপর একটা নিরহঙ্কারের ভাব লক্ষ্য করেছ?

২নং প্রতিবেশী। তা আর করিনি? কিন্তু আমার আরও একটা কথা মনে হচ্ছে। ওর যে পাখা ভেঙেছে সেটা দৈবাৎ হয়নি।

সকলে। তবে কি ক'রে হ'ল? কি ক'রে পাখা ভাঙল?

২নং প্রতিবেশী। মনের সঙ্গে পাখার সম্বন্ধ অতি গভীর। কেলো এই মাটির পৃথিবী ছেড়ে, আমাদের সবাইকে ছেড়ে উপরে উঠতে চায় না, তাই ওর পাখা নিজে থেকেই অবশ হয়ে গেছে, গাছের ডালের সঙ্গে ধাক্কা লাগাটা উপলক্ষ মাত্র!

১নং প্রতিবেশী। বল কি! তা হ'লে কেলো তো রীতিমতো একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি। আমাদের কি দুর্ভাগ্য বল দেখি। ওঃ আমি আর ভাবতে পারছি না!

৩নং প্রতিবেশী। ও রকম নিরাশ হ'য়ে পড়লে চলবে না। এসো সবাই মিলে একটা প্রতিকার চিন্তা করি।

নীলু। তোমাদের সবার কথা শুনে আমার মনটা ক্রমশ দমে যাচ্ছে।

নীলু-গিন্নি। তা যাবেই তো। তোমাকে আমি বার বার বলেছি—কেলোটা সহজ নয়, এখন তার ফল ভোগ কর। যদি ভাল চাও তো এখনও তাকে বুঝি-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে এসো, নইলে যখন চাকরি ক'রে লাখ লাখ টাকা জমাবে, তখন সে তোমাদের বুকের উপর দিয়ে হাঁটবে। যত সব নির্বংশে জুটে বংশ বংশ ক'রে মরছেন।

নীলু। থাম গিন্নি, এখন কি করা যায় সেইটে ভাবতে হবে। বুঝতে পারছি, কাজটা অন্যায় হয়েছে।

১নং প্রতিবেশী। চল সবাই মিলে যাই তার কাছে, গিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে এখানে একবার নিয়ে আসি এবং একটা প্রকাশ্য সভা ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা করি।

২নং প্রতিবেশী। প্রস্তাবটা ভাল।

নীলু। তা হ'লে সবাই তাই বলছ?

সকলে। নিশ্চয়। এখনি যেতে হবে। কেলোর অভ্যর্থনার আয়োজনটা পাকা ক'রে এখনি যাই তার কাছে।

নীলু। আমি রইলাম অভ্যর্থনার আয়োজন করতে, তোমরা রওনা হও এখনি, দেরি ক'রো না।

নীলু বাদে আর সবাই উড়ে যেতে লাগল

১নং প্রতিবেশী। (শূন্যে উড়তে উড়তে) এই তো এসে পড়েছি, এই বার নীচে নামো।

নীচে নামার পর

২নং প্রতিবেশী। এই বার কেলোকে খুঁজে বার করতে হবে।··· কিন্তু ঐ যে, ঐ তো কেলো আর কৃষ্ণা সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে! চল চল ওর কাছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য—ময়ূরদের রাজ্য

কেলো। তোমরা কে?

১নং প্রতিবেশী। (পাশের কাককে) হায় রে, চিনতেও পারছে না।

২নং প্রতিবেশী। আমরা উত্তর-বংশের ক'জন এসেছি একটা দরকারে।

কেলো। দরকারটা কি?

১নং প্রতিবেশী। আমাদের সঙ্গে তোমাদের দু'জনেরই একটু দেশে যেতে হবে, তোমাদের পায়ে ধরছি, একটুখানি চল।



কৃষ্ণা। তোমাদের মতলব কি? না না, আমরা যাব না।

১নং প্রতিবেশী। আমরা শপথ ক'রে বলছি, কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই।

৩নং প্রতিবেশী। অনেক অন্যায় করেছি, আর কোনো অন্যায় করব না।

কেলো। আচ্ছা চল, কিন্তু গিয়েই আবার ফিরে আসব, দেরি করতে পারব না।

১নং প্রতিবেশী। আচ্ছা সে তখন হবে। উড়তে পারবে?

কেলো। পাখার জোর অনেকটা ফিরে এসেছে, এখন উড়তে পারি।

২নং প্রতিবেশী। (পাশের কাককে) উঃ দুদিনেই কেলো কত দূরে স'রে গেছে! আরও দেরি করলে আমরা ওর নাগালই পেতাম না।

৩নং প্রতিবেশী। চল আর দেরি নয়। (সকলেই উড়ে চলল)

সপ্তম দৃশ্য—বায়সরাজ্য

বায়সরাজ্যের বাজনা এবং জয়ধ্বনি ক্রমশ জোরে শোনা যেতে লাগল—ক্রমে স্পষ্ট শোনা গেল 'জয় কেলোর জয়'।

সকলে। আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমি পেলাম না, কেলোর পায়ের ধূলো আমি পেলাম না!

কেলো। আস্তে, আস্তে, পা ভেঙে গেল, পাখা ছিঁড়ে গেল! তোমরা কি চাও—মুখে বল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সকলে। বোঝার দরকার নেই। জয় কেলোর জয়।

১ম কাক। সভা আরম্ভ কর, নীলু তুমি সভাপতি হও।

নীলু। তোমরা একে একে বক্তৃতা কর।

১ম কাক। উপস্থিত কাকমণ্ডলী, আমরা অতি নির্বোধ, তাই কেলোর মতো মহাপুরুষকে চিনতে পারিনি, আমরা অতি পাষণ্ড—

২য় কাক। তুই থাম্, এইবার আমি বলি। আমরা সকলে অতি ইতর, তাই কেলোকে এতদিন আত্মীয় ব'লে মানিনি—কিন্তু আমাদের ভুল সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে।

৩য় কাক। এইবার আমি বলি। আমাদের ভুল এখন সত্যই ভেঙে গেছে, আজ থেকে কেলো আমাদের সমাজপতি, আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানের আজীবন সভাপতি—কেলো আমাদের সব।

কেলো। কিন্তু তোমরা আমার সম্বন্ধে এ সব বলছ কেন? আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।

নীলু। কেন বুঝতে পারছ না? ছি ছি, এ লজ্জা আমরা কোথায় রাখি? ময়ূরের চেনার বহু আগেই তোমাকে আমাদের চেনা উচিত ছিল। তুমি পাঁচ শ' টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছ তাদের হাতে, এতে আমাদের ভুল একেবারে ভেঙে গেছে—তোমাকে আর আমরা ছাড়ব না।

কৃষ্ণা। এরা কি ভয়ানক লোক বুঝতে পারছ?

কেলো। পারছি বৈ কি। কিন্তু এদের অবস্থা দেখে হাসি চেপে রাখতে পারছি না।

নীলু। কেলো, বল তুমি আমাদের ক্ষমা করেছ?

কেলো। ক্ষমা করলে যদি আপাতত নিস্তার পাই, তা হ'লে ক্ষমা করতে রাজি আছি।

নীলু। কিন্তু তোমাকে আমরা আর যেতে দেব না, গেলে তুমি আমাদের ভুলে যাবে।

কেলো। না, ভুলব না, আমাকে যেতেই হবে। এখনি ফিরে

যেতে হবে। আমি আবার ফিরে আসব, একেবারে রিটায়ার ক'রে ফিরে আসব, তার আগে নয়। আমি চললাম, চল কৃষ্ণা।

নীলু। ক্ষমা করেছ কি?

কেলো। করেছি। আচ্ছা আসি। (দু'জনে উড়তে লাগল)

সকলে। হায় হায় কেলো চলে যাচ্ছে। (চীৎকার ক'রে) তুমি যেয়ো না, যেয়ো না। তুমি গেলে আমরা কি নিয়ে বাঁচব?

কেলো। (দূর থেকে) কিছু দরকার হবে না, তোমরা বিনা কারণেই বাঁচবে! (কেলো অদৃশ্য হ'ল)

নীলু। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) কেলো সত্যিই ছেড়ে গেল।

১ম কাক। („) বোধ হয় ক্ষমা করতে পারল না।

২য় কাক। („) রিটায়ার করতে বিশ বছর লাগবে!

৩য় কাক। („) ততদিন ওর পাঁচ লাখ টাকা জমবে!

নীলু। („) বোধ হয় আরো বেশি, অথচ ক্ষমা ক'রে গেল না।

১ম কাক। („) এই বিশ বছর শুধু কেঁদে কাটাতে হবে।

২য় কাক। („) শুধু আশা ক'রে কাটাতে হবে।

৩য় কাক। („) আশা করব যে, ঐ পাঁচ লাখ টাকার কিছু অংশ হয় তো তখন আমরা পাব।

৪র্থ কাক। („) হয় তো কেন, নিশ্চয় পাব।

নীলু। নিশ্চয় পাব? তা হ'লে জয় কেলোর জয়।

সকলে। জয় কেলোর জয়।

সভার বাইরে

১নং পথিক। কেলোর জয়ধ্বনি করছে কেন রে?

২নং পথিক। তা জানিস্ নে? কেলো ময়ূরের কাছে চাকরি পাওয়াতে ওর সম্মান বেড়ে গেছে।

১নং পথিক। ও না কি ময়ূরের পালক পুচ্ছে গুঁজেছিল?

২নং পথিক। সেই জন্যই তো ওর সম্মান—ময়ূরের কাছেও, কাকের কাছেও।

১নং পথিক। তবে যে শুনেছি "ময়ূরপুচ্ছে কাক" কাকদের কাছেও আদর পেল না, ময়ূরদের কাছেও আদর পেল না।

২নং পথিক। সেটা হয়েছে সেকালে।

সাপ্তাহিক সমাচার

সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিস। সম্পাদক ইন্দুবাবু নিজের সুসজ্জিত কক্ষে ব'সে আছেন। টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো। কতকগুলি খাম থেকে চিঠি বা'র করতে করতে…

ইন্দু। তিন মাস হ'ল সাপ্তাহিক কাগজ চালাচ্ছি, কিন্তু গ্রাহক কোথায়? দুশো ক'রে ছাপা হ'চ্ছে অথচ নগদ বিক্রি দশখানার বেশি নয়। কি করলে গ্রাহক বাড়ে তাও তো ঠিক বুঝতে পারছি না। ক্রস্-ওয়ার্ড আরম্ভ করব? কিন্তু সেও তো পুরনো হয়ে গেছে। একমাত্র ভরসা প্রশ্নোত্তর বিভাগটার উপর। কিন্তু তাতেও খুব সুবিধে হচ্ছে না। চিঠির পর চিঠি আসছে, কাগজে এত চিঠি ছাপার জায়গা কোথায়? কিন্তু যাক, আর ভাবব না এখন—তবু তো এই চিঠির জন্য একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে!…কিন্তু আর সময় নেই। এখনও তিনখানা চিঠির উত্তর লিখতে হবে—কম্পোজিটর ব'সে আছে। চিঠি তিনখানা এখনি প'ড়ে যা হয় একটা কিছু লিখে দিই। (একখানা খাম হাতে নিয়ে)…এই চিঠিখানা নিশ্চয় কোনো মেয়ের লেখা। (ছিঁড়ে)…হুঁ, যা ভেবেছি তাই। কি লিখেছে?

"……সম্পাদক মহাশয়, আমার রাত্রে ঘুম হয় না, অথচ দিনের বেলা ঘুমে অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে থাকি। এর কোনো প্রতিকার আপনার জানা আছে?…… শ্রীমতী প্রমদা দেবী।"

…কি সাংঘাতিক প্রশ্ন! নাঃ কোনো ডাক্তারকে এই বিভাগে নিযুক্ত

করতে হবে—সবাই ওষুধের কথা জানতে চায়। কিন্তু আপাতত কি উত্তর দেওয়া যায়? ···হুঁ ঠিক হয়েছে।

প্যাডে লিখতে আরম্ভ করল

"আপনার রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে বেশি ঘুম হয় লিখিয়াছেন কিন্তু সামান্য এই কথার উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলা শক্ত। পত্র পড়িয়া মনে হয় খুব অল্পদিন আপনার বিবাহ হইয়াছে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এ ব্যাধি সারানো দেবতার অসাধ্য। কিছুকাল পিত্রালয়ে থাকিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন, হয় তো তাহা হইলে দিনে জাগিতে এবং রাত্রে ঘুমাইতে পারিবেন। আর যদি বিবাহ না হইয়া থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে বিবাহ করুন।"

·· আচ্ছা এইবার আর একখানা চিঠি পড়া যাক।

"সম্পাদক মহাশয়, অল্পদিন হইল আমার মাথায় টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। চুল এত তাড়াতাড়ি ঝরিয়া যাইতেছে যে বোধ হয় মাসখানেকের মধ্যেই মাথার চাঁদিতে মুখ দেখা যাইবে। আপনারা তো অনেক কিছু জানেন, টাকের প্রতিকার কিছু জানা আছে? শ্রীগৌরহরি চক্রবর্ত্তী"

—এ তো আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি! টাকের ওষুধও আমাকে বলতে হবে? নাঃ, প্রশ্নোত্তর বিভাগটা একটা হাসপাতালে পরিণত হ'ল দেখছি। কিন্তু কি উত্তর লেখা যায়? একটা কিছু লিখতেই হবে। আসলে যা লেখা উচিত সে হচ্ছে, মশাই আপনার টাক সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই! আপনার মাথার চুল না থাকা দূরের কথা আপনার ঘাড়ের উপর মাথাটিও না থাকলে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করবার উপায় নেই। লিখে দিই, "মশাই টাক সারে না। কারণ আমার বিশ্বাস ভগবানও স্বয়ং টাকগ্রস্ত।" বাস্, এর বেশি আর লেখা যায় না। (অপর একখানি খাম হাতে নিয়ে) এ চিঠিখানা তো দেখছি মেয়েলি হাতের লেখা।

"সম্পাদক মহাশয়, আমি একটি সমস্যায় পড়িয়া আপনার দ্বারস্থ হইতেছি। এটি

আমার জীবন-মরণ সমস্যা। আমার মা আমাকে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু যাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিতে চান তাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে চাই না। অথচ এই কথাটি আমি মায়ের নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মায়ের মনে তাহাতে আঘাত লাগিবে। কিন্তু বিবাহ করিলে আমার জীবন দুঃখের হইবে। এই পাত্রকে আমি চিনি, তিনি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় যথাকর্তব্য উপদেশ দিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ইতি শ্রীমতী পরিতৃপ্তি দেবী।"
"পুনশ্চ—আমার নামটি দয়া করিয়া ছাপাইবেন না।"

…তা তো ছাপব না, কিন্তু আপনার সমস্যাটি যে আমার সকল সমস্যা ছাপিয়ে উঠছে।

কড়া নাড়ার শব্দ

—কে ?

বঙ্কিম। ভিতরে আসতে পারি ?

দরজা খুলে বঙ্কিম ভিতরে এসে দাঁড়াল

ই। কি চাই আপনার ?

টেবিলের কাছে এগিয়ে চেয়ারে বসল

ব। আমি আপনার কাগজের গ্রাহক হ'তে চাই।

ই। ভাল কথা। তা হ'লে তিন টাকা জমা দিন—আর ঐ সঙ্গে আপনার নাম ঠিকানা বলুন। আমাদের কাগজ আপনার ভাল লেগেছে নিশ্চয় ?

ব। কাগজ আমি এখনো পড়িনি। তবে মনে হচ্ছে পড়ব।

ই। তা হ'লে লোকের মুখে প্রশংসা শুনেছেন বোধ হয় ?

ব। অনেকটা তাই। শুনেছি আপনার কাগজে একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ আছে—সেইটে সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে।

ই। পাঠকের কৌতূহল বাড়াবার জন্যই ঐ বিভাগটা খোলা হয়েছে। যদি সফল হই কৃতার্থ বোধ করব।

ব। মশাই, আমার নিজের কতকগুলো প্রশ্ন আছে। সেইগুলো আপনার কাগজে আলোচনা করাতে চাই। তার মানে কি জানেন? একটা সমস্যায় পড়েছি, নিজের বুদ্ধিতে সমাধান হচ্ছে না। আচ্ছা…কিন্তু আপনিই তো সব প্রশ্নের উত্তর লিখে থাকেন?

ই। আপাতত আমিই লিখছি। কিন্তু মনে করেছি ডাক্তার, উকিল, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে ডেকে একটা বোর্ড করব, তাঁরাই এ বিভাগের ভার নেবেন।

ব। তা বেশ ভালই হবে। আমার সমস্যাটি কিন্তু—

ই। মাথার টাক সম্বন্ধে নয় নিশ্চয়ই?

ব। আজ্ঞে না। সমস্যাটা মাথার বাইরের নয়—ভিতরের।

ই। বলেন কি! ডাক্তারি পরামর্শ চাই নাকি? কিন্তু ডাক্তার তো মাথার ভিতরে বাইরে ছ'দিকেই দরকার!

ব। না, ধন্যবাদ। ডাক্তার কিংবা উকিলের পরামর্শ চাই না। আপনি নিজেই হয়তো কিছু সুবুদ্ধি দিতে পারবেন। এই দেখুন আমার প্রশ্ন—কাগজে দেবার জন্য লিখেই এনেছি। আচ্ছা পড়েই শোনাচ্ছি:

"সম্পাদক মহাশয়, আমি একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। মেয়ের মাতাও তাঁর কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু মেয়েটির মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি ইচ্ছুক না হয় এবং যদি এ অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করি তাহা হইলে ক্রমে সে আমাকে পছন্দ করিবে এমন সম্ভাবনা আছে কি না? প্রশ্নের উত্তর দিবার সুবিধা হইবে বিবেচনায় আরও জানাইতেছি যে উক্ত মেয়েটি অন্য কাহারও প্রতি আকৃষ্ট নয়। বড় ভাল মেয়ে। ইতি—শ্রীবঙ্কিমবিহারী সরকার।"

ই। চমৎকার চিঠি। এ রকম প্রশ্ন আর তার উত্তর ছাপলে আর পাঁচজনেরও উপকার হবে। তা হ'লে আপনার চাঁদাটা—

ব। এই নিন।

ই। ধন্যবাদ। (টাকা বাজাল)···আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে মেয়েটির নাম জানতে পারি কি ?

ব। মেয়েটির নাম ? কেন, নাম জেনে কি হবে ?

ই। ওতে সমস্যা সমাধানের সুবিধা হ'তে পারে। ধরুন, সেও যদি এই প্রশ্নোত্তর বিভাগে কোনো চিঠি পাঠিয়ে থাকে, তা হ'লে তার মনের কথাটি যে আপনারই সম্বন্ধে সেটা বুঝতে পারব, আর তা হ'লে দুজনেরই সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে।

ব। বুঝতে পেরেছি। আপনি ঠিকই বলেছেন। তা হ'লে বলি—তার নাম হচ্ছে পরিতৃপ্তি দেবী।···কিন্তু সে কি আগেই কোনো চিঠি লিখেছে এখানে ?

ই। দেখুন, প্রত্যেক ব্যবসাতেই একটা গোপনীয়তা আছে--যাকে সাহেব পাড়ায় বলে 'বিজ্‌নেস্ সিক্রেট'। সেইটেই হচ্ছে ব্যবসার প্রাণ। কাজেই সব কথা আপনাকে বলি কি ক'রে ?

ব। সে তো ঠিকই। কিন্তু আমি আমার মনের কথা সবই আপনাকে খুলে বলেছি, এখন একটা ব্যবসায়িক প্যাঁচে ফেলে আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না।

ই। চিঠি একখানা পেয়েছি বটে।

ব। অ্যাঁ! পেয়েছেন ? কি লিখেছে ? কোনো আশা নেই বুঝি ?

ই। আশা নেই তা বলা যায় না। আশার উপরে সমস্ত জগৎ-সংসারটাই দাঁড়িয়ে আছে।

ব। বলছেন বটে, কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি যে আরও নিরাশ হচ্ছি !

কড়া নাড়ার শব্দ

পরিতৃপ্তি। আসতে পারি কি? ও মা গো—!

একটি নারীমূর্তি উঁকি মেরে অদৃশ্য হ'ল

ই। ও কি পালিয়ে গেলেন কেন? কি সর্বনাশ! এক মহিলা এসে হঠাৎ পালিয়ে গেলেন!—আপনি একটু বসুন, আমি দেখে আসি ব্যাপারটা।……(একটু পরে ফিরে এসে)……মশাই, আপনার সামনে মহিলা আসতে পারছেন না। যদি কিছু মনে না করেন—

ব। না না, মনে করবার কি আছে? আমি এখনি উঠছি। মেয়েরা কি যে বিপদ ঘটায় পদে পদে! অসূর্যম্পশ্যারা পথে বেরিয়ে আরও হয়েছে বিপদ। পথেও চলবে অথচ আবরণটাও থাকা চাই!—কিন্তু যাক, আমি এখনি আবার ঘুরে আসছি।

ই। কেন আসবেন না? নিশ্চয় আসবেন। আমি সর্বদা এখানে আছি।…এই যে, এই দরজা দিয়ে যান। (বঙ্কিম অদৃশ্য হ'ল)

অপর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে

—এইবার আপনি ভিতরে আসতে পারেন।

পরিতৃপ্তি দেবীর প্রবেশ

পরিতৃপ্তি। নমস্কার। আপনিই কি সম্পাদক?

ই। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ঘোমটা খুলতে পারেন, এখানে আর কেউ নেই।

প। ধন্যবাদ। দেখুন, আমার নাম পরিতৃপ্তি দেবী। কাল সন্ধ্যায় একখানা চিঠি পাঠিয়েছি আপনার নামে। একটা সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু আমি সেই চিঠিখানা ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

ই। কেন, সমস্যা সমাধান হ'য়ে গেছে বুঝি?

প। না।

ই। তবে তো চিঠি ফিরিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। আমাকে

সমাধানের সুযোগ দিয়ে সমস্যাটাই ফিরিয়ে নেওয়া কি উচিত? তা ছাড়া ধরুন, আপনার চিঠিখানা ছাপা হ'লে কত লোকের উপকার হবে। এ রকম সমস্যা তো সবারই হতে পারে।

প। কিন্তু আমার বড় লজ্জা করছে। মনে হচ্ছে যেন নিজের হাঁড়ি নিজে ভাঙছি হাটের মাঝখানে।

ই। আধুনিক যুগে তা ছাড়া উপায় কি? এতকাল মেয়েরা নিজের হাঁড়ি নিজে ভেঙেছে···অবশ্য···রান্নাঘরে। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে তাতে হাঁড়ি এখন হাটের মাঝখানেই ভাঙতে হবে।

প। কি বিশ্রী বলুন তো! তা ছাড়া ঐ যে যিনি এখানে বসেছিলেন।···উনি কি শুনেছেন যে আমি চিঠি পাঠিয়েছি?

ই। অসম্ভব। ছাপার আগে এখানে কেউ কিছু জানতে পারে না। যিনি এসেছিলেন তিনিও এক সমস্যায় প'ড়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন।

প। তাই নাকি? তাঁর সমস্যাটা কি?

ই। প্রায় আপনারই মতো। তিনি জানতে চান, তিনি এমন একজনকে বিয়ে করতে পারেন কি না যিনি তাঁকে বিয়ে করতে রাজি নন এবং এ অবস্থায় বিয়ে করলে স্ত্রী তাঁকে আস্তে আস্তে ভালবাসতে শিখবে কি না।

প। পুরুষের দেখছি দাম্ভিকতার সীমা নেই। কিন্তু যাক, ভাবী-স্ত্রী সম্বন্ধে আর কিছু তিনি বলেছেন?

ই। সে সব কথা বললে, আমি এক্ষুনি যা বললাম সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ এখানে কোনো কথা প্রকাশ হবার উপায় নেই, এই কথাটি ব'লে এখনি কি সব প্রকাশ করা কি উচিত?

প। ঐ ভদ্রলোকই আমাকে বিয়ে করতে চান। সেই জন্য একটু কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু ওঁর কথা আর জানতে চাই না—জেনে আমার

কিছু লাভও হবে না। এখন বলুন, আমার চিঠিখানা ফেরৎ নেব কি না? আর যদি মনে করেন ওটা ছাপলে পৃথিবীর উপকার হবে তা হ'লে থাক। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার সম্পাদকীয় মতটা কাগজের জন্য থাক— আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সঙ্গে এ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

ই। আমার মতে ওকে বিয়ে না করাই উচিত। এ বিষয়ে আপনার যে ধারণা হয়েছে আপনি সুখী হবেন না, সেইটেই ঠিক।

প। কিন্তু মা সুখী হবেন, উনি সুখী হবেন।

ই। তৃতীয় ব্যক্তির কথা ছাড়ুন। আপনাদের দু'জনের সম্পর্কে দু'জন সমান সুখী না হ'লে বিবাহ ব্যর্থ হয়।

প। আত্মত্যাগ ব লে একটা জিনিষ আছে তো?

ই। তার আর এক অর্থ হচ্ছে আত্মহত্যা। ওটাকে শাস্ত্রে পাপ ব'লে উল্লেখ করেছে।

কড়া নাড়ার শব্দ

ব। সম্পাদক মশাই, ভিতরে আসতে পারি?

ই। (বিচলিতভাবে) সর্বনাশ, বঙ্কিমবাবু আবার এসেছেন।

প। ত হ'লে আমি উঠি—আমি থাকতে ওঁকে ডাকবেন না।

ব। আসতে পারি কি?

ই। একটু দাঁড়ান।...দেখুন পরিতৃপ্তি দেবী, আপান বাড়ির ভিতরে গিয়ে বসবেন?

প। আপত্তি নেই। ভিতরে মেয়েরা আছেন তো?

ই। কোনো চিন্তা নেই, ভিতরটা একেবারে ফাঁকা।

প। মেয়েরা কেউ নেই, তা হ'লে যাওয়া কি ঠিক হবে?

ই। ঠিক সেই কারণেই যাওয়া ঠিক হবে।...আপনি যান...আমি এই দরজাটা একেবারে বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।

প। অগত্যা তাই করি।...

পিছনের একটা দরজা দিয়ে পরিতৃপ্তি দেবীর প্রস্থান

ই। বঙ্কিমবাবু...এবার আসতে পারেন।

বঙ্কিমবাবু প্রবেশ করলেন

ব। ধন্যবাদ। আমার কথাটা আবার আলোচনা করতে এলাম, তখন শেষ হয়নি। আশা করি কথাটা পুনরায় আরম্ভ করলে আপনার অসুবিধে হবে না।

ই। কিছুমাত্র না। তবে কি জানেন......আমরা অসহায় মানুষ, সব কিছু আরম্ভ করতেই পারি...শেষ করতে পারি না।

ব। তা জানি, কিন্তু তবু আরম্ভ করব।

ই। করুন।

ব। হ্যাঁ, তখন বলছিলেন আশা ছাড়া উচিত নয়। তাই না?

ই। আমি নিজে বানিয়ে কিছু বলিনি, এটা লোকাচার। রোগী মরছে নিশ্চিত জেনেও ডাক্তার বলে কোনো ভয় নেই।

ব। আপনি লোকাচারের কথা ছাড়ুন। বিশ্রী সব কথা বলছেন লোকাচারের নামে।

ই। তা হ'লে শাস্ত্রের কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"কর্মে তব অধিকার ফলে নহে কভু।"

ব। গীতার কর্মের কথা বলছেন? কিন্তু সে কর্ম আর এ কর্ম কি এক?

ই। কেন, আপনি কি ভাবছেন আপনার এটা কুকর্ম?

ব। না, কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাই। কিন্তু সে কথা যাক, এখন তো সবটাই আপনার হাতে। মশাই, আপনি যদি দয়া ক'রে লেখেন

যে পরিতৃপ্তির পক্ষে বিয়ে করাই উচিত, তা হ'লে আমার পথটা পরিষ্কার হ'য়ে যায়। দয়া ক'রে করুন না এই কাজটা!

ই। সে দেখা যাবে। কিন্তু দেখুন, সম্পাদকের নিজস্ব একটা মতও তো থাকা উচিত। আপনার মত সম্পাদকীয় মত ব'লে চালানো কি ঠিক হবে?

ব। না তা বলছি না। আপনি আমাকে নিরাশ হ'তে নিষেধ করাতে মনে হয়েছিল আমাদের মধ্যে মতভেদ নেই। সে কথা কি মিথ্যা?

ই। মিথ্যা হবে কেন? আপনি কিছু ভাববেন না। দেখাই যাক না কি হয়। ঘটনাস্রোত যখন বইতে আরম্ভ করে তখন সে নদীর স্রোতের মতোই নিজের পথ নিজে কেটে চলে, কোনো সম্পাদকের মতের অপেক্ষায় ব'সে থাকে না।···আমরা তো দর্শক মাত্র। যা ঘটবার তা ঘটবেই, আমরা কেউ তা রোধ করতে পারি না।···(ঘড়িতে চারটে বাজল)। কি আশ্চর্য! চারটে বেজে গেল! এখনি এখানে আমাদের একটা সভা বসবে যে! কথায় কথায় ভুলেই গিয়েছি—যদি কিছু মনে না করেন—

ব। না না, মনে করবার কি আছে! আমি উঠছি—সভা শেষেই না হয় আবার আসব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বোধ করি শেষ হ'য়ে যাবে?

ই। হ্যাঁ তা হয়ে যাবে।

ব। সভায় লোকজন তো কেউ আসেননি এখনো!

ই। এসেছেন বৈ কি! অভ্যাগতরা ভিতরে আছেন। এটা আমাদের প্রাইভেট সভা কিনা!

ব। আচ্ছা, তা হ'লে আপাতত আসি!

ই। আসুন। প্রস্থান

পরিতৃপ্তি। (দরজা খুলে) বঙ্কিমবাবু চলে গেলেন বুঝি?

ই। হ্যাঁ, আপদ বিদেয় হয়েছে, আপনি আসতে পারেন এখন।

প। ওঃ! একা একা এতক্ষণ কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম। ঘরটি যেন কাগজের পাহাড়! ছাদসমান উঁচু কাগজের গাদা!

ই। ও কিছু না, সপ্তাহে যত কবিতা আসে ঐখানে রাখি—তারপর ওজনদরে বিক্রি করি।

প। সাত দিনে এত কবিতা আসে?

ই। ও তো সামান্য। কাগজ যখন নতুন বা'র করলাম মাস তিনেক আগে, তখন ওর তিনগুণ আসত!…কিন্তু এ ব্যাগটি কার?—এ ঠিক বঙ্কিমবাবু ফেলে গেছেন। ভদ্রলোক তো ভয়ানক অন্যমনস্ক দেখছি!

প। অন্যলোকের ব্যাগ নিয়ে আলোচনা করবার সময় নেই এখন। আমার কথাই বলি। আমার প্রশ্নের উত্তর আপনার কাগজে যা দেবার তা তো দেবেন, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত মতটাই আমার কাজে লাগবে বেশি।

ই। আমার ব্যক্তিগত মত তো আপনাকে আগেই বলেছি। আপনি বিয়ে না করলে বঙ্কিমবাবু আর আপনার মা—এ দু'জনের আশাভঙ্গ হবে। কিন্তু আকস্মিক আশাভঙ্গ থেকে যে দুঃখ সেটা সাময়িক। ওটা দু'দিনেই চলে যায়। কিন্তু হৃদয় মন এবং প্রাণের সঙ্গে যার স্থায়ী সম্বন্ধ হবে তাকে ভাল না বেসে জীবনসঙ্গী করায় যে দুঃখ সেটা স্থায়ী দুঃখ।

প। আপনার কথাগুলো এমন চমৎকার!

ই। আপনার কথাগুলোও ভারি সুন্দর।

প। তাই না কি? (হাসতে লাগল)

ই। সত্যিই তাই। (হাসতে লাগল)

দুইজনে অকারণ কিছুক্ষণ হাসল

প। জীবনের প্রথম চলার মুখে হৃদয়কে এমন ক'রে পিষে দিলে জীবনটা ব্যর্থই হ'য়ে যাবে···আপনি ঠিকই বলেছেন।

ই। হৃদয়টা হচ্ছে কুঁড়ির মতো।

প। ধীরে ধীরে তার জাগরণ।

ই। সেজন্য চাই বাইরের আলো-বাতাস।

প। আর চাই মাটির রস। কিন্তু ইন্দুবাবু, আপনি কি সুন্দর বলতে পারেন!

ই। পরিতৃপ্তি দেবী, আপনার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

দু'জনে কিছুক্ষণ উচ্চহাস্য করল

প। তারপর সেই কুঁড়ি চোখ মেলে বাইরের পৃথিবীর দিকে—

ই। চায়, স্নেহ ভালবাসা, চায় সহানুভূতি—

প। চায় এমন একজনকে যে তাকে সম্পূর্ণ ক'রে বুঝবে। হবে তার সুখে সুখী, তার দুঃখে দুঃখী।

ই। তার যদি কোনো দোষত্রুটি থাকে তবে সেইটেকেই সে বড় ক'রে দেখবে না। সেটাকে সে দেখবে ক্ষমার চোখে।—পরিতৃপ্তি দেবী, এইসঙ্গে আমি নিজের মনটাও বিশ্লেষণ করছি।

প। বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা আপনার!

ই। আপনার আরও বেশি।···(দু'জনের উচ্চহাস্য) দেখুন, আমার যে স্ত্রী হবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করব, সম্মান করব—

প। আমার যে স্বামী হবে তাকে আমি সর্বস্ব সমর্পণ করব।

ই। কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা পেয়েও কেউ কাউকে সম্পূর্ণ ক'রে পাই না। আমাদের পাওয়ার ঊর্ধ্বেও আমাদের ব্যক্তিত্ব জেগে থাকে, সেইখানে আমরা যেন কেউ কাউকে অধিকার করার চেষ্টা না করি।

প। ইন্দুবাবু, অদ্ভুত বলছেন আপনি। আমার সঙ্গে আপনার মত একেবারে মিলে যাচ্ছে। কারণ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যেখানেই দেখেছি মনান্তর—তারই মূলে আছে সম্পূর্ণ অধিকারের চেষ্টা। মনের একটা দিক যদি স্বাধীন না থাকে তা হ'লে মনের ধর্মই হয় নষ্ট।

ই। কি সুন্দর বলছেন আপনি! ঐটেই তো চিরকালের সত্য। আমি আমার স্ত্রীকে বলতে চাই তোমাকে আমি পেয়েছি পেয়ে ধন্য হয়েছি।

প। আমিও স্বামীকে তাই বলতে চাই। আমার মন দিয়ে তোমার সব কিছুর বিচার আমি করব না। আমার ভালবাসা দিয়ে তোমার যেটুকু পাই, তার বেশি আমি দাবী করব না।

কড়া নাড়ার শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের পুনঃপ্রবেশ

ব। ক্ষমা করবেন, আমার ব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলাম, সেইটে নিতে এসেছি। এ কি! পরিতৃপ্তি, তুমি এখানে!

প। (সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে ইন্দুবাবুর প্রতি) কারণ আমি জানি, দাবী যার উগ্র, সেই জীবনে কিছু পায় না। অধিকার করে, কিন্তু অধিকারী হয় না।

ই। (বঙ্কিমকে অগ্রাহ্য ক'রে পরিতৃপ্তির প্রতি) আমিও তাই বলতে চাই। তোমাকে আমি জোর ক'রে অধিকার করব না। আমাদের জীবন হবে—

ব আপনার জীবন কি হবে সেটা আমি পরে শুনব—আপনি এখন থামুন। আর পরিতৃপ্তি, তুমি বোধ হয় এসেছ সম্পাদকীয় মত জানতে, কিন্তু যা শুনছি তা তো সম্পাদকীয় মত নয়—ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস। এ সব কি হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

ই। পরিতৃপ্তি দেবী, আপনার কথায় আমি ধন্য হয়েছি—আমি ধন্য—আমি আজ মহৎ—



ব। আপনি ছোটলোক।

প। ইন্দুবাবু, আপনি থামবেন না. আপনি চালিয়ে যান।

ই। থামব কেন? আমাদের জীবন হবে অনন্ত সুন্দর আমাদের মনে জাগবে চিরবসন্ত।

ব। মনে নয় সমস্ত মুখেচোখে জাগুক, হাতেপায়ে জাগুক, ভণ্ড, প্রতারক!

প। আমার মনের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল—

ই। আমার অনেক আগেই গিয়েছে। কি বিচিত্র জগৎ! লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি—

ব। শুনছেন, আমি যে আরও পাঁচজন গ্রাহক জুটিয়েছি আপনার জন্য—তাদের চাঁদা নিয়ে এসেছি—

ই। চাঁদা নয়, চাঁদ। চাঁদ উঠেছে আমার আকাশে—জ্যোৎস্নার প্লাবন ব'য়ে গেল—

প। পায়ে পায়ে জাগছে গান, ফুটছে ফুল, আকাশে বাতাসে জাগল মিলন-সঙ্গীত। মন উঠল ভ'রে—

ই। নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারছি না। আমি দাম্পত্য জীবনের যে কল্পজগতে প্রবেশ করেছি তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ একেবারে দেখতে পাচ্ছি না। পরিতৃপ্তি দেবী, এ আমার কি হ'ল বলুন তো!

ব। আপনার মাথা খারাপ হয়েছে…শুনছেন…আপনার—

প। (ইন্দুর প্রতি) আপনার কি হ'ল বলতে পারি না, কিন্তু আমি যে একেবারে ডুবলাম। এমন একটা মধুর জগতে ঢুকে গিয়েছি—

ব। আমাকে ছেড়ে কোথায় ঢুকলে পরিতৃপ্তি?

প। পায়ের নীচের যেন মাটি নেই…যেন চলেছি শূন্যে ভেসে…

কথার পাকে পাকে আচ্ছন্ন চেতনার ঢাকা যাচ্ছে খুলে—আমি যেন সত্যকে দেখতে পাচ্ছি···চোখের সম্মুখে!

ই। আমিও পাচ্ছি। আমিও ভাসছি যেন তোমারই সঙ্গে—অনন্ত শূন্যে। চলেছি আমরা গ্রহ-উপগ্রহের পথে।

প। আর নক্ষত্রের পথে।

ই। আমাদের রাত্রি আর দিন সব এক হ'য়ে গেছে। কি হ'ল আমার?

ব। মৃত্যুদশা ঘটেছে আপনার · চলেছেন শ্মশানে।

প। পৃথিবী এখান থেকে কত ছোট দেখাচ্ছে

ই। চললাম, মাটির স্পর্শ ছেড়ে চললাম···কেউ এই চলা রোধ করতে পারবে না।

প। আমিও চললাম আপনার সঙ্গে।

ব। কিন্তু আমি যাব কোথায়? তা হ'লে আমার কি আশা নেই? দোহাই আপনার, এই কথাটা বলে যান, নইলে আপনার চাদর ছাড়ব না আমার আশা আছে কি নেই—একটি কথা বলে যান।

ই। আশা নেই। কারণ আশা মিথ্যা! আশা ছলনা। আশা মরীচিকা। ওর পিছনে ছুটবেন না। এই পৃথিবীতে একমাত্র সত্য দু'খান. পা। তার সদ্ব্যবহার করুন। পৃথিবী বিস্তীর্ণ কোনো অসুবিধে হবে না।

প। কিন্তু ইন্দুবাবু, আমি আর আনন্দের ভার সইতে পারছি না—উঃ আমার বড় কষ্ট হচ্ছে!

ই। সে কি! চলেছি আকাশ পথে, এখন ওসব কষ্টের কথা ব'লো না।

পরিতৃপ্তি বুকে হাত চেপে মাটিতে ব'সে পড়ল, তা দেখে ইন্দু ছুটে এসে তাকে ধ'রে তুলল।

কি হ'ল কি হ'ল পরিতৃপ্তি দেবী?

প। (কাতরভাবে) মনে হচ্ছে একটা বড় রকম আত্মত্যাগ করি, নইলে আনন্দের বোঝা আর বইতে পারছি না।

ব। (এক লাফে পরিতৃপ্তির কাছে এসে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মত্যাগ কর পরিতৃপ্তি—ইন্দুবাবুর পাল্লায় প'ড়ে তুমি কিছুই করতে পারছ না—কিছুই করতে পারছ না।—বড় রকম আত্মত্যাগ কর এবং মত বদলাবার আগে কর।

প। (অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) মনে হচ্ছে মায়ের কথাই শুনি।

ব। নিশ্চয়, নিশ্চয় শুনবে। (হেসে) মায়ের মতো গুরুজন আর কেউ নেই। পরিতৃপ্তি, কেউ নেই।

প। তাই হবে।

ব। তাই হবে? (গদগদ ভাবে) অ্যাঁ! তাই হবে? ঠিক বলছ?

প। হ্যাঁ মায়ের কথাই শুনব। বঙ্কিমবাবু, আপনিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

ব। আমার এত আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ইন্দুবাবুকে খুন করি। পরিতৃপ্তি, অনুমতি দাও, ইন্দুবাবুকে খুন করি।

প। না না খুনোখুনি নয়। আমি স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলাম, ইন্দুবাবুই আমার মনের গ্লানি দূর ক'রে দিয়েছেন।

ব। তবে চল চল, সম্পাদকের ত্রিসীমানায় আর থাকব না···চল।

ই। তা হ'লে আকাশ-পথ বন্ধ হ'ল? এ পথে চলার তা হ'লে আর আশা নেই? পরিতৃপ্তি, আশা নেই?

ব। না। কারণ আশা মিথ্যা। আশা ছলনা। ওর পিছনে ছুটবেন না। পৃথিবীতে একমাত্র সত্য দু'খানা পা। তার সদ্ব্যবহার করুন। পৃথিবী বিস্তীর্ণ, কোনো অসুবিধে হবে না।

বঙ্কিম ও পরিতৃপ্তির উচ্চ হাস্য

ই। (নিজের মনে) আশা মিথ্যা, আশা ছলনা ?

ব। হয় তো সম্পূর্ণ নয়, এই মাত্র তুমি আমার তিনটে টাকা চাঁদা-বাবদ হাত করেছ, ঐ নিয়ে ব'সে থাক, এবং আশা করতে থাক, আরও টাকা হাতে আসবে। বুঝলে ?

ই। বুঝেছি।

ইন্দু নির্বোধের মতো বঙ্কিম আর পরিতৃপ্তির দিকে চেয়ে রইল—বঙ্কিম এবং পরিতৃপ্তি উচ্চহাস্যে ঘর মুখরিত ক'রে চ'লে গেল। ইন্দু ধীরে ধীরে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়ল।

গোলমাল নিবারণী সমিতি

অন্তরালে, দূরে দুটি গ্রামোফোন ক্রমাগত বেজে চলেছে। ঐসঙ্গে হাতুড়ি পেটার এবং অন্যান্য নানারকম শব্দও শোনা যাচ্ছে।

মিঃ রায়। এই যে আপনারা এসেছেন—আসুন। বসুন মিস্ চক্রবর্তী, বসুন খগেনবাবু। আমাদের সভা আরম্ভ হ'তে খানিকটা দেরি আছে—চিঠি সব ঠিকমতো পাঠানো হয়েছে খগেন বাবু?

খগেন। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মিষ্টার রায়, আমাদের গোলমাল নিবারণী সমিতির কাজ যে রকম বেড়ে যাচ্ছে তাতে অফিসটা আর এখানে বেশি দিন না রাখাই ভাল ব'লে আমার মনে হয়।

মিঃ রায়। হ্যাঁ, সে কথা ঠিকই বলেছেন। চারদিকের এই গোলমাল, এখানে নিশ্চিন্ত মনে কিছু আলোচনা করাই শক্ত। কি বলেন মিস্ চক্রবর্তী?

মিস্ চক্রবর্তী। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। শুনলাম পাড়ার লোক ইতিমধ্যেই আপত্তি করতে আরম্ভ করেছে। এই তো খগেনবাবু বলছিলেন।

খগেন। হ্যাঁ আমরা সেই কথাই পথে আলোচনা করছিলাম। মজাটা মন্দ নয়, অর্থাৎ যারা গোলমাল করছে আপত্তিও করছে তারা।

মিঃ রায়। আর এই আপত্তি করা নিয়ে নতুন এক বিপত্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

মিস্ চক্র। মানে গোলমাল সৃষ্টি হচ্ছে।

মিঃ রায়। তা ছাড়া এখানে অফিস রাখায় আরও গোলমাল আছে; আমি সভাপতি, আমাকে হিসেব রাখতে হয়। আমার নিজের হিসেবের সঙ্গে সমিতির হিসেব প্রায়ই এক হ'য়ে য'চ্ছে। এই নিয়ে ভবিষ্যতে আর এক গোলমাল বেধে ওঠবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া এমন একটা কিছু ঘটেছে যাতে আলাদা অফিস করা সত্যিই দরকার হ'য়ে পড়েছে।

মিস্ চক্র। কি ঘটেছে মিষ্টার রায়?

মিঃ রায়। চুপে চুপে বলতে হবে। অফিসের টাকা অর্থাৎ সমিতির টাকা আমার নিজের টাকা মনে ক'রে আমার স্ত্রী তার সবটা হাত করেছে; কিছুতেই বিশ্বাস করছে না যে ওটা আমার টাকা নয়। মনে করুন আমার নিজের স্ত্রী যদি –

মিসেস্ রায়। (হঠাৎ ঘরে ঢুকে বলি আমার নামে কি বলা হচ্ছে?

মিঃ রায়। কি সর্বনাশ! দেখ, এখনি আমাদের সভা আরম্ভ হবে —বাইরের বহু লোক আসবে—য'ও ভিতরে যাও।

মিসেস্ রায়। কেন, সভাটা কি আমার বিরুদ্ধে যে আমি যাব?

মিঃ বায়। সভা তোমার বিরুদ্ধে নয়, - গোলমালের বিরুদ্ধে। সংসার থেকে গোলমাল দূর করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

মিসেস্ রায়। ও! ঘুরিয়ে আমাকেই বলা হচ্ছে গোলমাল! বেশ যা খুশী বল, আমি যাব না।

মিস্ চক্র। ন না আপনাকে যেতে হবে কেন? আপনি থাকুন। আমাদের সমিতিতে নারীদেরও স্থান আছে।

মিসেস্ রায়। স্থান থাকলেও যাব না, না থাকলেও যাব না। তোমরা করবে গোলমাল নিবারণ? পুরুষ কখনো পারে গোলমাল থামাতে? যত গোলমালের মূলে হচ্ছে পুরুষ।

খগেন। আমি একটি কথা বলি মিসেস্ রায়। আপনি ভুল করছেন।

পৃথিবীর ইতিহাস প'ড়ে দেখুন, বড় বড় সব গোলমালের মূলে হচ্ছে স্ত্রীলোক।

মিসেস্ রায়। না। স্ত্রীলোক নিয়ে গোলমাল বাধিয়েছে পুরুষ।

মিস্ চক্র। খগেন বাবু সত্যিই ভুল করছেন। মূলে যাই থাক— আমরা যে-গোলমাল নিবারণ করতে যাচ্ছি সেটা ঐতিহাসিক গোলমাল নয়, সেটা হচ্ছে ঘরোয়া গোলমাল। এই যেমন, চীৎকার বা কল-কারখানার শব্দ, বা গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, পথে ঘাটে ঘরে বাইরে সব জায়গায় চলেছে এই গোলমাল। শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।—শুধু কান নয়, প্রাণও। সেই গোলমাল যদি আমরা দূর করতে পারি, তা হ'লেই আমাদের উদ্দেশ্য হবে সফল।

মিঃ রায়। আপনারা তিনজনেই ভুল করছেন। তবে অবশ্য… আপনারা সত্যি কথাও বলেছেন। আমরা শব্দ এবং শব্দজনিত গোলমালের বিরুদ্ধেই আপাতত লাগছি, এবং সেইটেই হবে আজকের আলোচনার বিষয়। কেবল একটা দল আমাদের বিরুদ্ধে আছে।

খগেন। হরিশবাবুর দল? সে আজ দেখে নেওয়া যাবে।

মিঃ রায়। আচ্ছা খগেন বাবু, আপনি তো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, আপনাদের চিকিৎসার যেটা মূলমন্ত্র অর্থাৎ 'বিষে বিষক্ষয়'—সেইটে এই গোলমাল ব্যাধির চিকিৎসায় লাগালে কেমন হয়? বলুন না মিস্ চক্রবর্তী।

মিস্ চক্র। আপনি চান গোলমাল দিয়ে গোলমাল থামানো! খগেন বাবু এর উত্তর দিন।

খগেন। হ্যাঁ, হোমিওপ্যাথির মত যদি ব্যাধির বেলায় সত্য হয়, তা হ'লে গোলমালের বেলাতেও হবে। একটা শব্দ আরম্ভ হ'লে আর একটা

শব্দ সৃষ্টি করতে হবে। তবে এ নিয়ে গবেষণা করা দরকার। বিশেষ শব্দের বিশেষ লক্ষণ মিলিয়ে প্রয়োগ করা চাই।

মিঃ রায়। আমি এ নিয়ে একটা পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাই। সভা আরম্ভ হওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে একটা এক্সপেরিমেণ্ট হ'লে মন্দ কি ?

খগেন। করুন আপত্তি নেই, কিন্তু পাশের বাড়িতে যে ক্রমাগত হাতুড়ি পিটছে—কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

মিঃ রায়। তা হোক, আমার একটা মতলব মাথায় এসেছে। মিস্ চক্রবর্তী, আপনি একটা গান ধরুন; সেটা কিছুদূর এগোলে খগেন বাবু পাল্টা আর একটা ধরুন। দেখা যাক তার ফল কি হয়।

মিস্ চক্র। বেশ দেখা যাক।

গেন। আমারও আপত্তি নেই।

[illegible]। কি গান গাইব ?

মিঃ রায়। যা ইচ্ছে, এটা গানের পরীক্ষা নয়।

মিস্ চক্র। আচ্ছা আমি আরম্ভ করছি।

বিভিন্ন সুরে এক সঙ্গে দু'জনের দু'টি পৃথক গান

টেলিফোনের শব্দ

মিঃ রায়। হ্যালো, হ্যালো,—কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না ? আমিও কিছু শুনতে পাচ্ছি না—কি বল্‌ছেন ? গোলমাল ? না, গান হচ্ছে। না, সভা আরম্ভ হয় নি, এখুনি হবে—আসুন না। শুনছেন ? কিছুই শুনছেন না ? তবে আর উপায় নেই।

মিসেস্ রায়। থাম—থাম—থাম—গান থামান আপনারা। ঘরের মধ্যে যদি এই সব আরম্ভ কর তা হ'লে আমি এখনি বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

গোলমাল ও গান থামল

মিঃ রায়। (হেসে) দেখলেন! বিষস্য বিষমৌষধম্—আমার ওষুধ কাজে লাগল তো? গান থেমে গেল গানে। কি বলেন খগেন বাবু?

খগেন। আজ্ঞে থিয়োরি ঠিক আছে, বিষস্য বিষমৌষধম, কিন্তু গানে তো গান থামেনি।

মিঃ রায়। তবে কিসে থামল?

মিস্ চক্র। বোধ হয় মিসেস্ রায়ের ওষুধে।

মিসেস্ রায়। তার মানে? আপনারা বাড়ি ব'য়ে এসে আমাকে অপমান করছেন কেন? আমি কি কব্‌রেজ, আর আমার বাড়ি কি হাসপাতাল যে আমার ওষুধে আপনাদের অসুখ সারছে?

মিঃ রায়। না তোমাকে কিছু বলা হয় নি। দেখলেন খগেন বাবু, আপনাদের হোমিওপ্যাথিক থিয়োরিকে ব্যাধির ক্ষেত্র থেকে কেমন মুক্তি দিলাম! এখন এটা সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলবে।

মিস্ চক্র। কিন্তু গানে তো গান থামেনি। গান তো থামালেন মিসেস্ রায়।

মিঃ রায়। একই কথা। গানে যে গোলমাল হয় সেটা যদি গানে না থামে, তা হলে বোঝা যাবে ওটা আদৌ গান হয়নি, আপনারা শুধু চীৎকার করেছেন।

মিস্ চক্র। আপনি বলছেন এটা গান হয় নি?

মিঃ রায়। না।

মিস্ চক্র। গান কাকে বলে জানেন?

মিঃ রায়। গান কাকে বলে না জানলেও গোলমাল কাকে বলে তা জানি।

মিস চক্র। কিন্তু গান গাইতে ব'লে আমাদের এ রকম অপমান করা কি আপনার উচিত? আপনি কি ঘুরিয়ে এই কথাই বলছেন না

যে আমরা গান গাইতে জানি না ? দেখলেন মিসেস্ রায়, আপনার বাড়িতে আমাদের দুর্দশাটা দেখলেন ?

মিসেস্ রায়। আপনাদের কথা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা করবার সময় নেই। আমাকে যে সবচেয়ে বেশি অপমান করা হ'ল সেটা আপনারা লক্ষ্যই করলেন না ! আমি গোলমাল থামিয়ে দিলাম, আর আমাকেই বলা হ'ল কিনা গোলমালের ওষুধ। আমি হলাম ওষুধ ? ওগো এর চেয়ে যে আমার মরা ভাল। আমি আর এখানে এক মুহূর্তও থাকতে চাইনে।

মিস্ চক্র। না না আপনি থাকুন, আপনি যাবেন না।

মিসেস্ রায়। না আমি কিছুতেই থাকব না।

মিঃ রায়। আবার তুমি চেঁচাতে শুরু করলে ?

মিসেস্ রায়। আমি চেঁচাব—চেঁচিয়ে রাজ্যের লোক জড়ো করব—দেখি তোমরা কি করে ঠেকাও।

মিস্ চক্র।
খগেন। } আহা হা, আপনি করছেন কি, থামুন থামুন।

মিসেস্ রায়। (চড়াগলায়) না আমি থামব না—কিছুতেই থামব না।

মিঃ রায়। না, তুমি চেঁচাও—যত পার চেঁচাও—যত জোরে পার চেঁচাও।

প্রতিবেশী। মিঃ রায় আছেন, মিঃ রায়—

মিঃ রায়। কে আপনারা ?

প্রতিবেশী ১। আমরা পাশের বাড়ি থেকে আসছি।—আপনারা এখানে আরম্ভ করেছেন কি ? পাড়ায় টিকতে দেবেন না নাকি ?

প্রতিবেশী ২। ভদ্রলোকের পাড়ায় এ সব চলবে না। চেঁচাতে হয় সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচান।

প্রতিবেশী ১। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করার স্থানও এ নয়। আমরা এ সব হ'তে দেব না।

মিঃ রায়। আমার বাড়িতে আমি চেঁচিয়ে কথা বলব সে অধিকার আমার আছে ব'লেই তো জানি।

প্রতিবেশী ১। দেখুন, ভদ্রলোকের পাড়া গুণ্ডামি করবার জায়গা নয়।

মিঃ রায়। দেখুন, যারা ট্রেসপাস করবার দুঃসাহস করে তারা নিজেদের বারবার ভদ্রলোক ব'লে প্রচার করলেও ভদ্রলোক তারা নয়। সুতরাং ব্যবহারও তেমনি পাবেন। যদি বাড়াবাড়ি করেন পুলিস ডাকব। খগেন বাবু!

খগেন। পুলিস ডাকব! আপনি ক্ষেপেছেন? এতগুলো লোক থাকতে পুলিস ডাকব? দেখুন, আমাদের এখানকার আলোচনা বা তর্কে যদি আপনাদের অসুবিধা হয়ে থাকে তবে তার প্রতিবাদের রীতিটা মোটেই ভদ্র হয়নি। তা ছাড়া আপনারা নিজেরাই গোলমাল করছেন দিনরাত। হামানদিস্তা ঠুকছেন—গ্রামোফোন বাজাচ্ছেন, হাতুড়ি পিটছেন, আমরা যদি বলি এতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে তার উত্তরে আপনারা কি বলতে চান? যদি বাড়ি চড়াও ক'রে শাসাতে এসে থাকেন তা হ'লে আমাদেরও অভদ্র হ'তে হবে।

প্রতিবেশী ২। কি! মারবেন না কি?

খগেন। যদি চান, তাও অদৃষ্টে জুটতে পারে। মিঃ রায়—

মিঃ রায়। ঠিক বলেছেন খগেনবাবু—এদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

প্রতিবেশী ১। আসুন তবে।

খগেন। আসুন।

মারামারি, টেবিল-চেয়ার উল্টে পড়া, 'রাস্কেল', 'স্কাউণ্ড্রেল', 'অসভ্য', 'জানোয়ার', 'কেমন! আর আসবে'—'কেমন শিক্ষা হল'—'মেরে ফেল' 'মেরে ফেল, একেবারে মার' প্রভৃতি শব্দ এবং প্রহার

খগেন। মার মার।

মিঃ রায়। ওরে মেরে ফেললে রে।

প্রতিবেশী। ওরে পা ভেঙে দিয়েছে রে—গুণ্ডা পা ভেঙে দিয়েছে। চল এবার পালাই—রায়ের দফা নিকেশ করেছি চল চল।

মিস্ চক্র। থামুন থামুন—আর রুখে যাবেন না খগেন বাবু।

খগেন। অসভ্যের দল! ছাড়ুন আপনি, ওদের একেবারে মেরে ফেলব।

মিসেস্ রায়। কিন্তু ওরা যে পালিয়ে গেল! একজন আর একজনকে পিঠে নিয়ে পালিয়ে গেল।

খগেন। পালিয়ে গেল? যাক তা হ'লে বেঁচে গেল।

মিস্ চক্র। কিন্তু আপনারা মারামারি করলেন কি ক'রে? ছি ছি—কোথায় গোলমাল বন্ধ করবেন, না আরও গোলমাল বাড়াচ্ছেন।

খগেন। না, বাড়াইনি মিস্ চক্রবর্তী, থামিয়েছি। আর ওরা জীবনে গোলমাল করবে না। মিসেস্ রায় কি বলেন?

মিসেস্ রায়। তা হ'লে কি ওরা ম'রে যাবে?

খগেন। না না ম'রে যাবে না, যদিও গেলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমি তো গোলমাল থামানোর অব্যর্থ ওষুধ ওদের দিইনি, শুধু পা ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু মিঃ রায় কোথায়?

মিঃ রায়। (কাতর ভাবে)—আমি এইখানে টেবিলের নীচে প'ড়ে আছি, হেল্প হেল্প, আমাকে বাঁচাও।

খগেন। সর্বনাশ! মিঃ রায় আহত হয়েছেন, এতক্ষণ খেয়াল করিনি।

মিসেস্ রায়। ওগো কি সর্বনাশ হ'ল গো! তোমাকে কি একেবারে মেরে ফেলেছে?

খগেন। না না ভয় নেই, এই যে তুল্‌ছি এঁকে। মাথা কেটে রক্ত বেরিয়েছে, কিন্তু আমার ওষুধের ব্যাগ সঙ্গেই আছে। তুলোয় ক'রে এই ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি।

মিস্ চক্র। কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সভাপতি বসবেন কি ক'রে?

খগেন। সভাপতি আর কাউকে করতে হবে। মিসেস্ রায় যদি মনে কিছু না করেন।

মিসেস্ রায়। আমি সভাপতি হ'তে পারব না।

মিস্ চক্রবর্তী। আপনি মিঃ রায়ের পত্নী, তাঁর অভাবে আপনারই তো সভাপতি হওয়া উচিত। যদি ঐ নামে আপত্তি থাকে তা হ'লে সভাপত্নী নাম দেওয়া যাবে।

মিসেস্ রায়। রঙ্গ করবার প্রবৃত্তি নেই—আমি আপনাদের এই গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না।

মিস্ চক্র। গোলমাল আমাদের কোথায়? আমরা তো গোলমাল থামাতেই যাচ্ছি।

মিসেস্ রায়। সে থামলে দেখা যাবে।

খগেন। কিন্তু মিসেস্ রায়, সভা আরম্ভ হ'তে আর দেরি নেই, তাড়াতাড়ি যা হয় ঠিক ক'রে ফেলুন।

মিসেস্ রায়। মিস্ চক্রবর্তী সভাপতি হোন না কেন? বকতেও পারেন, উৎসাহও আছে।

মিঃ রায়। সভাপতি নিয়ে গোলমাল করছ কেন? বলি আমি তো মারা যাইনি।

মিসেস্ রায়। কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে তুমি কি ক'রে সভাপতি হবে?

মিঃ রায়। গোলমাল ক'রো না বলছি। আমি মারা গেলেও সভাপতি হব, কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু আপাতত আমাকে ভিতরে নিয়ে চল। সভা আরম্ভ হ'লে ডেকো, এখন একটু শুয়ে থাকতে চাই।

খগেন। চলুন, আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাই। (প্রস্থান)

মিস্ চক্র। মিসেস্ রায়, আপনিও ভিতরে যান।

প্রস্থান, আগন্তুকের প্রবেশ

আগন্তুক। মিঃ রায় বাড়ি আছেন?

মিস্ চক্র। আসুন, আসুন, বসুন, আপনি মিঃ রায়ের চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছেন?

আগন্তুক। চিঠি! চিঠি লিখলে তো মিঃ রায়ের পায়ের ধুলো নিতাম। চিঠি তিনি আমাকে লেখেননি, আমিই তাঁকে লিখেছি।

খগেন। মিস্ চক্রবর্তী, মিঃ রায়ের দ্বারা বোধ হয় হবে না।

মিস্ চক্র। খগেনবাবু, একজন অভ্যাগত ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন।

খগেন। ও! এতক্ষণ খেয়াল করিনি, বেশ ভালই হ'ল। চট ক'রে এঁকে আমার বক্তব্যটা ব'লে রাখি।

আগন্তুক। আপনার কথা শুনব কি, আমার কথা শুনুন।

খগেন। সে পরে হবে। এই যে গোলমাল আমরা থামাতে যাচ্ছি—

আগন্তুক। গোলমাল বাধাতে যাচ্ছেন।

খগেন। (দ্রুত উচ্চারণে, প্রায় একনিঃশ্বাসে) মোটেই না। গোলমাল কথাটা ব্যাপক, এর নানা রকম মানে হ'তে পারে! গোলমাল মানে শব্দ যা সভ্যজগতের সর্বত্র বেড়ে চলেছে, কারণ বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে যান্ত্রিক সভ্যতা, চারিদিকে যন্ত্র, যাকে বলতে পারেন ষড়যন্ত্র, এর থেকে আমরা মুক্তি চাই। গোলমালের অন্য মানেও হ'তে পারে – যেমন মনান্তর, মতান্তর, ভুল বোঝা ইত্যাদি। এ সবকেও আমরা গোলমাল বলতে পারি। কিন্তু সভা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই আমাদের কয়েকজনের মধ্যে মতের একটা মোটামুটি মিল হ'লে পরে আর কোন গোলমাল হবে না। তারপর—

আগন্তুক। মশাই থামুন থামুন। আমি সেজন্য আসিনি,—আমি, মশাই, মিষ্টার রায়ের কাছে টাকা পাব, তাই আদায় করতে এসেছি। ও সব সভা-টভা আমাদের চৌদ্দপুরুষে কেউ করেনি, করবেও না।

খগেন। ও! আপনি আমাদের চিঠি পেয়ে আসেননি; তা নাই বা এলেন, সংসারে দেনাপাওনা সম্পর্ক সবার সঙ্গেই আছে, তাতে সভায় যোগ দেওয়ায় কোন বাধা হয় না। শুনুন, আপনি মিষ্টার রায়ের সঙ্গে কিংবা মিষ্টার রায় আপনার সঙ্গে গোলমাল করবেন তা করুন, এ ধরণের গোলমালে আমরা কেউ বাধা দেব না।—সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

মিস্ চক্র। কি করছেন খগেনবাবু, ভদ্রলোককে ছেড়ে দিন। আপনি আর একদিন আসবেন, কেমন?

আগন্তুক। অগত্যা তাই, আচ্ছা নমস্কার। (প্রস্থান)

খগেন। আরে, এই যে রমেশবাবু হরিশবাবু উপেনবাবু, আপনারা সবাই এসেছেন। এইবার আমাদের সভা বসতে পারে আশা করি।

রমেশ। হ্যাঁ হাঁ আর দেরি ক'রে লাভ কি!

উপেন। আমিও তাই বলি, কিন্তু মিষ্টার রায় কোথায়?



মিস্ চক্র। তিনি একটু অসুস্থ হয়েছেন।

হরিশ। অসুস্থ হয়েছেন! তা হ'লে সভাপতি কে হবেন?

উপেন। আমাদের মধ্যে একজন হ'লেই হবে।

মিঃ রায়। না, কাউকে হ'তে হবে না, আমি এসেছি।

মিস্ চক্র। এ কি আপনি এই অবস্থায় এলেন?

হরিশ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ কেন?

উপেন। গোলমাল নিশ্চয় কিছু হয়েছিল।

মিঃ রায়। হ্যাঁ হয়েছিল, কিন্তু সে জন্য কোনো অসুবিধা হবে না আপনারা উদ্বোধন সঙ্গীত আরম্ভ করুন।

কোরাস্ গান

নাই, ভয় নাই, জাগো জাগো নাগরিক,
দূর কর আজি সব গোলমাল
হও আজি নির্ভীক।
বেসুরো বেতালা বিকট শব্দ
মানুষেরে সদা করিছে জব্দ
ভদ্র তাদের নয় ব্যবহার
ব্যবহার পাশবিক।
গোলমালে লোক হইল জখম
গোলমালে গেল ক্ষেপে
গোলমাল রূপ দৈত্য গুলার
ধর আজ টুঁটি চেপে।
নাহি যদি পার ধিক্ তোমাদের
সহস্র বার ধিক্।
ধুয়া] বাংলা দেশের যত গোলমাল থামাইব
আজি মোরা
ঘরে ও বাহিরে যেথা গোলমাল তারি
বুকে মারি ছোরা

মিঃ রায়। খগেনবাবুকে অনুরোধ করি—তিনি আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে কিছু বলুন।

খগেন। বন্ধুগণ, সভাপতির অনুরোধে আমি কিছু বলছি। আপনারা জানেন ইন্দ্রিয় পাঁচটি। এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বর্তমান যুগে শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যাচারিত হচ্ছে সব চেয়ে বেশি। চারি দিকে শব্দ আর শব্দ। যে শব্দ পাখির ডাকে, যে শব্দ মানুষের কথায়, যে শব্দ ঝড়ের হাওয়ায়, যে শব্দ মেঘের গর্জনে, তার একটা পরিমাণ আছে। কিন্তু কানের কাছে সর্বদা যদি কেউ কোকিল বেঁধে রাখত, কিংবা আকাশে যদি চব্বিশ ঘণ্টা মেঘ ডাকৃত, তা হ'লে যেমন তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, তেমনি, যন্ত্র সভ্যতার দরুন শব্দও সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। রসনা আমাদের একটি ইন্দ্রিয়, কিন্তু যদি এমন ব্যবস্থা হ'ত যে যেখানে যাচ্ছি সেইখানেই খেতে হবে, ভাত ডাল মাছ মাংস মিষ্টি সব তীরবেগে মুখে ঢুকছে, তার হাত থেকে নিস্তার নেই, তা হ'লে তা আমরা সহ্য করতে পারতাম কি? পারতাম না। তেমনি এই শব্দ। যেখানে শব্দ চাই না সেখানে শব্দ, যখন চাই না তখন শব্দ—যত চাই না তত শব্দ। শব্দ যদি বস্তু হ'ত তা হ'লে তা রোধ করাও সহজ হ'ত। কিন্তু বস্তু নয় ব'লেই তার অত্যাচার সহ্য ক'রব—এ হ'তে পারে না।

হরিশবাবু। (হঠাৎ উঠে) মাপ করবেন সার। আমার একটি কথা আছে। আপনি যা যা বলছেন সব ভুল বলছেন। উপমা দিয়ে যা যা বোঝালেন ভাষার দিক দিয়ে তা উপভোগ্য হ'লেও কাজের কথা তাতে কিছুই নেই। কারণ আপনি বর্তমান কালটাকেও স্বীকার করবেন অথচ তার আনুষঙ্গিক শব্দ জিনিষটাকেও উড়িয়ে দেবেন এ কথা পরস্পর-বিরোধী। তা ছাড়া খাদ্যের সঙ্গে শব্দের তুলনা একেবারে অচল। চোখ আমাদের একটি ইন্দ্রিয়। কিন্তু চোখ চাইলে সর্বদা কিছু-না-কিছু দেখতে হয় ব'লেই যে তা

মুখ খুলে সর্বদা খাওয়ার মতো হবে এ কেমন কথা ? আসল কথা হচ্ছে শব্দকে আমরা নিবারণ করব না, কেননা তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা করব শব্দকে নিয়ন্ত্রণ। অর্থাৎ বিরোধী বা বিষম শব্দের উচ্ছেদ সাধন। পরস্পরবিরোধী শব্দই কানের পক্ষে অপকারী। যেখানে কোকিল ডাকছে সেখানে পাথর ভাঙা চলবে না, আর যেখানে ছাদ পেটা হচ্ছে সেখানে সেতার বাজনা চলবে না। ওষুধের বেলায় যেমন বিষম, অর্থাৎ ইন্‌কম্‌প্যাটিব্‌ল্‌ শব্দের বেলাতেও তাই। বিষম বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অচল। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারছেন শব্দ, যা বর্তমান যুগের অপরিহার্য কর্মফল, তাকে একটু কৌশল ক'রে উপভোগ্য ক'রে তুলতে হবে। 'বেতার' যন্ত্র উপভোগ করতে যেমন 'তার' খানিকটা চাইই—বর্তমান যুগে থাকতে হ'লে তেমনি শব্দও খানিকটা চাই। কিন্তু কেমন ক'রে আমরা শব্দ নিয়ন্ত্রণ করব সেইটে ভাবুন।

হরিশবাবুর দলের হাততালি

মিস্‌ চক্র। খগেনবাবু, আপনি প্রতিবাদ করুন।

খগেন। নিশ্চয় করব। শুনুন হরিশবাবু। আপনার যদি লেশমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকত তা হ'লে এ সব কথা বলতে পারতেন না। আপনি চান ফ্যাক্টরির শব্দ, গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ, এক সুরে বাঁধতে। কিন্তু পূর্বেই বলা ভাল যে আমাদের এটা উন্মাদের সভা নয়। তা যদি না হয়, তা হ'লে আপনার ভুল স্বীকার করুন।

হরিশ। ধন্যবাদ আপনাকে। উন্মাদ যে কে তা আমাদের এই সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁরা সবাই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। আপনি যে এমন অসভ্য ইতর ভাষা ব্যবহার করতে জানেন তা পূর্বে জানা ছিল না।

মিস্‌ চক্র। মিঃ রায়, এঁরা আরম্ভ করলেন কি ?

মিঃ রায়। যাই করুন—আমার সাধ্যের বাইরে চলে গেছেন, আমি থামাতে পারব না। তবে একটি কথা আপনারা শুনুন, ঝগড়া করুন আপত্তি নেই, কিন্তু গোলমাল করবেন না।

খগেন। (দাঁড়িয়ে) দেখুন হরিশবাবু, কথা বলার রীতি আপনার কাছে আমি শিখতে আসিনি। দেখছি, আপনাকেই কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমার শিক্ষারীতি কিন্তু বিশুদ্ধ মৌখিক নয়, হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়াই আমার অভ্যাস মনে রাখবেন। (আসনে বসল)

হরিশ। (দাঁড়িয়ে) অর্থাৎ আপনি হাতুড়ে। (ব'লেই আসনে বসল)

খগেন। (দাঁড়িয়ে) দেখুন হরিশবাবু, কথা বলবার সময় মুখ সামলে বলবেন। (বসল)

হরিশ। (দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, তা আর শেখাতে হবে না। ইতরের সঙ্গে কথা বলতে শুধু মুখ নয়, সমস্ত দেহটাই সামলানো দরকার তা আমার জানা আছে। (বসল)

উপেন। (দাঁড়িয়ে) দেখুন খগেন বাবুর বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করেন তো আপনার মাথা ভাঙব। (বসল)

খগেন। (দাঁড়িয়ে) উপেন বাবু, আপনি ওর সঙ্গে পারবেন না। ও গুণ্ডা। (বসল)

হরিশ। (দাঁড়িয়ে) আপনি গুণ্ডা। (বসল)

খগেন। (উঠে হরিশের কাছে গিয়ে) এইবার সীমা ছাড়িয়েছেন হরিশবাবু, এই আমি আপনার চাদর ছিঁড়ে ফেলছি। (খুব শান্তভাবে চাদর ছিঁড়ে আসনে এসে বসল)

হরিশ। (দাঁড়িয়ে) মাননীয় সভাপতি এবং বন্ধুগণ, আপনারা সবাই দেখলেন খগেনবাবু আমার চাদর ছিঁড়ে ফেললেন। এইবার আমি যদি

পাল্টা কিছু করি, আপনারা কিছু মনে করবেন না। (খগেনের কাছে গিয়ে) খগেনবাবু, আমি আপনার মাথায় একটি চাঁটি মারছি।

চাঁটি মেরে আসনে গিয়ে বসল

খগেন। চাঁটি মারলেন মাথায়! আচ্ছা, আমিও দেখে নিচ্ছি। (পুনরায় কাছে গিয়ে) এই আমি আপনার কান ম'লে দিচ্ছি।

কান ম'লে আসনে গিয়ে বসল

হরিশ। (দাঁড়িয়ে) দেখুন খগেনবাবু, কান ম'লার ভদ্র রীতিটাও আপনি জানেন না। দেখুন তো কি করেছেন! কান একেবারে ছিঁড়ে নিয়েছেন! (কাছে গিয়ে) কাজেই আপনার পিঠে আমি জুতো মারছি, মনে কিছু করবেন না।

জুতো মেরে আসনে গিয়ে বসল

খগেন। (দাঁড়িয়ে) মারলেন জুতো? পাল্টা আমি আপনার মাথাটার দিকে কিন্তু লক্ষ্য করলাম। (কাছে গিয়ে) লাঠি মারলাম আপনার মাথায়—ফলাফল ভগবানের হাতে। (ফিরে এসে আসনে বসল)

শব্দ—আর্তনাদ

সকলে। খগেনবাবু করলেন কি, করলেন কি? ম'রে গেল নাকি? তাই তো, এ যে ম'রে গেছেন, হরিশ বাবু ম'রে গেছেন।

খগেন। মরেনি, অজ্ঞান হয়ে আছে।—কিন্তু জাগলেই পুলিস কেস্ করবে। মিঃ রায়—মিঃ রায়—

গোলমাল: চল্ চল্ পালাই যদি ম'রে যায় সাক্ষী দিতে হবে

মিস্ চক্র। মিঃ রায় ও মিসেস্ রায় তো ছুটে পালিয়ে গেলেন। দেখুন, সাক্ষী দেবার ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল।

খগেন। কি সর্বনাশ হ'ল দেখুন তো! যদি ম'রে যায়। রাগের মাথায় একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলাম। মিঃ রায় বললেন, ঝগড়া



করুন, গোলমাল করবেন না। কিন্তু গোলমাল চাপতে গিয়ে তো হাত চলল বেশি! চেঁচামেচি করতে পারলে হয় তো এতটা করতাম না। কিন্তু বিপদ দেখে সবাই পালিয়ে গেল—আপনিও তো যাবেন?

মিস্ চক্র। হ্যাঁ, একজনের বেশি থাকলেই গোলমাল। একা থাকাই ভাল। (প্রস্থান)

খগেন। বেশ, যান। হরিশ বাবুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। কাপুরুষ ভীরু সব!

মিস্ চক্র অদৃশ্য হবামাত্র খগেন এক লাফে উঠে পালিয়ে গেল